কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতা : বৈশিষ্ট্য ও আরবী শব্দের প্রয়োগ

(এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

তারিখঃ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের এম. ফিল গবেষক জনাব মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান-এর "কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতা: বৈশিষ্ট্য ও আরবী শব্দের প্রয়োগ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

আমি এই অভিসন্দর্ভটির আদ্যন্ত পাঠ করেছি। এটিকে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
অধ্যাপক
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতা: বৈশিষ্ট্য ও আরবী শব্দের প্রয়োগ" শীষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমি আমার এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করছি।

(মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান)
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং- ৯৩/২০১৩-২০১৪ ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুল্লিাহ। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি আমাকে “কবি নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতা: বৈশিষ্ট্য ও আরবী শব্দের প্রয়োগ” গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করার তৌফিক দান করেছেন। নবী সম্রাট, মহান সংস্কারক, পথহারা মুসলিম জাতির পথ প্রদর্শক, মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি হাজার ও কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। যার অবদান কালজয়ী ও সার্বজনীন। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ অন্যের সাহায্য সহযোগিতায় অসাধ্যকে করেছে সাধন আর পেয়েছে সঠিক পথের দিশা। আমার এ গবেষণা কর্মটি বহু গুণীজনের আন্তরিক সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। মানুষের কর্মের উপযুক্ত মূল্যায়নের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মাধমে। যার একান্ত সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় আমার গবেষণা কর্মটি বহুল তথ্যে পরিপূর্ণতা পেয়েছে তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ। আমি অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর অবদান স্মরণ করছি। সকল ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে তাঁর মূল্যবান সময় দিয়ে আমার এ গবেষণা কর্মটির শ্রীবৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ।

এই অভিসন্দর্ভটি আমার দীর্ঘ ২ বছরের শারীরিক ও মানসিক অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। এ সময়ে আমি অনেকের সাহায্য পেয়েছি।

আমার আরেক পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আব্দুল কাদির, যার উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাকে এ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছেন। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ। বিভাগের আরো অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ যাঁরা আমাকে এ অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

নানাবিধ অন্তরায় ও প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণাকর্ম সঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব বন্ধু বান্ধব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও গুরুজনেরা আমাকে সাহস যুগিয়েছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী রুমানা ফেরদৌসী, প্রভাষক, নরসিংদী সরকারী কলেজ, নরসিংদী। তাঁর কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও যারা আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সার্বিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন যাদের কথা স্বীকার না করলেই নয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাংলা একাডেমির সহসম্পাদনা সহযোগী জনাব মাইনুল ইসলাম। যিনি আমাকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন। আরো রয়েছে মোঃ জুয়েল মিয়া, আল-হেরা কমার্শিয়ালের মালিক জনাব আবুল হোসেন সরকার ও সৈয়দ আশরাফ হোসেন। যারা আমার পাণ্ডুলিপিকে সযত্নে সংশোধনের জন্য সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা-আলার কাছে সাহায্য কামনা করছি যাতে আমার এ গবেষণা কর্মটি সফল ও স্বার্থক হয়। আমিন।

গবেষক

সংকেত বিবরণী

অনু.	অনুবাদ
(আ)	আলাই-সালাম
ই. ফা. বা.	ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইং.	ইংরেজি
খৃ.	খৃষ্টাব্দ
খৃ.পূ.	খৃষ্টপূর্ব
ড.	ডক্টর
তা. বি	তারিখ বিহীন
দ্র.	দ্রষ্টব্য
পৃ.	পৃষ্টব্য
(র)	রহমাতুল্লহি আলাহি
(রা)	রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু/ আনহা/বানহুম/আনহুন্না
মাও.	মাওলানা
মু.	মুহাম্মদ
(স)	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পা.	সম্পাদনা/ সম্পাদক
সংস্ক.	সংস্করণ
হি.	হিজরী
Adi.	Addition
art.	Article
Ed.	Edited by
PP.	Page
Trs.	Translation
Vol.	Voluam

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	I
ঘোষণাপত্র	II
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	III-IV
সংকেত বিবরণী	V
সূচীপত্র	VI
ভূমিকা	VII-XI
প্রসঙ্গ কথা : বাংলাদেশে আরবী ভাষার আগমন	১২-২৭
প্রথম অধ্যায়: কবি নজরুল ইসলাম ও সমকালীন কবি সাহিত্যিকগণ	২৮-৪১
প্রথম পরিচ্ছেদ: কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও সমকালীন কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা	৩৩-৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নজরুলের আবির্ভাব ও সমকালীন কবিগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব	৩৮-৪১
দ্বিতীয় অধ্যায়: কাজী নজরুল ইসলাম-এর জীবন কথা	৪২-৫৬
প্রথম পরিচ্ছেদ: জন্ম পরিচয়ও শিক্ষা জীবন	৪২-৪৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কবির জীবনের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দিক	৪৬-৪৯
তৃতীয় পরিচ্ছদ: বিদ্রোহী কবি হিসেবে নজরুলের মূল্যায়ন ও বাংলাদেশে তাঁর আগমন	৫০-৫৬
তৃতীয় অধ্যায়: কবি নজরুল ইসলাম-এর কাব্য সাধনা ও তাঁর ইসলামী কবিতার বৈশিষ্ট্য	৫৭-৯৪
প্রথম পরিচ্ছেদ: কবির প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা	৬১-৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতার বৈশিষ্ট্য	৭৬-৯৪
চতুর্থ অধ্যায়: কবি নজরুল ইসলাম-এর ইসলামী কবিতায় আরবী শব্দের প্রয়োগ	৯৫-২১৭
প্রথম পরিচ্ছেদ : মূলার্থক একক শব্দ	৯৫-২০৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভিন্নার্থক একক শব্দ	২০৭-২১৭
উপসংহার	২১৮
পরিশিষ্ট: কবি নজরুলের বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র	২১৯-২২৯
গ্রন্থপঞ্জি	২৩০-২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

৬১০ খ্রিস্টাব্দে আরবের বুকে ইসলামের দীপ্ত প্রকাশ ঘটে; এর আলো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবন বিধান হিসাবে বিশ্বের সকল দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই আরব মুসলমানগণ তাদের ঐতিহ্য অনুসারে ইসলাম প্রচারের দৃপ্ত শপথ আর ব্যবসা-বাণিজ্যে আরো অধিকতর উৎসাহী হয়ে এক সময় ভারত উপমহাদেশেও পাড়ি জমায়। ধারণা করা হয় যে, সাহাবাদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম এদেশে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল।[১]

ভারত বর্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় ইসলামের বাণী এসে পৌঁছে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচারিত হয়। শায়খ সায়নুদ্দীন তাঁর ‘তুহফাতুল মুজাহেদীন ফী বাযে আহওয়ালিল বারতাকালীন’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের মালাবার রাজ্যের রাজা চেরুমল পারুমল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে মক্কা গমন করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সময় মালাবারে বহু পৌত্তলিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ সময় ইসলামের সত্যবাণী বাংলায়ও প্রবেশ লাভ করে।[২]

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবৎকালেই যে সমুদ্র পথে আগত বণিকদের মাধ্যমে তাওহীদের বাণী বাংলায় আসে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, দেখা যায় হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের বছর তিনেকের মধ্যেই হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকরা এসেছিলেন। তারা এসেছিলেন কেবল সত্য ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য, প্রাথমিক যুগের এ সকল ইসলাম প্রচারক উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সহজ-সরল জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাদের প্রচার কার্যের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই ধর্মভেদ জর্জরিত এদেশের নির্যাতিত ও নিপীড়িত জন-মানুষের সম্মুখে এক নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটে। ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলের দিকে দিকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এতে এক নীরব সমাজে ও সংস্কৃতি বিপ্লবের পরিবেশ গড়ে ওঠে।[৩] ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক তথ্যসূত্রে এবং প্রখ্যাত গবেষক ড. হাসান জামান স্বীয় গবেষণায়

---

১ Dr. A.K.M. Ayub Ali : History of Triditional Islamic Education in Bangladesh (Dhaka 1983), pp. 11-18; Dr. Mohammad Ishaq : India's Contribution to the Study of Hadith Literature (Dacca, 1955), মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা, ১৯৬৫), পৃ. ১৭৫; ড. এনামুল হক : বংগে সূফী প্রভাব, (কলিকাতা, ১৯৩৫), পৃ. ৮

২ কাজী দীন মুহাম্মদ, “বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ” ইসলামিক ফাউন্ডেশন অগ্রপথিক সংকলন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, জুন ১৯৯৫) পৃ. ৩৩

৩ আবদুল গফুর, “মহানবীর যুগে উপমহাদেশ” ইসলামিক ফাউন্ডেশন (অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী সংখ্যা), (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯৮) পৃ. ৪৯, ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর আমলে আগত কয়েকটি জামাতের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম দলের নেতা ছিলেন হযরত মামুন ও মুহাইমেন (রা)।[৪] তাঁরা নি:সন্দেহে তাবেয়ী ছিলেন। যদিও কোন কোন গবেষক দাবি করেছেন যে, তাঁরা সাহাবী ছিলেন।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুলায়মান নদভী তাঁর "আরবুঁও কি জাহাজ রাণী" গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আরব বণিকরা সামুদ্রিক পথে মিশর থেকে চীন পর্যন্ত পতিমধ্যে যে সমস্ত দেশ অতিক্রম করত সেখানে তারা অবতরণ করত। ফলে তারা মেলাবর অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করত[৫]। ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর "মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেন আরব বণিকরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও আসামের পথ দিয়ে চীনে গমন করত"[৬]। এ কারণে কখনো কখনো বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দরে অবস্থান করত। এ পথ দিয়ে অতিক্রম ও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাংলেদেশে তাদের আগমন ঘটেছিল। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের মেলামেশা ও কথাবার্তা আরবী ভাষা আগমনের বিরাট কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং তাদের এ সমস্ত কার্যক্রমকে ইসলাম পূর্বে বাংলাদেশে আরবী ভাষা আগমনের উৎস হিসেবে ধরা হয়।

আরবী এক সময় 'আরবদের ভাষা' হলেও সপ্তম শতাব্দে এ ভাষায়– এ অঞ্চলে ইসলামের আবির্ভাব আরবী ভাষাকে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত হয়েছে। ইউরোপ আরবীকে বিদায় করে দিলেও বাকী অন্যান্য মহাদেশে আরবীর অবস্থান সুসংহত। বর্তমানে প্রায় পৃথিবীর একশ কোটি লোক আরবী ভাষায় কথা বলে। সপ্তম শতকে আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল হওয়া পর্যন্ত আরবী ভাষা বহু বিবর্তনের মোকাবেলা করে। আরবী একটি সমৃদ্ধ ভাষা। ব্যাকরণগত অনেক সূক্ষ্ম নিয়ম-কানুন এ ভাষায় যেমন পাওয়া যায় অন্যগুলোতে তেমন পাওয়া যায় না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরবি শব্দের অনুপ্রবেশের অন্যতম মাধ্যম ছিল ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অলী-দরবেশগণের অবাধ আগমন। খৃ. সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)- পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে সুমহান ইসলামের বাণী প্রচার করেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত সত্য, সুন্দর ও সংস্কারমুক্ত জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার রূপকার। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে খ্রিষ্টীয় ৭ম শতকের প্রথমার্ধের শেষ ভাগেই এ উপমহাদেশে মুসলিমদের আগমন ঘটেছিল। সে সময় থেকেই এখানে আরবী

---

৪ ড. হাসান জামান, সমাজ – সংস্কৃতি সাহিত্য, (ঢাকা : ই. ফা. বা., ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ২১২

৫ মহি উদ্দীন খান, বাংলাদেশে ইসলাম, মাসিক আল মদীনা, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, জানুয়ারী ১৯৯২), পৃ. ১৭

৬ মাওলানা আকরাম খান, মুহাম্মদ, মসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস, (ঢাকা: অযাদ পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৬৫), পৃ. ৪৭-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

চর্চা হয়ে আসছে।[৭] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশে যাদের দান সর্বোতভাবে স্বীকার্য, তারা হল মুসলিম স্বাধীন সুলতানগণ। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ এদেশে শাসনকর্তা, সৈনিক, সেনাপতি, ধর্ম-প্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও ভাগ্যোন্বেষণকারীরূপে আগমন করেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে শাসন ক্ষমতায়। তাপর ১৭৯৩ সালে শুরু হয় কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ফলে মুসলমানদের চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এলো। অবস্থা আরো সংকটজনক হলো ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে সরকারী ভাষা হিসেবে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজির ব্যবহারের মাধ্যমে। বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে মুসলমানদের প্রস্থান হলে পরে আরবী-ফার্সির উপরে অপ্রতিহত অগ্রাভিযানে ভীত হয়ে হানাদার ইংরেজ ও স্থানীয় প্রতিপক্ষ হিন্দু পন্ডিতগণ একযোগে মুসলমানি সাহিত্য-সংস্কৃতি বাংলা সাহিত্যে হতে মুছে ফেলতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। যুগ সন্ধিক্ষণে একদল সব্যব্রতী কবি সাহিত্যিক এগিয়ে এলেন ভাষার চিরায়ত সত্য রক্ষায়। বাংলা গদ্যকে যথার্থ শিল্পসম্মত করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর– তিনি তাতে প্রচুর আরবী-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। টেকচাঁদ ঠাকুর এবং মধ্যযুগের সকল মুসলিম কবির রচনায় আরবী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

মধ্যযুগেই আরবী শব্দ ও রূপকল্পের অধিকার মুসলিম কবিদের ছাছিয়ে ধর্মাশ্রয়ী কাব্য সাধক হিন্দু কবিদের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিন্দু কবিগণও সে সময় মুসলমান রাজা, ইসলামী ভাবধারা, মুসলিম দরবেশ, আলেমদের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনী কাব্যেও অসঙ্কোচে আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৮] এ থেকে ভারত চন্দ্রের মত শিক্ষিত কবিও মুক্ত থাকতে পারেননি। নিম্নে দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

ষোড়শ শতকের চন্ডী মঙ্গল কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠতম কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর মঙ্গল কাব্যে মুসলমান প্রসঙ্গে লিখেছেন:

ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটী
পাঁচ বেরী কয়য়ে নামাজ।
সোলেমানী মালাধরে জগে পীর পেগম্বরে।
পীরের মাকামে দেই সাঁজ।।[৯]

---

৭ আ. ব. ম. সাইসুল ইসলাম সিদ্দিকী ও অন্যান্য, বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের ব্যবহার: পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর; ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ৪৫-৫৮।

৪ সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, পত্রিকা, ঢাকা, ১৩৬৯ বাংলা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, পৃ. ৬০

৯ মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ১৯৯০), চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রথম আরবী শব্দ ও রূপকল্পের নিঃসঙ্কোচ ও সফল প্রয়োগ করেছেন ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। তিনি তাঁর 'কবর-ই-নুরজাহান' ও 'আখেরী' কবিতায় সর্বাধিক সংখ্যক আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। মোটকথা ফোর্ট উউলিয়াম পন্থিরা ব্যতীত সকলে তাদের লেখায় কম বেশী আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এরা সকলেই আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন সমাজে যেমনটি ছিল তেমনই। তাদের মধ্যে কোন চেতনা এ বিষয়ে ক্রিয়াশীল ছিল না।

'নজরুল ইসলাম' নামটি খাঁটি আরবী শব্দ সম্বলিত এবং এর আভিধানিক অর্থ 'ইসলাম দ্রষ্টা' কিংবা 'ইসলামের দৃষ্টি'। এদিক দিয়ে বিচার করলেও তিনি নামের সাযুজ্য রক্ষা করেছেন পুরামাত্রায়। কারণ তিনি ইসলামের পাবন্দ হয়ে মুসলিম ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধে উন্মেষে তাঁর সাহিত্য নির্মাণ করেছেন। তিনি গর্ব অনুভব করেছেন এইভাবে নিজের পরিচয় দিতেঃ 'কুরান আমার বর্ম/ইসলাম আমার ধর্ম/মুসলিম আমার পরিচয়।' তিনি আরও ঘোষণা করেছেন 'কিসের আমার শঙ্কা/ কুরান আমার ডঙ্কা'। অথবা 'প্রাণের লওহে কুরান লেখা/ রুহ পড়ে তা রাত্রিদিন্' অথবা 'কালেমা আমার তাবিজ/ তৌহিদ আমার মুর্শিদ/ ঈমান আমার ধর্ম/ হেলাল আমার মুর্শিদ।' অথবা 'আল্লাহু আকবার ধ্বনি/ আমার জেহাদ বাণী' ইত্যাদি আরও অনেক কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া যায়।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯২২) সর্বপ্রথম আরবী শব্দ ও রূপকল্প-সচেতন, সতর্ক ও সযত্নে প্রয়োগ করেছেন। সে সময়ে তিনি মাটি মানুষ স্বাধীনতাকে পূঁজি করে ঝড়ের বেগে দাঁড়ান রবিন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে। জয় করে নেন বাংলা সাহিত্যের দুর্গ। গড়ে তোলেন স্বশাসিত সার্বভৌম সাহিত্য রাষ্ট্র। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাব্যে-সংগীতে আরবী শব্দের প্রয়োগ করেছেন। শব্দগুলো এমন বলয়ে ব্যবহৃত হয়েছে যে, ওটাই যেন বাংলা ভাষা। নজরুল প্রতিভার হাত যেখানে স্পর্শ করেছে সেখানেই সোনার ফসল ফলেছে কিংবা সাফল্যের পূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

নজরুল ইসলাম কেবল তাঁর সুরম্য কাব্য প্রাসাদে আরবী-ফার্সি শব্দের ইটই দেননি, বরং তাঁর প্রতিভার বহু দিকের মধ্যে একটি তাঁর ভাষার দক্ষতা। তিনি প্রায় বাংলা ভাষার মতোই আয়ত্ব করেছিলেন আরবী, ফার্সি, হিন্দি, ইংরেজি, তুর্কি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভাষা। এসবের কয়েকটি ভাষায় তিনি কবিতাও রচনা করেছেন। আরবী ও ফার্সি ভাষায় নজরুল ইসলাম যে কত দক্ষ ছিলেন তার প্রমাণ নিহিত রয়েছে বাংলা কবিতায় আরবী ও ফার্সি ছন্দ ব্যবহার পদ্ধতিতে।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ব্যাকরণবিদদের মতে আরবী সর্বমোট ১৬টি ছন্দ আছে। ১৬টি ছন্দের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ‘তাবিল’ (দীর্ঘ) ‘বাসিত’ (বিস্তৃত), কামিল (পূর্ণাঙ্গ), ওয়াফির (প্রশস্ত), ‘খাফিফ’ (হ্রস্ব বা হালকা) ইত্যাদি। গজল ও গানে সাধারণতঃ ‘মুদ আরী’, ‘মুকতাদাব’, ‘মুজতাস’ প্রভৃতি ছন্দ রীতি মেনে চলা হয়। আসল কথা, নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতার আরবী মাত্রায় ১৬টি ছন্দের ব্যবহারই দেখিয়ে চমক লাগিয়েছেন। অনুরূপভাবে ফার্সি কবিতার রুবাই, মিসরা ইত্যাদি ছন্দরীতির ব্যবহার দেখিয়ে বাংলা ভাষা এমনকি আরবী-ফার্সি সম্বলিত ছন্দের যে মাত্রা, লয়, অনুপ্রায় সবই তিনি বাংলা কবিতায় ব্যবহার করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের বিস্মিয় করেছেন।[১০] তিনি বাংলা কাব্যে আনলেন নতুন মাত্রা। আমদানি করলেন নতুন ছন্দ। সর্বোপরি, আরবী ছন্দের বাংলা কবিতা।

নজরুল-কাব্যে আরবী-ফার্সি শব্দের ব্যবহার আরবি ও ফার্সি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়, তেমনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রভাবও কম নয়। আরবী-ফার্সি শব্দ সম্বলিত মুসলিম ঐতিহ্যবাহী ‘পুঁথি সাহিত্যের সাথে নজরুল প্রত্যক্ষ ও গভীর সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্ক তাঁর মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। উপমা-উৎপ্রেক্ষায়, রূপকল্প সৃষ্টিতে সর্বোপরি ভাষার সূখকর বিন্যাস রচনায় তারই পরিচয় দীপ্ত।

‘কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা: বৈশিষ্ট্য ও আরবী শব্দের প্রয়োগ’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা প্রসঙ্গ কথা এবং উপসংহার ছাড়াও পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত।

প্রথম অধ্যায় : কবি নজরুল ইসলাম ও সমকালীন কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায় : কাজী নজরুল ইসলাম-এর জীবন কথা

তৃতীয় অধ্যায় : কবি নজরুল ইসলাম-এর কাব্য সাধনা ও তাঁর ইসলামী কবিতার বৈশিষ্ট্য

চতুর্থ অধ্যায় : নজরুল ইসলাম-এর ইসলামী কবিতায় আরবী শব্দের প্রয়োগ

[১০] আবদুস্ সাত্তার, নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ, (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯২), পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা
বাংলাদেশে আরবী ভাষার আগমন

বাংলাদেশে আরবী ভাষা আগমনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আরবী ভাষা বাংলাদেশে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রবেশ করেছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য মাধ্যমগুলো আলোচনা করা হলো:

১. আরব বণিকদের মাধ্যমে আরবীর আগমন।
২. আরব ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে আরবীর আগমন।
৩. অলী ও সুফী সাধকদের মাধ্যমে আরবীর আগমন।
৪. ইরান ও আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে আরবীর আগমন।
৫. পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে আরবীর আগমন।
৬. আরব জনগোষ্টীর সঙ্গে বাংঙ্গালী জনগোষ্ঠীর মেলামেশার মাধ্যমে বাংলাদেশে আরবীর আগমন।
৭. ভারত ও পাকিস্তানে অধ্যয়নকারী বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে আরবীর আগমন।
৮. আরবদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়নকারী বাংলাদেশী ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমে আরবীর আগমন।

উল্লেখিত মাধ্যমসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে আরবীর আগমন:

আরব বণিকগণ প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন তারা ইসলাম পূর্ব থেকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এই উবর্ব সবুজ শ্যামল ভূমিতে আগমন করেছিল। তারা বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন সামুদ্রিক বন্দরে অবতরণ করত এবং সেখান থেকে বন্দরের কাছাকাছি এলাকা সমূহে অবস্থান করে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যেত। তারা বাংলাদেশ থেকে এক প্রকার সুগন্ধি কাঠ হাতির দাঁত ও সুতার কাপড় খরিদ করে দেশে ফিরে যেত।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুলায়মান নদভী তাঁর “আরবুঁও কি জাহাজ রানী” গ্রন্থে উল্লেখ করেন আরব বণিকরা সামুদ্রিক পথে মিশর থেকে চীন পর্যন্ত পতিমধ্যে যে সমস্ত দেশ অতিক্রম করত সেখানে তারা অবতরণ করত। ফলে তারা মেলাবর

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করত[১১]। ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আকরাম খাঁ তার "মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেন আরব বণিকরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও আসামের পথ দিয়ে চীনে গমন করত"[১২]। এ কারণে কখনো কখনো বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দরে অবস্থান করত। এ পথ দিয়ে অতিক্রম ও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে তাদের আগমন ঘটেছিল। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের মেলামেশা ও কথাবার্তা আরবী ভাষা আগমনের বিরাট কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। সুতরাং তাদের এ সমস্ত কার্যক্রমকে ইসলাম পূর্বে বাংলাদেশে আরবী ভাষা আগমনের উৎস হিসাবে ধরা হয়।

২. আরব ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে আরবীর আগমন:

বাস্তবে ইসলাম সারা বিশ্বে আল্লাহর পথযাত্রী ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। প্রথম দিকের ধর্মপ্রচারক মুসলমানগণ অত্যন্ত ন্যায় নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। অত:পর আরব ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রবেশ করে। যেভাবে তাঁরা সামুদ্রিক পথে বাংলাদেশে আগমন করেছে এবং তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চট্রগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরে অবতরণ করেন। তারা সে অঞ্চলে অবস্থান করে অঞ্চলের মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে থাকেন। এভাবে সেখানে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আব্দান আলমারুযী স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেন ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে নবী করীম (স) এর সাহাবীদের মধ্য থেকে মালেক ইবন ওহাব (রা) কায়েস ইবন হুজাইফা (রা) উরওয়া (রা) আবু ক্বায়েস ইবন হারিছ (রা) ও হাবসী মুসলমানদের কয়েকজন সহ সাহাবীদের একটি জামাত সামুদ্রিক পথে চীনে ভ্রমন করেন[১৩] এবং চীনে ভ্রমনকালীন সময়ে তাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সামুদ্রিক বন্দরে অবতরণ করেন,বিশেষ করে তাঁরা বিশ্রাম নিতে, তাদের জাহাজগুলোকে সংস্কার করতে, তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে ও খাদ্য পানীয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চট্রগ্রাম বন্দরে অবতরণ করত এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকদিন অবস্থান করত। অত:পর এসমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা সভ্যতা সংস্কৃতি ভাষা ও ধর্মীয়ভাবে ওদের দ্বারা প্রভাবিত হত। আর এটাই প্রমান করে যে চট্রগ্রামের আরবীয় সভ্যতা সংস্কৃতি এই সমস্ত ধর্ম প্রচারকের দ্বারাই প্রচারিত হয়েছে। যেমন চট্রগ্রামের জনগোষ্ঠী আরবী ভাষার

---

[১১] খান মহি উদ্দীন, বাংলাদেশে ইসলাম, মাসিক আল মদীনা, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, জানুয়ারী ১৯৯২), পৃ. ১৭
[১২] আকরাম খান মাও মুহাম্মদ, মসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস, (ঢাকা: অযাদ পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৬৫), পৃ. ৪৭-৪৮
[১৩] মাসিক মদীনা, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় যে কোন কাজকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশের পূর্বে “না” সূচক অব্যয় ব্যবহার করে। যেমন ‘নো খাইয়ুম নো জাইয়ুম’ ইত্যাদি। এমনিভাবে চট্রগ্রামের কতক স্থানের নামও আরবীতে রাখা হয়। যেমন শুলক বাহার মূলত سلوك البحر ছিল[১৪]। আর তারা সেখানে অবস্থান কালে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে থাকেন। ফলে স্থানীয়দের কেউ কেউ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এতে প্রমানিত হয় যে ইসলাম নবুওতের সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল[১৫]। ঐতিহাসিক সুত্রে উল্লেখ আছে যে আববাসী খলিফা হারুনুর রশীদের যুগে অষ্টম শতাব্দীতে আরাকান সাম্রাজ্যের পার্শ্বে বঙ্গোপসাগরে কয়েকটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এতে কয়েকজন জাহাজের যাত্রী বেঁচে যায় এবং তাঁরা আরাকান রাজ্যে আশ্রয় নেয়। পরে তারা Ma-ba tong রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। রাজা এদের আচার আচরণ ও কথা বার্তায় মুগ্ধ হন এবং এদেরকে আরাকানে বসবাসের অনুমতি দেন। কিছু দিন যেতে না যেতেই এ সমস্ত মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে উঠেন দশম শতাব্দীতে তারা চট্রগ্রাম অঞ্চলে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুসলিম নেতৃত্বের শক্তি ও সামর্থ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এটা দেখে আরাকানের রাজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর এ যুদ্ধে মুসলমানদের নেতা Thu-ra-tan চাঁদগাঁও নামক স্থানে পরাজিত হন। আরবী ভাষায় Thu-ra-tan অর্থ সম্রাট বা রাজা[১৬]।

আরো উল্লেখ আছে যে প্রাচীন কালে شيتاغونغ নামে পাহাড়ীয় একটি অঞ্চল ছিল মূলত এর নাম “রাম রাজত্ব” ছিল। আরব বণিকরা ব্যবসায়ী জাহাজে করে সমুদ্র পথে এ অঞ্চলে আগমন করত। তখন তারা এ অঞ্চল থেকে দামী দামী কাঠ ও হাতির দাঁত ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ এলাকায় চলে যেত। সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করত[১৭]।

এভাবে ইসলাম চট্রগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং এখান থেকে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে চট্রগ্রাম অঞ্চলের লোকজন এ সকল ধর্ম প্রচারকের আচার আচরণ ও ভালো ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তারা পবিত্র কুরআন ও হাদীস বুঝা ও ধর্মীয় নিয়ম নীতি পালনের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কেননা আরবী ভাষা মুসলমানদের ‘ইবাদাতের

---

১৪ নীল কমিশন রিপোর্ট, ইষ্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক গেজেট, (চট্রগ্রাম, ১৮৬১), পৃ. ০১

১৫ নজীর আহমদ এ, কে, এম, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, (ঢাকা: মাতবা'তুল ফাল্লাহ, ১৯৯৯), পৃ. ২১

১৬ Mhammad Moharali, History of the Muslim of Bengal, PP 43-44.

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

ভাষা তারা নামাযের মধ্যে এ ভাষাকে পড়তে হয় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকেন। আল্লাহর যে কিতাব তারা তেলাওয়াত করেন তা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়। তাই তারা ক্বিরাতকে সুন্দর করতে ও বুঝতে আরবী ভাষাকে শিক্ষা করা আবশ্যক মনে করেন। এভাবে ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে আরবীর আগমন ঘটে।

৩. অলী ও সুফী সাধকদের মাধ্যমে আরবীর আগমন:

বাংলাদেশে ইসলাম প্রসারের বিষয়ে কথা উল্লেখ করলে প্রথমত মুজাহিদ অলী, দরবেশ ও সূফীদের কথা উল্লেখ করতে হয়। ঐ সমস্ত অলী আল্লাহ পন্ডিতগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন, আরব ইয়েমেন ইরান ইরাক খুরাসান মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে আগমন করেন। বাংলাদেশকে দ্বীনি-দাওয়াত প্রচারের বিরাট ক্ষেত্র মনে করে তাদের কেউ কেউ বাংলাদেশে একাকী আসেন, আবার কেউ কেউ তাদের সাথী-সঙ্গী ও ভক্তদের সাথে নিয়ে আসেন ঐ সমস্ত সুফী ও অলীদের মধ্যে বাবা আদম শহীদ মক্কা থেকে আগমন করেন এবং বিক্রমপুরে অবস্থান করেন। শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী “ইরান” থেকে এসে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় অবস্থান করেন। শাহ সুলতান মাহী সিওয়ার “বাল্খ” থেকে এসে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে অবস্থান করেন। শাহ মাখদুমুদ দাউলা সদূর “ইয়েমেন” থেকে এসে পাবনা জেলায় এবং শেখ জালাল উদ্দীন তিবরিজী “তিবরিজ” থেকে এসে বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে অবস্থান করেন। হযরত শাহজালাল (র) রোম কিংবা ইয়েমেন থেকে এসে সিলেটে ধর্ম প্রচার করেন। শেখ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা “বুখারা” থেকে ও শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া ভারতের বিহার রাজ্য হতে এসে ঢাকা জেলার সোনারগাঁও-এ অবস্থান করেন। সেরাজ উদ্দীনের ভাই শেখ উসমান, শেখ ‘আলাউল হক, হযরত নূর কুতুবুল ‘আলম এরা সকলে “লক্ষ্মৌ” থেকে এসে কিন্দুয়াতে ইসলাম প্রচার করেন। মির সাইয়েদ আশ্রাফ জাহাঙ্গীর সিমসানী “সেমসান” থেকে এসে খুলনাতে অবস্থা করেন। শাহ দওলত পীর “বাগদাদ” থেকে এসে রাজশাহীতে অবস্থান করেন[১৮]। আর চট্রগ্রাম বার আউলীয়ার নগর নামে খ্যাত। ঐ সমস্ত বার আউলীয়ার মধ্যে শাহ মহীসুন ও শাহ কুত্তাল উল্লেখযোগ্য[১৯]। এ সমস্ত আউলীয়াগণ একাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াত প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রত্যেকে ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলকে বেছে

---

[১৮] বজলুর রশীদ আ.ন.ম, আমাদের সূফী সাদক, (ঢাকা; বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪), পৃ: ২০-৩৫

[১৯] তালিব, আবদুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ: ১২৪

নেন। সুতরাং বাংলাদেশে এমন কোন অঞ্চল অবশিষ্ট নেই যেখানে আউলীয়া কেরামগণ পৌঁছেন নাই। ইতিহাস তাদের কারো নাম স্বরণ রেখেছে, আবার তাদের অনেকের নাম স্বরণ রাখতে পারে নাই। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত সুফী ও অলীদের কবরগুলো প্রমাণ করে যে, এ ভুখণ্ডের আনাচে কানাচে তারা মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনে ও ভ্রান্ত আকীদা থেকে নিবৃত করতে নিজেদের বিলিয়ে দেন।

এতদ্ব অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের ইসলামী দাওয়াতকে গ্রহণ করে সতস্ফুর্তভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আর নতুন নতুন মুসলমানরা ইসলাম গ্রহণ করার পর আরবী ভাষা শিক্ষা করার খুব বেশী প্রয়োজন অনুভব করেন। কারণ প্রত্যেক মুসলমানের নামাজ আদায় করতে হলে কুরআন তেলাওয়াত ও হাদীস অধ্যয়ন করতে হলে কুরআন-হাদীসকে সফলভাবে বুঝতে হলে আরবী ভাষাকে জানতে হবে। এ সমস্ত পন্ডিতগণ ‘এলমে দ্বীনের প্রচার ও আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়া ও মুসলমানদের মাঝে একে ছড়িয়ে দিতে সর্বাত্ত্বক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তাই তারা বাংলাদেশে অসংখ্য খানকা, মসজিদ, মকতব, মাদ্‌রাসা ও আরবী ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সে সমস্ত মাদ্‌রাসা হতে ঢাকা জেলার অর্ন্তরগত সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার মাদ্‌রাসাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবে বাংলাদেশে সুফী সাধকদের মাধ্যমে আরবী ভাষার প্রবেশ ঘটে এবং এর তা‘লীম তা‘য়াল্লুম আজও চলছে এবং ভবিষ্যতেও কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ইন্‌শাল্লাহ।

৪. ইরান ও আফগান থেকে আগত শাসক শ্রেণীর মাধ্যমে আরবীর আগমন:

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের উত্থান হয় ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর হাতে। তিনি রাজা লক্ষণসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেন। আর তখন থেকে বাংলাদেশ প্রায় ৫৫০ বছর পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের অধীনে থাকে। অর্থাৎ, ১২০৩ খ্রিঃ থেকে ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলিম শাসকগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আর এ দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রায় একশত জন শাসক শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আব্বাস আলী খাঁন মুসলিম শাসকবর্গের নেতৃত্বকে কয়েকটি প্রকারে ভাগ করেন নিম্নে ছক আকারে দেখানো হল:

ক্রমিক নং	মুসলিম শাসকবৃন্দ	সাল থেকে	সাল পর্যন্ত
১.	খিলজী শাসকদের শাসন আমল	১২০৩ খৃ.	১২২৭ খৃ.
২.	দিল্লির মুসলিম সম্রাটদের শাসন আমল	১২২৭ খৃ.	১৩৪১ খৃ.
৩.	ইলিয়াস শাহীর সন্তানদের শাসন কাল (প্রথমবার)	১৩৪২ খৃ.	১৪১৩ খৃ.
৪.	গনেশ জালাল উদ্দীনের শাসন আমল	১৪১৪ খৃ.	১৪৪১ খৃ.
৫.	ইলিয়াস শাহীর সন্তানদের শাসন কাল (দ্বিতীয় বার)	১৪৪২ খৃ.	১৪৮৭ খৃ.
৬.	আবিসিনিয়ন শাসকদের শাসন আমল	১৪৮৮ খৃ.	১৪৯৩ খৃ.
৭.	হুসাইন শাহীর সন্তানদের শাসন আমল	১৪৯৪ খৃ.	১৫৩৮ খৃ.
৮.	পাঠাননের শাসন আমল (শেরশাহ শুরীর সন্তানদের মধ্যে)	১৫৩৯ খৃ.	১৫৬৪ খৃ.
৯.	কাররানীর সন্তানদের শাসন আমল	১৫৬৫ খৃ.	১৫৭৬ খৃ.
১০.	মোগল সম্রাটদের শাসনামল	১৫৭৭ খৃ.	১৭৫৭ খৃ.

উল্লেখ্য যে, এ দীর্ঘ সময়ে ঐ সমস্ত শাসকের কেউ কেউ বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করেন এবং তাদের শক্তিমত্তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে এর উপর প্রভাব বিস্তার করেন। তারা এ দায়িত্ব দিল্লির মুসলিম সম্রাটদের পক্ষ থেকে লাভ করেছেন। ওদের মধ্যে খুব কমই স্বতন্ত্র শাসক ছিলেন। এরা মুসলিম সম্রাটদের পক্ষ থেকে শাসনকর্তা ও গভর্ণর নিযুক্ত ছিলেন[২০] অধ্যাপক এ, কে, এম, নজীর আহমদ তাঁর "বাংলাদেশে ইসলামের আগমন" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বাংলার শাসনকর্তার সংখ্যা ৮০ জন ছিল। তিনি তাদের শাসনামলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার গ্রন্থে পেশ করেছেন[২১]। ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কিংবা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অথবা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মূল্যবান সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে এ সমস্ত শাসক শ্রেণী বাংলার এ ভুখন্ডকে দখল করেছিলেন। যাই হোক এ সমস্ত শাসকের বিরাট অংশ এখানে ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে আগমন করেননি, বরং তাদের মধ্যে ও ইসলামের মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক ছিল, ফলে তারা এ অঞ্চলের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামী নিয়ম-কানুন ও শরয়ী বিধান প্রচলন করন। তাদের সহযোগিতা পেয়ে এদেশে অসংখ্য 'আলেম-'ওলামা, পীর মাশায়েখ, অলী আবদাল ও সুফী সাধকগণের আগমন ঘটেছে। তারা এখানে থেকে মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা ও আরবী ভাষার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। আর সম্রাট ও

[২০] খান, আব্বাস আলী, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪), পৃ. ২৪
[২১] নজীর আহমদ এ. কে. এম. বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন, পৃ. ২২-২৩

শাসকশ্রেণী এদেরকে মাদ্‌রাসা ও ধর্মীয় ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকরণে সহযোগিতা করেছে। এমনিভাবে তাঁদের শাসনামলে আরবী ভাষা শিক্ষা লাভের জন্য অনেক মাদ্‌রাসা ও ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে কেননা, আরবী ভাষা হলো: তাদের ধর্মীয় ভাষা, ইবাদতের ভাষা ও কুরআন ও হাদীসের ভাষা, এভাবে বাংলাদেশে অনেক আরবী শব্দাবলী প্রবেশ করে এবং প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে যেমন, অফিস-আদালত কোর্ট কাচারীসহ সবখানে আরবী ভাষার বিভিন্ন শব্দাবলী ব্যবহার হতে থাকে। আর এ সমস্ত শব্দের অনেকগুলো ইরান ও আফগান শাসকদের মাধ্যমে বাংলায় প্রবেশ করেছে, যাদের হাতে দীর্ঘকাল ধরে বাংলার শাসন ভার ছিল। কেউ কেউ বলেন, ফার্সী ভাষার স্থলে ৫০% আরবী শব্দাবলী ব্যবহার হতে থাকে। আর এটা ৬ষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে শতকরা ৮০ ভাগে উন্নীত হয়। যদি তখনকার ইরানের জাতীয় কবি আল্লামা রুমী (রা) ও শেখ সাদী (রা) আরবীর এ গণজোয়ারকে না রুখতেন তাহলে ফার্সী ভাষা এ অঞ্চল থেকে চিরতরে বিদায় নিত। আর এর স্থলে আরবী ভাষা তার জায়গা দখল করে নিত[২২]। আর এ সমস্ত আরবী শব্দ ফার্সী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ফলে دولة (দওলত) طريقت (তরিকত) حضرت (হযরত) এ শব্দগুলো আরবী শব্দ হওয়া সত্ত্বেও ফার্সী শব্দ হিসেবে পরিচিত। এমনিভাবে বাংলাদেশে এ শব্দাবলী প্রবেশের পর এগুলো বাংলা শব্দের সংঙ্গে জড়িয়ে যায় এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেকে এগুলোকে বাংলা শব্দও মনে করেন মুলত: এগুলো খাঁটি আরবী শব্দ।

৫. পাকিস্তানি শাসক শ্রেণীর মাধ্যমে আরবীর আগমন:

বৃটিশদের জবর দখল থেকে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। তখন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে এক সরকার ছিল। তবে শাসন ক্ষমতার ভার পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে ন্যস্ত ছিল। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে "বাংলাদেশ" নামে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম নেয়। তখন পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা ও মাতৃভাষা উর্দু ছিল। মূলত এ ভাষাটি হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, প্রাকৃত ও আরবী ভাষার সমন্বিতরূপ। যেহেতু বাংলাদেশ (আগের পূর্ব পাকিস্তান) পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বে ছিল তাই উর্দু ভাষার মাধ্যমে এতে অনেক আরবী শব্দ প্রবেশ করে। সে সময়ে উর্দূ ভাষা আরবী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কেননা পশ্চিম পাকিস্তান আরবদেশের কাছাকাছি হওয়ায় ৯৩

[২২] ড: নিদা ত্বাহা, আল আদাব আল মুকারিন, (কায়রো: দারুল মারিফ, ১৯৮০), পৃ. ৮৪

খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসেমের বিজয়ের পর সিন্দুতে আরবরা প্রবেশ করে[২৩]। তাই আরবী ভাষার বর্ণের চিহ্নগুলো উর্দু ভাষার বর্ণের মত ব্যবহার হয়। সুতরাং আরবী ভাষা বাংলাদেশে পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর মাধ্যমে প্রবেশ করেছে, যা খাঁটি আরবী হয়ে প্রবেশ করে নাই বরং উর্দুভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রবেশ করেছে। কিন্তু মূল আরবীর সাথে মিল রয়েছে। এমনিভাবে আরবী ভাষা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সাথে বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শের কারণে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। যেহেতু তখন উভয় একটি রাষ্ট্র ছিল, এ দু'দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ তাদের অফিসিয়াল, প্রশাসনিক, শিক্ষা, রাজনীতি ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন কারণে আবশ্যক ছিল। তাই বাংলাদেশে অনেক উর্দু শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বাংলাদেশে উর্দুভাষা পাঠ্য পুস্তকের সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত হয়। অবশেষে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী জনগণের উপর প্রয়োগ করে বাংলাদেশের সরকারী ভাষা "বাংলা" কে উর্দুতে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশী জনগণ তাদের এ জঘণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ভাষা আন্দোলনে অনেকে শহীদ হয় আবার অনেকে কারাবরণ করে এভাবে বাংলাদেশে উর্দু ভাষার মাধ্যমে অনেক আরবীর আগমন ঘটে। তবে এ আরবী উর্দু দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

৬. আরবদের জনগোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর যোগাযোগের মাধ্যমে আরবীর আগমন:

এক সময় আরবদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোন অবস্থান ছিল না, আর এটা তাদের অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থার কারণে ছিল। ফলে তাদের সঙ্গে বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর কোন ধরণের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশ্বের অন্য কোন জনগোষ্ঠীর সাথেও নয়। তখনকার দিনে বাংলাদেশ থেকে কেউ আরব রাষ্ট্রে হজ্জ, 'উমরা আদায় কিংবা মদীনা মুনাওয়ারার জেয়ারত ছাড়া সা'উদী আরবে গমন করতো না। আর যখন খনিজ সম্পদের দরুন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। তারা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হল, তাদের কারণে এ দূরাবস্থার অবসান ঘটল। তারা উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত পেল, উন্নত রাষ্ট্র সমূহ আরবদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়তে চেষ্টা করে। ধনী, গরীব, উন্নত ও অনুন্নত এমন কোন রাষ্ট্র নেই যারা আরবদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে চেষ্টা করে নাই।

---

[২৩] খান, আব্বাস আলী, পৃ. ২১

সুতরাং আরবদের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং বাংলাদেশী জনগণ রুজীরোজগার সন্ধানে আরবদেশে যেতে শুরু করেন। আর আরবরাও মানব সম্পদ আমদানী ও জেয়ারতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসতে শুরু করেন। তারা বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এ দেশের জনগোষ্ঠীর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তারা এখানে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও ধর্মীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। তারা ঝড়, তুফান, জলোচ্ছাস, বন্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে এ দেশের জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং তারা বাংলাদেশে অনেক ইসলামী সাহায্য সংস্থার অফিস গড়ে তোলে। যেমন, বারেতাতুল আল আলম আল ইসলামী, আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা, নদওয়াতুশ সাবাবলিল আলম আল ইসলামী ও আরো এ ধরণের অনেক ইসলামী, আরবী ফাউন্ডেশন ও সংস্থার অফিস গড়ে তোলে। এভাবে আরব রাষ্ট্রের জনগণের সাথে বাংলাদেশী জনগণের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা ও নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এরই ফলোশ্রুতিতে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী আরবী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যাতে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও প্রয়োজন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে ও আরব ও বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বিষয় সমাধান করতে পারে এবং আরবদের কথাকে বুঝে বাংলাদেশী বিরাট জনগোষ্ঠীকে ভাষান্তর করে বুঝিয়ে দিতে পারে। এভাবে বাংলাদেশের মাটিতে আরবী ভাষা নতুনভাবে স্রোতের ন্যায় প্রবেশ করে। বাংলাদেশী সব কর্মচারী সৌদি আরবে গিয়ে আরবী ভাষা বলতে সক্ষম হয়। যদিও তা, কথ্য ভাষা হয়। বাংলাদেশে আরবী সংস্থা সমূহের অফিস কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অনুবাদকগণ আরবীতে কথপোকথন করতে সক্ষম হচ্ছে: কারণ আরবদেশ থেকে আগত ভিসা, চিঠিপত্র ও নিয়োগপত্র সমূহ আরবীতে লিখিত থাকে। বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত আবেদনপত্র চিঠিপত্র সৌদী আরবে পাঠানো হয়, অবশ্য তা আরবী ভাষায় লিখতে হয়। এ সমস্ত কারণে বাংলাদেশে আরবী ভাষা প্রবেশের অনুকূল পরিবেশ নতুন করে সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক পক্ষে আরবী ভাষা ইংরেজী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষার প্রভাবে ধ্বংস ও অস্তমিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও নতুন জীবন লাভ করে।

৭. ভারত ও পাকিস্তানে অধ্যয়নকারীদের মাধ্যমে আরবীর আগমন:

বাংলাদেশী মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি তাদেরকে আরবী শিক্ষার প্রতি অধীর আগ্রহ সৃষ্টি করে। তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে কুরআন-হাদীসের উপর গভীর

জ্ঞানলাভ করতে অনুপ্রাণিত করে এবং তাদেরকে শর‘য়ী ও দ্বীনি উৎস সমূহ হতে মাসালা-মাসায়েল জানার জন্য দেশের বাহিরে যেতে বাধ্য করে। আর সেই সময়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভারত ও পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। যেমন, ভারতে অবস্থিত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা, ছাহারানপুর মাদ্‌রাসা, নদওয়াতুল ওলামা ও পাকিস্তানে অবস্থিত জামেয়া আশ্রাফিয়া ইত্যাদি । বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পাশ করে বাংলাদেশী ছাত্ররা ভারত ও পাকিস্তানের সেই সমস্ত বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া করতে যায় এবং দীর্ঘ সময় সেখানে থেকে আরবী ফার্সী ও উর্দূ ভাষার উপর গভীর জ্ঞান লাভ করে দেশে ফিরে আসেন ও এ দেশের প্রখ্যাত আলেম হিসেবে খ্যাতি লাভ করে এবং তারা এদেশের বিভিণ্ন অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার উপর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। অতএব বাংলাদেশে এ সমস্ত ‘আলেম-‘ওলামাদের মাধ্যমে আরবী ভাষা প্রবেশ করে। তাঁরা এ ভাষাকে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

৮. আরব বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়নকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে আরবীর আগমন:

যখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ হিসেবে ছিল, এ অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য আরবদেশের শিক্ষা বৃত্তি খুব কমই লাভ করত, মাত্র অল্প সংখ্যকই আরব দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য নির্বাচিত হত, বরং পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করত। কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তানের আধিপত্য হতে স্বাধীনতা লাভ করার পরে: বাংলাদেশের সাথে আরবদেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে, এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী মুসলিম ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া আরম্ভ করে। যেমন, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, উম্মুল কুরা ইউনির্ভার্সিটি, ইমাম মুহাম্মদ বিন স‘উদ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, কিং স‘উদ ইউনিভার্সিটি, মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, সুদানের আরবী ভাষা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে লেখাপড়া শেষ করে তারা বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তারা ধর্মীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। তারা আরবী পড়া-লিখা, বলা ও শুনে বুঝার মত যোগ্যতা অর্জন করেন। এভাবে সে সমস্ত অধ্যয়ন কারীর মাধ্যমে বাংলাদেশে আরবী ভাষা প্রবেশ করে। ফলে আরবী ভাষা বাংলাদেশে নবজীবন লাভ করে।

বাংলাদেশে আরবী ভাষা চর্চার উৎপত্তি

বাংলাদেশে আরবী ভাষার উৎপত্তি ও এর প্রসারের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কারণ নিম্নে উদ্ধৃত হল:

* ধর্মীয় কারণ।
* সাংস্কৃতিক কারণ।
* আধিপত্যগত কারণ।
* অর্থনৈতিক কারণ।

*** ধর্মীয় কারণ**

আরবী ভাষা ও ইসলামী ‘আকীদার মধ্যকার সর্ম্পক এমনি সুগভীর ও সুদৃঢ় যার সাথে আধুনিক ও প্রাচীন কালের যে কোন সমাজের সর্ম্পককে তুলনা করা চলে না। কারণ, এটা সমগ্র বিশ্বের ইসলাম ও মুসলমানদের ভাষা, এটা পবিত্র কুরআনের ভাষা, যাকে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। এর মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের নামাজ আদায় করে, কুরআন তেলাওয়াত করে, হাদীস অধ্যয়ন করে, হজ্জের মধ্যে তাল্‌বিয়া পাঠ করে, মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। প্রত্যেক মুসলমান এ উদ্দেশ্যে আরবী ভাষা শিক্ষা করে যাতে সে কুরআনে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ ও শর‘য়ী আহকাম গ্রহণ করতে পারে। বিশুদ্ধভাবে আরবদের ন্যায় আরবী ভাষা বলতে পারেন। যেহেতু এটা মুসলমানের ‘এবাদতের ভাষা, ইসলাম বাংলাদেশে প্রবেশ করার পরও এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হওয়ার পর তারা আরবী ভাষা শিক্ষা লাভের প্রতি গুরুত্ব দেয়। তারা আরবী ভাষা বলা, বুঝা, পড়া ও লেখার গুরুত্ব অনুভব করে। তাদের ধর্মীয় এ অনুভূতিই বাংলাদেশে আরবী ভাষার উৎপত্তি ও প্রসারের পিছনে কাজ করে। এভাবে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে আরবী ভাষার প্রসার ঘটে। বাংলাদেশে এমন কোন মুসলমান নেই যার সাথে আরবী ভাষার পরিচয় নেই। নুন্যতম তারা ফরয নামাজের মধ্যে এ ভাষাকে শ্রবণ করে থাকে, যখন ইমাম সাহেব নামাজের মধ্যে উচ্চ স্বরে কুরআন পড়েন, অথবা অন্য কেউ বাড়ীতে কিংবা অন্য স্থানে উচ্চ স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করেন। কোন মুসলমান ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়া-লিখার পর কুরআনের ভাষাকে সুন্দর ও শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে পারবে, লিখতে পারবে, বুঝতে ও কুরআন ও হাদীসের উপর গবেষণা করতে পারবে। এবং সে ভাষার এ সমস্ত

দক্ষতাগুলো অর্জন করে দ্বীনি চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। আর এ জন্যে আরবীকে দ্বীন ও ইসলামের ভাষা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

*** সাংস্কৃতিক কারণ**

বাংলাদেশে আরবী ভাষার উৎপত্তি ও প্রসারের উল্লেখযোগ্য অন্য একটি কারণ হল সাংস্কৃতিক কারণ। কেননা, ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে আরবী মধ্য যুগে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের স্থানান্তরণে আমানত হিসেবে কাজ করেছে। আর এটাই ছিল ফরাসী, হিন্দী, গ্রীকসহ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান স্থানান্তরের একমাত্র মাধ্যম। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক আব্বাস মাহমুদ আল আককাদ বলেন: আব্বাসী যুগে ৮০ বছর পর্যন্ত সভ্যতা-সংস্কৃতির পুরাটাই আরবী ভাষায় সমৃদ্ধ ছিল। যে আরবরা একসময় হিসাব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারি পরিভাষার কিছুই জানতো না। এ্যারোস্টটলের দর্শন ও বার্নির কোন কিছুই বুঝত না, অল্প সময়ের মধ্যে এগুলোকে আরবীতে ভাষান্তরিত করার ফলে আরবরা এসব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান লাভ করে[২৪]। সুতরাং আরবী ভাষা বিশ্ব ভাষার তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। এটাকে বিশ্বের বড় বড় ভাষা যেমন, গ্রীক, ইংরেজী, ল্যাটিন, ফ্রান্স, স্প্যানিশ ও রাশিয়ান, ইত্যাদির কাতারে গণ্য করা হয়[২৫]। এতে সাব্যস্ত হল যে, আরবী মানব সভ্যতা সংরক্ষণ ও প্রসারে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। তাই কোন কোন দার্শনিক বলেছেন "যদি তুমি মানব সভ্যতা সম্বন্ধে জানতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্য আরবী ভাষা কিংবা ইংরেজি ভাষা এ দুটির মধ্যে যে কোন একটি জানতে হবে।

এ সমস্ত কারণ বাংলাদেশীদের আরবী ভাষা শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে এমনভিবে তাদেরকে ধর্মীয় কারণে আরবী ভাষা শিখতে উদ্যোগী করেছে। কুরআন ও হাদীসকে বুঝা ও উভয়কে নিয়ে গবেষণা করার জন্য ভাষা শিক্ষার করার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কেননা, আরবী ভাষা ধর্মীয় জ্ঞান-সভ্যতা বিকাশে বিরাট সম্পদ, বাংলাদেশের মুসলিম ছেলেরা দেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী ভাষা শিক্ষার জন্যে ভর্তি হয়। দেশের বাহিরে গিয়েও বড় ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও কেন্দ্রসমূহে ভর্তি হয়। যেমন, ভারত ও পাকিস্তানে অবস্থিত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা, ছাহারানপুর মাদ্‌রাসা, কলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসা, লক্ষ্ণৌর নদাওয়াতুল ওলামা, জামেয়া আশ্রাফিয়া ও পাকিস্তানের দারুল উলুম মাদ্‌রাসা ইত্যাদি। এমনিভাবে তারা আরব দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ভর্তি হয়। যেমন, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, জামেয়া'তুল ইমাম মুহাম্মদ বিন

[২৪] আল আদব আল মুকারিন, পৃ. ৮৩
[২৫] মিন হাজুস সিরাজ, আততাবাকাত আন নাছরানীয়্যা, (পাকিস্তান: লাহোর), পৃ. ৬৪

স'উদ আল ইসলামীয়া ও কিং স'উদ বিশ্ববিদ্যালয়, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি। তারা এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ধর্মীয় জ্ঞান, বিভিন্নমুখী সভ্যতা ও আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করে। তারা ভারত, পাকিস্তান ও আরবদেশ থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসে বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন মাদ্রাসায়, বিশ্ববিদ্যালয়, ফাউন্ডেশনসমূহে ও শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে পাঠদান করে। বাংলাদেশে এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে দ্বীনিয়াত শিক্ষা পাওয়া যাবে না। ফলে আরবী ভাষা এভাবে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

*** আধিপত্যগত কারণ**

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা মূলত ইরানী মুসলিম সম্রাট ও শাসকবর্গের অধিনে ১২০৩ খৃ. হতে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ৫৫০ বছর ছিল। এরপর নবাব সিরাজুদ্দৌলার আমলে মুসলীম শাসক শ্রেণীর পতন ঘটে। এ সমস্ত শাসক শ্রেণী এ অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা ধরে রেখেছে। হয়তো তারা মুসলিম রাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারণের জন্য কিংবা ইসলাম প্রচারের জন্য অথবা এ এলাকার মূল্যবান সম্পদ লাভের জন্য ক্ষমতা দখল করেছিল। এদের বিরাট অংশ বাংলাদেশে শুধু ইসলাম প্রচারক হিসেবেই আসেননি। বরং তাদের সাথে ইসলামের নিবীড় সর্ম্পকও ছিল। তাই তারা এলাকার জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ ও শরী'য়তের বিধানাবলী চালু করেন। এ সমস্ত সম্রাট ও শাসক শ্রেণীর ভাষা ফার্সী ছিল। সেই সময়ে ফার্সী ভাষা আরবী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কোন কোন গবেষক বলেছেন: ৫০% ফার্সী ভাষা মূলত আরবী ছিল। ৬ষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দিতে তা শতকরা ৮০% পৌঁছেছে। যদি ইরানের জাতীয় কবি আল্লামা রুমী ও জাতীয় ফার্সী কবি ও সাহিত্যিক শেখ সাদী (র) এ ধারার গতিরোধ না করতেন তবে ফার্সী ভাষা পৃথিবী হতে বিলীন হয়ে যেত। আর তার স্থান আরবী ভাষা দখল করে নিত[২৬]। এ সমস্ত ফার্সী শব্দাবলী যা মূলত আরবী ছিল সে গুলো অফিস, আদালত ও প্রশাসনে ব্যবহার হতো। এ সমস্ত রাজা ও শাসকশ্রেণীর সহযোগিতায় বাংলায় অসংখ্য সুফী সাধক, 'আলেম-'ওলামা প্রবেশ করেন। তাঁরা মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেন। ধর্মীয় শিক্ষা ও আরবী ভাষা শিক্ষাদানে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। বাংলার আনাচে-কানাচে তাঁদের সহযোগিতায় অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

---

[২৬] Bangal: Past and Present Voll. LXVII. No. 130, 1948, P. 3.

এমনিভাবে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর সহযোগিতায় বাংলায় 'আলেম-'ওলামা ও পীর মাশায়েখগণ মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও খানকাসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন[২৭]। মহীসুনে অবস্থিত ত্বকীউদদীন আরাবীর মাদ্‌রাসাটি অনেক প্রাচীন ও প্রখ্যাত মাদ্‌রাসা। ঐ সময়ে মহীসুন সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশের বড় কেন্দ্র ছিল। (১৯৪৭ এর পর মহীসুন রাজশাহী অঞ্চলের অধীনে ছিল, আর এর পূর্বে তা দিনাজপুরের অধীনে ছিল।) ইয়াহইয়া আবুল মুতাছাউউফ ও শেখ মাখদুম শারফুদ্দীন এ মাদ্‌রাসার প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। আর মাওলানা ত্বকী উদ্দীন আরাবী এ মাদ্‌রাসার একজন ওস্তাদ ছিলেন[২৮]। এর পরে তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনার গাঁওয়ে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন[২৯]। ১২০৩ খৃ. হতে ১৫৯৬ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ৩৭৫ বছর সুলতানী আমল ছিল। এ সময়ে বাংলার আনাচে-কানাচে অসংখ্য অগণিত মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কালের আবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যুগের পরিবর্তনে ঐ সমস্ত মাদ্‌রাসার এখন আর কোনটারই অস্তিত্ব নেই। কেবল আমরা ঐ সমস্ত মাদ্‌রাসার অবস্থান পাথরে খোদায় করা ভিত্তি প্রস্তর থেকে জানতে পারি। নিম্নে কয়েকটি মাদ্‌রাসার সংখ্যা আলোচিত হল:

১. ১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সুলতান রুকুনুদ্দীন কাইকুসের আমলে পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার অন্তর্গত তারবিনী গ্রামের একটি মাদ্‌রাসা। মাদরাসাটির নাম মাদ্‌রাসাতু দারুল্‌ খায়বাত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়[৩০] এবং একই স্থানে ১৩১৩ খৃ. সুলতান শামছুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে আরো একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়[৩১]।

২. সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের আমলে সুলতান গঞ্জের একটি মাদ্‌রাসা[৩২]।

৩. ১৫০১ সালে সুলতান আলা উদ্দীন হুসাইন শাহের আমলে "দরসে বারী" নামে একটি মাদ্‌রাসা[৩৩]।

৪. প্রখ্যাত পর্যটক আব্দুল লতিফ রাজশাহী জেলার বাঘা গ্রামের একটি মাদ্‌রাসার কথা উল্লেখ করেন। উক্ত মাদ্‌রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন: "হুদা মিয়া" তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, উক্ত মাদ্‌রাসায় অসংখ্য শিক্ষার্থী লেখাপড়া করত[৩৪]।

---

২৭ Abdul Karim: Social History of the Muslim in Bangal 2nd Addituion PP. 96-100.
২৮ Shamu-ud-din Ahmad, Inscriptions of Bengal, Vol, IV, P. 18-21.
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৭
৩০ Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol, VIII, Wo, 1, 1963.
৩১ প্রাগুক্ত, Vol, XXIV, 1979-81, P. 20-90.
৩২ Shamu-ud-din Ahmad, Inscriptions of Bangal, Vol, IV, P. 158-159.
৩৩ Bangal: Past and Present, Vol, XXX, P. 145-146.
৩৪ মুসলিম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য, পৃ. ২৩০

উল্লেখ্য যে, সুলতানী আমলে সে সমস্ত মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেগুলো সাধারণত ধর্মীয় ফাউন্ডেশন (Religion Complex) হিসেবে ব্যবহৃত হত। তা জুমার মসজিদ, খানকা, মাযার, অতিথি শালা, দুস্তদের জয়েগীর সব কিছুকে শামীল করত। তবে বেশীর ভাগ ধর্মীয় ফাউন্ডেশন মসজিদ মাদ্‌রাসা হিসেবে ব্যবহার করা হত। যেমন, বর্তমানে মসজিদকে ধর্মীয় মাদ্‌রাসা অথবা ফুরকনীয়া মাদ্‌রাসা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সেই সময়ের 'আলেম-'ওলামা ও সুফীগণ অনেক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কেননা, তারা মনে করত শিক্ষাদান বলতে আল্লাহর বন্দেগী করা, যার প্রমাণ জাফর খানের পাথরের চিত্র থেকে উল্লেখ পাওয়া যায়[৩৫]। যে সমস্ত মাদ্‌রাসার উল্লেখ করা হয়েছে সবকটি মাদ্‌রাসা আবাসিক ছিল। ছাত্র শিক্ষক সকলে মাদ্‌রাসায় অবস্থান করত[৩৬]। সেই সময়ের রাজা-বাদশা ও শাসকগণ আলেমদের সম্মান করতো, জ্ঞান-তাপসদের জন্য তারা জায়গা, বেতন ও বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার বরাদ্দ দিয়ে থাকতেন। সুলতানী আমলের এ সমস্ত উপঢৌকনকে مدد معاش 'الملك' 'الإنعام' নামে বলা হতো। আর মোগল সাম্রাজ্যের আমলে এ সব উপঢৌকনকে سيورغال (সিউরেগাল) নামে বলা হতো[৩৭]।

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস

সুলতানী আমলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ নেই, তবে জাফর খানের শিলা লিপিতে মাদ্‌রাসার কিছু উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো: আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা, শরীয়ত ভিত্তিক পাঠদান করা ও 'ইলমুল ইয়াকীন শিক্ষা দেওয়া। এ উদ্দেশ্যগুলো আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের শিলা লিপি হতেও উল্লেখ পাওয়া যায়[৩৮]।

ওস্তাদ আব্দুল করীম বলেন: ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম বিজ্ঞানের মধ্যে ধর্ম ও শরী'য়তের বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য ঐ সময়ে কাউকে 'আলেম নামে উপাধী পেতে হলে তাকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর শিক্ষা লাভ করতে হত[৩৯] যেমন, 'ইলমুল তাফসীর, 'ইলমুল হাদীস, ফিকহ ও ওসুলুল্ ফিকহ, 'ইলমুত-তাসাউউফ, আরবী সাহিত্য, নাহুশাস্ত্র, সরফশাস্ত্র, বালাগাতশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন থাকতে হত।

---

৩৫ প্রাগুক্ত, ২৩২
৩৬ I.H. Qureshi, Admistration of the Sultanat of Delhi, 5th odition, P. 176, 190.
৩৭ Inscriptions of Bengal, Vol, IV, P. 157-159.
৩৮ মুসলিম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য, পৃ. ২৩৫
৩৯ Nizami, Some Aspects of Religion and Politics in the TherTeenTh Century, P. 151, Note-1.

উল্লেখিত বিষয় হতে বুঝা গেল যে, ঐ সমস্ত মাদ্‌রাসায় আরবী ভাষা ও এর আনুসাঙ্গীক বিষয় সরাসরি পড়ানো হত। যেমন, আরবী সাহিত্য, নাহু সরফ, বালাগাত, 'উলমুত তাজবীদ ইত্যাদি[৪০]। আর যে সব বিষয় সরাসরি পড়ানো হত না। যেমন, তাফসীরের কিতাব হাদীসের কিতাব ফিকাহ ও উসুলুল ফিকহের কিতাব ইত্যাদি। এভাবে বাংলায় আরবী ভাষার সৃষ্টি হয় এবং এ অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে দিন দিন আরবী ভাষার প্রচার ও প্রসার ঘটে।

উল্লেখ্য যে অধ্যাপক আব্দুল করীম তার "মুসলিম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, শিলা লিপিতে প্রায় ৬০টি বাক্য পাওয়া যায়। ওর মধ্যে ২৫টি শিলা লিপি ফার্সী ভাষায় লিখা ছিল, আর অবশিষ্টগুলো আরবী ভাষায় লিখা ছিল। এতে বুঝা যায় যে, সে সময়ে আরবী ফার্সী উভয় ভাষা পাশাপাশি ছিল। প্রকৃত পক্ষে আরবী ফার্সী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তার কারণ হল সে সময়ের অধিকাংশ রাজা ও শাসকদের ভাষা ফার্সী ছিল।

*** অর্থনৈতিক কারণ**

প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রকার সম্পদের দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। আরব বণিকগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এখানে আসত এবং এ অঞ্চল থেকে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আরব দেশে ফিরে যেত। সুতরাং তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বাংলাদেশে আগমন বাংলাদেশে আরবী ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে। তবে কালের পরিবর্তন ও বিবর্তনে এর পরিবর্তন ঘটে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন- وتلك الأيام نداولها بين الناس অর্থ, মানুষের মাঝে কালের গুনির্পাককে আমরা দেখতে পাই[৪১]। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তারা বিত্তবান ও সম্পদশালী হয়ে যায়। তাদের লাভবান হওয়ার মূল কারণ খনিজ সম্পদ লাভ। তাই আর্থিকভাবে লাভবান হতে বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী আরবদেশের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। আরবদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। বাংলাদেশী 'আলেম, কর্মকর্তা, ছাত্র, শ্রমিক সকলে আরবদেশে গমন করতে থাকে। এমনিভাবে আরব 'আলেম, কর্মকর্তা, পর্যটকবৃন্দ বাংলাদেশে আগমন করেন। তারা ধর্মীয় বিজ্ঞান ও আরবী ভাষা প্রসারের জন্য বাংলাদেশে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, ফাউন্ডেশন, গবেষণা কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিকভাবে সহায়তা করেন। এভাবে সমস্ত বাংলাদেশে আরবী ভাষা উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে।

---

[৪০] আল মুনতাখাবুল আরাবী লিল ছাফফিল ফাদিল, পৃ. ১০৩-১০৪

[৪১] ড. আহমদ তুয়াইমা রাশীদী, তালীমুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ লি গাইরিন নাতিকীনা বিহা, মানাহেজুহু ওয়া আসালীবুহু, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল ইসলাম ও সমকালীন কবি-সাহিত্যিকগণ

উনিশ শতকে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটার পর থেকে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। নজরুল যুগে সর্বাধিক সংখ্যক কবি-সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), মৌলবি মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন (১৮৩২-১৯০৭), দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), শেখ আবদুর রহিম, রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী, মোজাম্মেল হক, মুনশি মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), মৌলবি মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৯), মুনশি মোহাম্মদ জমির উদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০), আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১৫), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪), মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) প্রমুখ। মীর মোশাররফ হোসেন ছিলেন আধুনিক যুগের মুসলমান বাংলা সাহিত্যিকদের অগ্রগণ্য। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কাব্য, গীতিনাট্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য, সমাজচিত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রায় ৩০টি গ্রন্থ রচনা করেন; তবে উপন্যাস ও কাহিনী জাতীয় রচনাতেই তাঁর অবদান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রচনার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য পরবর্তী যুগের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে।

১৮৫৮ সাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এ সময় যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, প্রথম বাংলা উপন্যাস আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) আত্মপ্রকাশ ঘটে। মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। একই সঙ্গে বাংলা কাব্যেও তিনি বিপ্লব ঘটান। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন তাঁর অক্ষয় কীর্তি। এ ছন্দে রচিত তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যে এক অনুপম সৃষ্টি এবং মধুসূদনেরও শ্রেষ্ঠ রচনা এর বিষয় ও ভাষা প্রাচ্যদেশীয় হলেও ভাব ও রচনারীতি পাশ্চাত্যের। মধুসূদনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সার্থক মিলন ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মধুসূদন মেঘনাদবধ রচনার কিছুকাল পরে ইউরোপ চলে যান এবং প্রবাসে বসে সনেট লিখতে শুরু করেন, যা চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী নামে ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। কিছু গীতিকবিতা ও কিশোরতোষ নীতিমূলক কবিতাও তিনি রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেটের মতো বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনার কৃতিত্বও মধুসূদনের। কস্তুত মধুসূদনের দ্বারাই বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় এবং বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে।

মধুসূদনের পরে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত সুবৃহৎ মহাকাব্য বৃত্রসংহার (১৮৭৫)। এতে সাধনার জয় ও স্বাজাত্যবোধ তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-নিষ্ঠাকে কবি পূর্ণ মর্যাদা দেন এবং কাব্যের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। নবীনচন্দ্র আখ্যানকাব্য, খন্ডকবিতা এবং মহাকাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর রচনাভঙ্গি ততটা অনুসরণ করেননি। কাব্যক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি প্রধানত দুটি কারণে জাতীয়তাবাদের পোষণ ও সনাতন ধর্মবিশ্বাস। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫) প্রকাশে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়।

১৮৬০-৭০ দশকে ইংরেজ রাজশক্তি ফরায়েজী, ওহাবী প্রভৃতি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করলে পরবর্তী ২০-২৫ বছর বঙ্গদেশে অনুরূপ আন্দোলন আর দেখা যায় নি। এক সময় খ্রিস্টধর্ম মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। শতাব্দী শেষে এর প্রতিকারে অবতীর্ণ হন মুনশি মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) এবং তাঁর শিষ্য মুনশি মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০)। আর এঁদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে যুগের মুসলমান বাঙালিকে সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বজাতি-অভিমুখী করে তোলে একটি বিশেষ দল ‘সুধাকর’, যার প্রধান ছিলেন মৌলবি মেয়রাজ উদ্দীন আহম্মদ, পন্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মুনশি শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) এবং মুনশি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। এঁরা ইসলামি ঐতিহ্য এবং জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে মুসলমানদের সচেতন করে তোলার জন্য মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন এবং সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে ধর্ম ও কৃষ্টিমূলক বিষয়বস্তুর প্রচার-প্রসারের জন্য কিছু বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করে সাহিত্যক্ষেত্রে এক পৃথক ধারার সূত্রপাত করেন। তাঁদের প্রথম প্রকাশনা হচ্ছে এসলাম তত্ত্ব। পরে শেখ আবদুর রহিম ও মুনশি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সুধাকর নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৮৯)। যদিও

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সুধাকর-দলের আগেও বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পথে মুসলমান বাঙালিদের কেউ কেউ অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু বাংলায় মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা এঁদের আগে আর কেউ করেননি; স্বজাতীয়তাবোধও এমনভাবে বাংলা সাহিত্যে ফুটে ওঠেনি। এক কথায় সুধাকর-দলই মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করে। এঁদের রচিত সাহিত্যের মূল্য যেমনই হোক, পরিপ্রেক্ষিত বিচারে বাংলা সাহিত্যে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

রবীন্দ্রপর্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনিই বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় ভূষিত করেন। তাঁর পরিচয় যদিও 'বিশ্বকবি' হিসেবেই, তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকের কৃতিত্ব তাঁরই। তাঁর সৃষ্টিকাল উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে আমৃত্যু (৭ আগস্ট ১৯৪১) বিস্তৃত। বিশ শতকের একটা বড় অংশ জুড়ে তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র অধিপতি।

এ সময়ের আরো জনপ্রিয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তাঁর সামাজিক উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সে যুগের মতো এ যুগেও এমনভাবে বহমান যে, ভারতীয় প্রায় সব ভাষায় সেগুলি অনূদিত, এমনকি চলচ্চিত্র ও মঞ্চনাটকেও রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর রচনায় বাঙালির নিত্যদিনের সুখ-দুঃখময় জীবনযাত্রা, বাংলার পল্লী সমাজ এবং সর্বোপরি বাংলার নারীচরিত্র অপরূপ মাধুর্য্যে ফুটে উঠেছে। সমাজের অন্যায়, অবিচার ও দুর্বলতা তিনি তীক্ষ্ণ ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ভাষায় আবেগ সঞ্চারে এবং বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে শরৎচন্দ্রের অবদান নজিরবিহীন। সামাজিক সংস্কার ও নীতিবোধের প্রশ্নকেই তিনি তাঁর উপন্যাসের উপজীব্যরূপে তুলে ধরেছেন।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও গদ্য রচনারীতিতে তাঁকে প্রভাবিত করেন। তাঁর প্রবন্ধ এবং ভাষাভঙ্গি পরবর্তী একটি গোষ্ঠীর ওপর বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল। তাই রবীন্দ্রযুগের লেখক হয়েও বাংলা গদ্যের একটা স্বতন্ত্র ধারা প্রতিষ্ঠার দাবিদার হিসেবে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে খ্যাত। বাংলায় কথ্যরীতি তাঁরই হাতে সাহিত্যিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ও চর্চায় তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় ফরাসি ছোটগল্পের আঙ্গিকরীতিকে তিনিই প্রথম পরিচিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রবলয়ে বাংলা কবিতা অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ রবীন্দ্রযুগের কবিগণ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে কয়েকজন কবি এ প্রভাব অতিক্রম করে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন। এমন চারজন প্রধান কবি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এবং জসীমউদ্দীন (১৯০২-১৯৭৬)। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নতুন নতুন ছন্দ নির্মাণের ক্ষেত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন; তাই তাঁকে বলা হয় 'ছন্দের জাদুকর'। শব্দের চমৎকার ব্যবহার এবং ধ্বনির অনুরণন দিয়ে তিনি এক মায়াজাল বিস্তার করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রেও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

জসীম উদ্‌দীন রবীন্দ্রযুগের হয়েও ভিন্নতর কাব্যচেতনার কারণে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেন। তাঁর কবিতায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্য প্রাধান্য পাওয়ায় তিনি 'পল্লিকবি' উপাধিতে ভূষিত হন। অত্যন্ত সফলভাবে তিনি গ্রামজীবন ও গ্রামবাংলার পরিবেশকে কাব্য ও নাটকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন। বিষয় গ্রামীণ হলেও কাব্যের রূপশিল্পে জসীম উদ্‌দীন সম্পূর্ণ আধুনিক। রবীন্দ্রযুগের অন্যান্য উল্লেলখযোগ্য কবি হলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, অতুলপ্রসাদ সেন, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব, প্রথমনাথ রায়চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, মানকুমারী বসু, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী, উমাদেবী প্রমুখ।

এ যুগের শক্তিমান সাহিত্যিকদের আরও কয়েকজন হলেন- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। পল্লিপ্রধান বাংলার গার্হস্থ্য জীবন ও পল্লিপ্রকৃতির অপূর্ব কাব্যিক বর্ণনা তাঁর রচনার বিশেষত্ব। প্রকৃতির শান্তস্নিগ্ধ ও মমতাভরা রূপ বর্ণনার মাধ্যমে মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণ তাঁর রচনায় প্রধান হয়ে উঠেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা পথের পাঁচালী (১৯২৯)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তৎকালীন উপন্যাস-সাহিত্যে এক শক্তিধর প্রতিভা। বাংলার পল্লী অঞ্চলের সহজ-সরল কৃষক, মাঝি ও গায়েনের প্রাণের মূল্য তিনি অপরিসীম দরদের সঙ্গে উপলব্ধি করেন। রাঢ়ের রুক্ষভূমির স্পর্শ, শ্রমজীবী মানুষের কাহিনী বর্ণনা এবং সুতীক্ষ্ণ আত্মানুসন্ধান তাঁর উপন্যাসকে দুর্লভ শিল্পোৎকর্ষ দিয়েছে। তাঁর গণদেবতা (১৯৪২) ও পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪) উপন্যাস দুটিতে পল্লিজীবনের বৈচিত্র্যমন্ডিত কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই বৈচিত্র্য, বিশালতা এবং সামগ্রিকতায় এ দুটিকে বলা হয় পল্লিজীবনের মহাকাব্য। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুও পল্লিপ্রধান।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মানবজীবনকে দেখার রীতি একান্ত নিজস্ব। মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবজীবন ও মানবপ্রকৃতির গোপন রহস্য আবিষ্কার তাঁর রচনার আদর্শ। পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) ও পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা। এতে তাঁর মানসবৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর উত্তরজীবনের রচনায় মার্কসবাদী মতাদর্শ এবং দলীয় মতের তীব্র সমর্থন দেখা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) প্রথম শ্রেণির ছোট গল্পকার ছিলেন। মিতভাষণ, বক্তব্যের সূক্ষ্মতা এবং চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। মানুষের জীবনসংগ্রাম থেকে শুরু করে রাজনীতি, সমাজনীতি সবই তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এছাড়া পরবর্তী যুগের গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪), মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯), মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) প্রমুখ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও সমকালীন কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে তুলনামলূক আলোচনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জুন ২৭, ১৮৩৮- এপ্রিল ৮, ১৮৯৪) উনিশ শতকের বাঙালি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তাঁর অসীম অবদানের জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁকে সাধারণত প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে গীতার ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে, সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি জীবিকাসূত্রে ব্রিটিশ রাজের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যপত্র বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছদ্মনাম হিসেবে কমলাকান্ত নামটি বেছে নিয়েছিলেন।[৪২]

বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টেপাধ্যায় প্রথম ব্যাপকভাবে সাহিত্যচিন্তা করেন। তাঁর সেই চিন্তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তত্ত্বে উপনীত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যচিন্তা ব্যক্ত হয়েছে মূলতঃ বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থালোচনাসূত্রে। তাঁর এ চিন্তার কোনো কোনো জায়গায় ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যচিন্তার মিশ্রণ ঘটেছে, যদিও শেষ বিচারে পাশ্চাত্যের সাহিত্যচিন্তার প্রভাবই ছিলো বেশী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ভারতীয় সাহিত্যচিন্তায় (বা কাব্যতত্ত্বে) কাব্যের সৃষ্টিকৌশল, অলঙ্কার, রস, ধ্বনি, আত্মা ইত্যাদি মূল উপজীব্য বিষয়। কাব্যের সঙ্গে সমাজ ও মানুষের সম্পর্কের বিষয়টি সেখানে একেবারে গৌণ বা অনুপস্থিত। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের সাহিত্য চিন্তায় সমাজ ও মানুষের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৪৩]

বঙ্কিমের সাহিত্যচিন্তা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো: 'উত্তরচরিত',[৪৪] 'গীতিকাব্য',[৪৫] 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত', [৪৬] 'বিদ্যাপতি',[৪৭] 'ঋতুবর্ণন',[৪৮] 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন',[৪৯] 'ধর্ম ও সাহিত্য', [৫০] 'ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের জীবনচরিত্র ও কবিত্ব', [৫১] ও 'দ্বীনবন্ধু

---

৪২ বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২৫-৩০

৪৩ আবু হেনা আবদুল আউয়াল, নজরুলের সাহিত্য চিন্তা ও তাঁর সাহিত্য, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১০), পৃ. ১৬

৪৪ বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ/১৮৭২ খৃ.

৪৫ বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ/১৮৭২৩ খৃ.

৪৬ বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ/১৮৭২ খৃ.

৪৭ বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ/১৮৭৩ খৃ.

৪৮ বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ/১৮৭৫ খৃ.

৪৯ প্রচার, মাঘ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ/১৮৮৪ খৃ.

মিত্রের জীবনী ও কবিতা’। এসব প্রবন্ধে তাঁর অভিব্যক্ত সাহিত্যচিন্তা ঋজু নয়,- বঙ্কিম, বহুমুখী, বহুরেখ; আবার, বিভিন্ন পর্বের চিন্তায় আছে বৈপরিত্য, বিরোধও।

তিনি নানা পর্যায়ে নানা প্রসঙ্গে কাব্যের স্বরূপ, আদর্শ ও উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত, মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের প্রভেদ, সাহিত্যে অনুকরণ, সৃষ্টিকৌশল, রসোদ্ভাবন, ধর্ম ও সাহিত্যের সম্পর্ক, মঙ্গলচেতনা, সৌন্দর্য চেতনা ইত্যাদি বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি সাহিত্য চিন্তায় এককভাবে নান্দনিক ভাবনাই তুলে ধরেননি, পাশাপাশি সাহিত্যের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধও গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তাই নিছক আনন্দ বা মনোরঞ্জনকে তিনি সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), সৌন্দর্যসৃষ্টি; অন্যদিকে বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারামে (১৮৮৭) ইত্যাদি সাহিত্য কর্মে সৌন্দর্য সৃষ্টির পাশাপাশি নীতিশিক্ষা ও ধর্মতত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। এ দু’রীতি বা দু’রীতির সংমিশ্রণে গ্রন্থ লিখে তিনি যে প্রকারান্তরে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও মঙ্গলসাধন কার্যতঃ আলাদা হলেও বস্তুতঃ আলাদা নয়, বরং দু’য়ের শৈল্পিক রূপায়ণে সাহিত্যের সার্থকতা।[৫২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ.)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮-২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) (খৃস্টীয় ৭ মে, ১৮৬১-৭ অগস্ট, ১৯৪১) ছিলেন বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, সংগীতস্রষ্টা, নট ও নাট্যকার, চিত্রকর, প্রাবন্ধিক, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তিনি বাংলা ভাষার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথকে ‘গুরুদেব’, ‘বিশ্বকবি’ ও ‘কবিগুরু’ অভিধায় অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস, ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন তাঁর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর মোট ৯৫টি ছোটগল্প এবং ১৯১৫টি গান যথাক্রমে ‘গল্পগুচ্ছ’ ও ‘গীতবিতান’ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রকাশিত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা ৩২টি খন্ডে ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ নামে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুগপৎ সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্যতাত্ত্বিক। অন্যান্য বিষয়ের মতো সাহিত্য তত্ত্ব বা সাহিত্যচিন্তা বিষয়ক তাঁর রচনা সংখ্যা প্রচুর। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি

---

[৫০] প্রচার, পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ/১৮৮৫ খৃ.

[৫১] প্রচার, পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ/১৮৮৫ খৃ.

[৫২] যোগেশ চন্দ্র বাগল (সম্পাদিত): বঙ্কীম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, (উত্তর চরিত’), ৬ষ্ঠ মু. (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৮৪), পৃ. ১৮২; চিত্তশুদ্ধি, পৃ. ২৫৯; ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’, পৃ. ১৯০।

এসব রচনা লিখেছেন। পরবর্তীকালে এসব রচনা নিয়ে তাঁর সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬) ও সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩) প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় মানুষ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। সাহিত্যের উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি, যা আনন্দ, সৌন্দর্য ও সত্যের উদ্রেক করে– এ মতানুসারী হয়েও 'মনুষ্যত্বপ্রকাশ' ও 'সমগ্র মানুষকে গঠিত করে তোলা' সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে তিনি বিবৃত করেছেন। সতেন্দ্রনাথ রায় যথার্থই বলেছেন, 'হিতবাদী না হয়েও তত্ত্বগতভাবে কলাকৈবল্যবাদী হয়েও, কার্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কলাকৈবল্যবাদীদের সহগামী নন, সৌন্দর্যের প্রশ্নে 'ইস্থেট'দের সঙ্গে তাঁর মনের মিল নেই। ত্বক-চিক্বণতাকে, ভাসমান পেলবতাকে তিনি কখনোও সুন্দর বলেননি। জীবনের অপরাপর মূল্য থেকে যে সৌন্দর্য বিচ্ছিন্ন, তাকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কারই দিয়েছেন।'[৫৩]

সাহিত্য সত্য, সুন্দর, আনন্দ ও মঙ্গলের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সত্য, সুন্দর, আনন্দ ও মঙ্গল সমার্থক। তাই, সত্যই সুন্দর, সুন্দরই মঙ্গল ও মঙ্গলই আনন্দ। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তায় আনন্দ, সৌন্দর্য, মঙ্গল, সত্য, মনুষ্যত্ব বার বার উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলোর বিভিন্ন সময় রচিত বলে ক্ষেত্র বিশেষ স্ববিরোধী উক্তিও লক্ষ্য করা যায়।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

প্রমথ চৌধুরী (আগস্ট ৭, ১৮৬৮ যশোর-সেপ্টেম্বর ২, ১৯৪৬ কলকাতা)। তিনি মাসিক সবুজপত্র ও বিশ্বভারতী সম্পাদনা করেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাইঝির জামাই। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল বীরবল। তাঁর সম্পাদিত সবুজ পত্র বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষারীতি প্রবর্তনে আগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাঁর প্রবর্তিত গদ্যরীতিতে "সবুজ পত্র" নামে বিখ্যাত সাহিত্যপত্র ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যধারা সূচিত হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যে ইতালিয় সনেট এর প্রবর্তক।

নজরুলের সমসাময়িক একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রমথ চৌধুরী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যসমালোচক। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য চিন্তা বিষয়ক লেখাগুলো তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্রের (১৯১৪) ভূমিকা, কোনো কবি বা কোনো লেখকের গ্রন্থালোচনা প্রসঙ্গে এবং সাহিত্য সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত প্রকাশের জন্যে

---

[৫৩] সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ (সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৮৩১), পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সময়ে লিখিত। তাতে দেখা যায়, সাহিত্যের নানা বিষয়ের মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা, সাহিত্যের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ের স্থান পেয়েছে।

নজরুলের আত্মপ্রকাশের পূর্বে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টিতে স্বতন্ত্র হলেও সাহিত্য চিন্তায় তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুসারী।[৫৪] তাঁর রচনাসম্ভার নিম্নে উল্লেখ করা হল–

কাব্যগ্রন্থ: সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৯),পদচারণ (১৯২০)।

গল্পগ্রন্থ: চার ইয়ারি কথা (১৯১৬), আহুতি (১৯১৯) ঘোষালের ত্রিকথা,(১৯৩৭), নীল লোহিত (১৯৩৯), অনুকথা সপ্তক (১৯৩৯) সেকালের গল্প (১৯৩৯) ট্রাজেডির সূত্রপাত (১৯৪০), গল্পসংগ্রহ (১৯৪১), নীল লোহিতের আদি প্রেম (১৯৪৪) দুই বা এক (১৯৪০)।

প্রবন্ধগ্রন্থ: তেল-নুন-লাকড়ি (১৯০৬), নানাকথা (১৯১১), বীরবলের হালখাতা,(১৯১৭), আমাদের শিক্ষা, (১৯২০), দুই ইয়ারির কথা (১৯২১), বীরবলের টিপ্পনী (১৯২৪), রায়তের কথা (১৯২৬), নানাচর্চা (১৯৩২), ঘরে বাইরে (১৯৩৬), প্রাচীন হিন্দুস্থান (১৯৪০), বঙ্গ সাহিত্যের সংপ্তিপ্ত পরিচয় (১৯৪০) প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) ১৯৫২-১৯৫৩খৃ. ইত্যাদি।

সতেন্দ্রনাথ দত্ত

সতেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতার উচ্চ বংশ দত্ত পরিবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল লেখক, প্রখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) তাঁর পিতামহ।[৫৫]

সতেন্দ্রনাথের মত ছন্দ কুশলী কবি দূর্লভ। তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ভাষার অপরুপ কারুকার্যতা, কড়ি ও কোমলের চিত্তগ্রাহী ধ্বনিরঙ্গ, চিত্রাঙ্গনের আশ্চর্য নৈপূণ্য। অকালে মৃত্যু বরণ করলেও কবিতা, অনুবাদ ও গদ্য রচনায় তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলার কাব্য ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। একথা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের যে সকল কবি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই বোধকরি সর্বাগ্রগণ্য।

সতেন্দ্রনাথ দত্তের আদিনিবাস, বংশ তালিকা, অক্ষয়কুমার দত্তের 'শোভানোদ্যান' সম্পত্তির উইল, পিতার আয় রোজগার ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের অমর নিদর্শন।

---

[৫৪] প্রমথ চৌধুরী, মর্ডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা.লি., কলকাতা, ১৯৯৫), পৃ. ১১১

[৫৫] সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাপিডিয়া (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), খণ্ড-২, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের আবির্ভাব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই বাংলা কাব্যজগতে তাঁর আবির্ভাব। যখন তাঁর খ্যাতি মধ্য গগণে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। এই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টুকু ছিল অস্থির, বিক্ষুব্ধ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক- সবখানে ছিল বিশৃঙ্খল অবস্থা। নজরুল তাঁর সমকালীন সমাজের এই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পুর্ণরূপে পরিচিত হয়েই কাব্য রচনায় ব্রতী হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিজে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন বলেই হয়তো বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দেশের বিশৃঙ্খল-বিক্ষুব্ধ অবস্থা রক্তের স্পন্দনে অনুভব করতে পেরেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর এ অবস্থা যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেন নি, তা বলা যাবে না। অবশ্যই করেছিলেন। কিন্তু এটাও সত্য যে, কবিতা লেখার সময় বাইরের জগতের এই আন্দোলন তিনি স্বচ্ছন্দে পরিহার করেছিলেন। এই সত্য উপলব্ধি করা যায় তাঁর এ সময় প্রকাশিত তিনটি কাব্য ‘পূরবী’, ‘মহুয়া’, ‘লিপিকা’ থেকে। তিনটিই প্রেমের কাব্য।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের প্রেম, গ্রাম-বাংলার নিসর্গ বর্ণনা বিষয়ক কবিতা তখন বাংলাকাব্যে এক ধরনের ভাবালুতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই তখন রবীন্দ্রকাব্য ধারা থেকে একটি স্বতন্ত্র কাব্যধারা সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয়। যে কাব্যধারায় থাকবে সমকালের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ উচ্চকণ্ঠ, যা একজনের হয়েও হবে সকলের। বিশের দশকে এমন স্বতন্ত্র কাব্যধারা সৃষ্টিতে অঙ্গীকারবদ্ধ কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম অস্থির সমাজ ও সময়ের আন্দোলন সচেতনভাবে তাঁর কাব্যে তুলে ধরে যেমন তরুণ কবি গোষ্ঠী ও পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন তেমনটি অন্যদের ক্ষেত্রে ততটা ঘটেনি। অভূতপূর্ব প্রতিভার দাপটে কোন পূর্ব পরিকল্পনা কিংবা বিশেষ চেষ্টা ছাড়াই বেরিয়ে আসলেন বাংলা সাহিত্যের রাবিন্দ্রিক গং থেকে। রবীন্দ্র সমাজের বাইরে গড়ে তুললেন স্বশাসিত সার্বভৌম সাহিত্য রাষ্ট্র। বাংলা কাব্যে মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দ্রের প্রবর্তন এবং আরবী ছন্দ প্রয়োগ করে সাড়া জাগিয়ে দিলেন সমালোচনার আসরে। শিল্পোত্তীর্ণ গানের সংখ্যায় অতিক্রম করলেন বিশ্বের সকল রেকর্ড। নিজেই আরোপ করলেন জটিল আরবী সুর সহ নাম না জানা হরেক রকমের সুর-তাল-লয়। বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে দিলেন সমাজের-রাষ্ট্রের এখানে-ওখানে-সবখানে। জেড়ে ওঠল বাঙালি মুসলিম, তার ভাষার স্ফুর্তি ঘটলো। ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে নব প্রেরণার সঞ্চার হল।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নজরুলের আবির্ভাব ও সমকালীন কবিগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব

জীবনানন্দ দাশ তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্যে নজরুলের অনুসারী। যদিও দুজনের কাব্যধারা ভিন্ন তবুও কোনো কোনো বিষয়ে সামান্য হলেও জীবনানন্দের ওপর নজরুলের প্রভাব পড়েছে। আর এ প্রভাব তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' (১৯৭২)-এ স্পষ্ট। জীবনানন্দ ছিলেন নজরুলের ঠিক উল্টো। একেবারে নিঃশব্দ ও অন্তর্মুখী। তথাপি নজরুলের দেশাত্মবোধ, স্বাদেশিক অনুপ্রেরণা ও সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা কবিতার প্রভাব জীবনানন্দের ওপর পড়েছে। এ ছাড়াও একটি বিষয়ে দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তা হলো দুজনই আবেগ-তাড়িত কবি। আবেগ-তাড়িত কবি বুদ্ধদেব বসুও। তাঁর প্রেমচেতনা মানবিক-ব্যক্তিক প্রেমচেতনা। তিনি দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে প্রেমের স্পর্শ চান, প্রেমিকার সান্নিধ্য চান। আর তাই রোমান্টিক আবেগের জন্যে যেমন নজরুলের কাব্যে গভীরতা আসেনি তেমনি আবেগের প্রাবল্যে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যেও সর্বত্র গভীরতা আসেনি। দেশজ শব্দ ব্যবহারেও বুদ্ধদেব নজরুলের অনুসারী।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জাগরণমূলক, বিপ্লব ও বিদ্রোহমূলক কবিতায় নজরুলের প্রভাব স্পষ্ট। নজরুলের মতো বহ্নি জ্বালা নিয়ে কাব্যজগতে আত্মপ্রকাশ না করলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যে নজরুলের প্রভাব রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এই উপমহাদেশে স্বাধীনতার জন্যে যে আন্দোলন শুরু হয় তা চলতে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। এই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলাম যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সেই বিদ্রোহেরই পরিশীলিত ও পরিণত রুপের প্রকাশ ঘটেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে বিশের দশকে কাজী নজরুল ইসলাম আধুনিক বাস্তববাদী কবিতার যে ধারা সূচনা করেন 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থে মে দিনের গান রচনা করে তিরিশের দশকের শেষের দিকে আধুনিক বাংলা কবিতায় সেই ধারার পূর্ণতা দান করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নজরুল 'বিদ্রোহী' লেখেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে নজরুলের মতো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কবিতা লিখেছেন :

> 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠ ফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।'[৫৬]

নজরুল যেমন মত্যুকে ভয় করেন না, বরং তাঁর মৃত্যু বরণীয়, বিজয়ের প্রতীক তেমনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও মৃত্যু ভয়ে ভীত নন। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়,

শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃস্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা, আর না–
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।[৫৭]

রাজনীতির জন্যে, সাম্যবাদের জন্যে রাজনীতি নিয়ে বিশের দশক ও ত্রিশের দশকে কবিতা লিখেছেন নজরুল। রাজনীতি-নির্ভর, জীবন-ঘনিষ্ট শ্লোগানধর্মী বেগবান উচ্চকণ্ঠের কবিতা রচনা করে চল্লিশের দশক এবং পঞ্চাশের দশকেও নজরুলের মতোই সুভাষ মুখোপাধ্যায় সূচনা করেন এক নতুন ধারার। দুজনেই বিশ্বাস করতেন যে, সাম্যবাদের জন্যে কবিতা লিখলে জাত যায় না বরং বাড়ে। শুধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় নয়, এ সময়ের কবি বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন প্রমুখের কবিতায়ও সাম্যবাদী চেতনা লক্ষ করা যায়। বিষ্ণুদে নজরুলের মতোই প্রেমের মাঝেই উপলব্ধি করেন বিদ্রোহের প্রেরণা। প্রেমের মাঝে বিদ্রোহ যেমন আছে তেমনি এটাও বিশ্বাস করেন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ অনিবার্য এবং স্বপ্ন পূরণ সম্ভব শুধুমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমে।

আন্তরিক উপলব্ধি ও বেদনাবোধে সুকান্ত যেন নজরুলেরই অনুসারী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে নজরুল যেমন কবিতার মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানিদের বব্র্রতা, হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সুকান্ত তাঁর কবিতায়। নজরুলের মতো তাঁর কণ্ঠেও উচ্চারিত হয় বিদ্রোহ-

'বেজে উঠলো কি সময়ের ঘড়ি?
এস তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী
উঠুক ডাক।
. . .

[৫৬] সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কাব্য সংকলন, (ঢাকা: লালন প্রকাশনী, ১৯৭৫), পৃ. ১৯
[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাতির সুখেতে পদাঘাত করি,
গড়ি, আমরা যে বিদ্রোহ গড়ি,
ছিঁড়ি দু'হাতের শৃঙ্খল দড়ি,
মৃত্যুপণ।
দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে
বসে থাকবার বেলা নেই মোটে,
রক্তে রক্তে লাল হয়ে উঠে,
পূর্ব কোণ।'[৫৮]

সুকান্তের কাব্যে নজরুলের প্রভাব লক্ষ করে সমালোচকেরা বলেছেন- বাংলা সাহিত্যের যে অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সুকান্ত'র কবিতা সে অংশের অন্তর্ভুক্ত। সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে সেই চেতনা থেকেই তিনি কবিতা লেখেন 'সিঁড়ি', 'দেশলাইয়ের কাঠি', 'একটি মোরগ' ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল নজরুলের কাব্যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘপথ পরিক্রমায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সেই রাজনৈতিক বিপ্লবী চেতনাই যেন আশ্রয় খুঁজে পায় সুকান্তের কবিতায়। অত্যাচারিত গণমানুষের মুক্তি সাধনে নজরুল যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সুকান্ত তা আরও শক্তিশালী করেছিলেন। নজরুলের মধ্যে বহু বিষয়ে যে দ্বন্ধ বিরোধ লক্ষ্য করি, সুকান্তের মধ্যে তা অনুপস্থিত। তবুও নজরুল এ দেশের পুঁজিপতি, ধনী মহাজন ও সামন্তচক্রের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, সুকান্ত তা দ্বিধাহীনভাবে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এখানেই তিনি বাংলা গণসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে দেখা দেন।

কবি ফররুখ আহমদের কবি-মানসেও নজরুলের প্রভাবের গভীরতা লক্ষ করা যায়। আরবি-ফারসি শব্দ ও শিল্প-সম্মত ভাষা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ইসলামী ঐতিহ্যের চেতনার স্বার্থক রূপায়ণ ঘটে নজরুলের কাব্যে। পরবর্তীকালে নজরুলের এই ইসলামী ঐতিহ্যের চেতনা লক্ষ করা যায় ফররুখ আহমদের কবিতায়।[৫৯] সমালোচকের এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন- নজরুলের পরে বাঙলা কাব্যে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী স্বকীয়তার পরিচয় নিয়ে উপস্থিত মুসলমান কবি, বোধ হয় ফররুখ আহমদ। তাঁর কাব্যের ভাববৃত্ত নজরুলের ভাববৃত্ত থেকে যথেষ্ট পরিমাণেই সংকুচিত সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর শিল্পবোধ ছিল তীক্ষ্ণতর। বাংলা কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিক নিয়ে তিনি যে সাধনা করেছেন, তা যে

[৫৮] দীলিপকুমার দাস (সম্পাদিত), সুকান্ত ভট্টাচার্য রচনা সমগ্র, মনীষা, বরিশাল, ১৯৯০, পৃ. ৭৮
[৫৯] সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি ফররুখ আহমদ (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯), পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

কোন শিল্পীর পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি নজরুল-প্রদর্শিত পথ থেকেই ইঙ্গিত গ্রহণ করেই যেন পুঁথিসাহিত্যের ভাব ও শব্দ-সম্পদ গ্রহণ করে এই ঐতিহ্যবাহী কাব্য সাধনাকে আরও বিস্তৃত, আরও গভীর, আরও সমৃদ্ধি দান করেছেন।

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে ফররুখ আহমদ ঐতিহ্যের স্বার্থক উত্তরণ ঘটিয়েছেন। এ কাব্যগ্রন্থের কবি অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণের সঙ্গে বর্তমান একসূত্রে গেঁথেছেন। এ ছাড়া 'আনোয়ার পাশা', 'কামাল পাশা' ইত্যাদি কবিতার মাধ্যমে নজরুল যেমন বর্তমানের যুব সমাজকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন তেমনি 'সিন্দাবাদ' কবিতায় ফররুখ আহমদও সিন্দাবাদের দুর্বার, দুঃসাহসী প্রাণোচ্ছল বীরত্বের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মুসলমানদের স্বাধীকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

'ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ।'[৬০]

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতাতেও নজরুলের এই ঐতিহ্য চেতনার প্রভাব স্পষ্ট। 'চাহার দরবেশ' মধ্য এশিয়ার মুসলিম ঐতিহ্য এবং বাংলা দোভাষী পুঁথির নব রূপায়ণ। আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারেও তিনি নজরুল দ্বারা প্রভাবিত। এ ছাড়া নজরুলের রোমান্টিক কবি-কল্পনা ও উচ্চকণ্ঠ উদ্দীপনার প্রভাব লক্ষ করা যায় কবি শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখের প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায়।

এভাবেই নজরুল তাঁর সমকালের কবিদের প্রভাবিত করেছিলেন কিংবা বলা যেতে পারে, সমকালের কবিরা নজরুলের কবিতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যেমন একসময় সমকালের কবিদের পক্ষে কবিতা লেখা কঠিন ছিল, তেমনি নজরুল বাংলা সাহিত্যে যে নতুন কাব্যধারা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সমকালের কবিদেরও সেই ধারা থেকে বের হতে সময় লেগেছিল।

৬০ আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠকবিতা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৫), পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
জন্ম পরিচয় ও শিক্ষা জীবন

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে[৬১] ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে রাজা নরোত্তম সিংহের গড় আর পীর পুকুরের পাশে মাটির প্রাচীর ঘেরা ছোট্ট ঘরে।[৬২] পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহর পুত্র কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয়া পত্নী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান তিনি। কবির জন্মের সময় আকাশ ছিল বৃষ্টিভেজা। প্রকৃতিতে ছিল ঝড়ের তান্ডব। ক্ষণে ক্ষণে চলছিল বজ্রপাত। ঝড়ের আঘাতে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। এমনি প্রচন্ড ঝড়ের সময় এক ক্রুদ্ধ নবজাতকের জন্ম মহূর্তের কান্নার চিৎকারের পর আজান ধ্বনিত হয়। ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে চির বিদ্রোহী মহাবীর জন্ম নিলেন। নজরুল তাঁর এক কবিতায় জন্ম মুহূর্তটিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

“শোনো সবে জন্ম কাহিনী মোর
আমার জন্ম ক্ষণে উঠেছিল
ঝঞ্ঝা তুফান ঘোর।
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও
ভেঙ্গে ছিল গৃহদ্বার
ইস্রাফিলের বজ্র বিষাণ
বেজেছিল অনিবার।”[৬৩]

জন্মেই নজরুল প্রকৃতির রুদ্ররূপ প্রত্যক্ষ করেন। এই বৈরী প্রকৃতিই নজরুলকে করে বিদ্রোহী, দৃঢ়চেতা ও সাহসী। ছোট বেলায় নজরুলের ডাক নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। নজরুলের জন্মের পূর্বে চার সন্তান শিশুঅবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন ‘দুখু মিয়া’। এ নাম ছাড়াও ছেলে বেলায় তাঁকে ‘ক্ষ্যাপা’ এবং ‘নজর আলী’ নামে ডাকা হত। অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের মাঝে নজরুলের বাল্যজীবন কেটে ছিল

---

[৬১] রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, (ঢাকা :নজরুল ইনস্টিটিউট, ফেব্রু, ২০১২খৃ.) পৃ. ১
[৬২] মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম (কলকাতা সংস্কৃতি পরিষদ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, ১৯৫৭), পৃ. ১
[৬৩] দেলওয়ার বিন রশিদ, নজরুলের শৈশব ও কৈশর (ঢাকা: দৈনিক ইত্তেফাক, অগাস্ট, ২৪, ২০০৭ খৃ.)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

অন্তিমকালেও তাঁর অবিচ্ছিন্ন কতগুলো দুঃখ কষ্টের ফিরিস্তি খুঁজে পাওয়া যায়। মূলতঃ 'দুখু মিয়া' নামটি তাঁর সাথে স্বার্থকভঅবে মিশে গিয়েছিল।[৬৪]

পূর্বপূরুষ

নজরুল ইসলামের পূর্বপুরুষগণ পাটনার হাজিপুরের অধিবাসী ছিলেন। মুঘল বাদশাহ শাহ আলমের সময় (১৭৫৯-১৮০৬ খৃ.) তারা চুরুলিয়ায় অভিবাসিত হন।[৬৫] বাদশাহী আমলে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ বিচারকের কাজ করতেন বলে এ নিয়ে তাঁর যথেষ্ট গৌরব ছিল।[৬৬] তাঁদের বাড়ীর পূর্বপাশে ছিল নরোত্তম সিংহের গড় আর দক্ষিণ পাশে ছিল 'পীর পুকুর'। কথিত আছে যে, হাজী পাহলোয়ান নামক এক বুযুর্গ ফকির ঐ পুকুরটি খনন করেন বলে তার নাম হয়েছে 'পীর পুকুর'। পীর পুকুরের পূর্বপাশে পাহলোয়ান শাহের মাজার এবং পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ। কবির পিতা-পিতামহ আজীবন ঐ মসজিদ ও মাজারের তত্ত্বাবধান করে গেছেন। কাজী ফকির আহমদের দুই স্ত্রী, সাত পুত্র ও দুই কন্যা। তিনি ছিলেন স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম। তিন ভাই এবং তার সহোদর তিন ভাইও দুই বোনের নাম হল, সবার বড় কাজী সাহেব জান, কনিষ্ঠ কাজী আলী হোসেন, বোন উম্মে কুলসুম।

শিক্ষাজীবন

চুরুলিয়ার মক্তবে নজরুলের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তার বয়স মাত্র নয় বছর। পারিবারিক অভাব অনটনের কারণে তাঁর শিক্ষা বাধাগ্রস্থ হয় এবং মাত্র দশ বছর বয়সে তাকে নেমে যেতে হয় জীবিকা অর্জনে। এসময় নজরুল মক্তব থেকে নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উক্ত মক্তবেই শিক্ষকতা শুরু করেন। মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে কাজ শুরু করেন। এইসব কাজের মাধ্যমে তিনি অল্প বয়সেই ইসলাম ধর্মের মৌলিক আচার অনুষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান যা তারপরবর্তী সাহিত্য কর্মকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনিই বাংলা সাহিত্যে ইসলামী চেতনার চর্চা শুরু করেছেন বলা যায়।

---

[৬৪] আব্দুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ১৯৮৯), পৃ. ২০-২১

[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৬৬] গোলাম মঈনুদ্দীন, কবি ফররুখ ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫), পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ ও মক্তবের কাজে নজরুল বেশি দিন ছিলেন না। বাল্য বয়সেই লোক শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একটি লেটো (বাংলার রাঢ় অঞ্চলের কবিতা, গান ও নৃত্যের মিশ্র আঙ্গিক চর্চার ভ্রাম্যমান নাট্যদল) দলে যোগ দেন। তার চাচা কাজী বজলে করিম চুরুলিয়া অঞ্চলের লেটো দলের বিশিষ্ট ওস্তাদ ছিলেন এবং আরবি, ফারসি ও উর্দূ ভাষায় তার দখল ছিল। এ ছাড়া বজলে করিম মিশ্র ভাষায় গান রচনা করতেন। ধারণা করা হয় বজলে করিমের প্রভাবেই নজরুল লেটো দলে যোগ দিয়ে ছিলেন। লেটো দলেই সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। এই দলের সাথে তিনি বিভিন্ন স্থানে যেতেন, তাদের সাথে অভিনয় শিখতেন এবং তাদের নাটকের জন্য গান ও কবিতা লিখতেন। নিজ কর্ম অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন শুরু করেন। সেই অল্পবয়সেই তার নাট্যদলের জন্য বেশকিছু লোক সঙ্গীত রচনা করেন। এরমধ্যে রয়েছে, চাষার সঙ, শকুনীবধ, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ, দাতা কর্ণ, আকবর বাদশাহ, কবি কালিদাস, বিদ্যাভূতুম, রাজপুত্রের গান, বুড়ো শালিকের ঘাড়েরোঁ এবং মেঘনাদবধ। একদিকে মসজিদ, মাজার ও মক্তব জীবন, অপর দিকে লেটো দলের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের অনেক উপাদান সরবরাহ করেছে।[৬৭]

১৯১০সালে নজরুল লেটো দল ছেড়ে ছাত্র জীবনে ফিরে আসেন। লেটো দলে তার প্রতিভায় সকলেই যে মুগ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ নজরুল লেটো ছেড়ে আসার পর তাকে নিয়ে অন্য শিষ্যদের রচিত গান– "আমরা এই অধীন, হয়েছি ওস্তাদহীন/ভাবি তাই নিশিদিন, বিষাদ মনে/ নামেতে নজরুল ইসলাম, কি দিব গুণের প্রমাণ"। ছাত্র জীবনে তার প্রথম স্কুল ছিল রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুল। এর পর ভর্তি হন মাথরুন উচ্চ ইংরেজি স্কুলে যা পরবর্তীতে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন নামে পরিচিতি লাভ করে। মাথরুন স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক যিনি সেকালের বিখ্যাত কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তার সান্নিধ্য নজরুলের অনুপ্রেরণার একটি উৎস।

যাহোক, আর্থিক সমস্যা তাকে বেশী দিন এখানে পড়া-শোনা করতে দেয়নি। ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর তাকে আবার কাজে ফিরে যেতে হয়। প্রথমে যোগ দেনবাসু দেবের কবি দলে। নজরুলের বয়স তখনও ১১/১২ বছর। বর্ধমানের আন্ডাল ব্রাঞ্চ রেল স্টেশনের অদূরে একদিন বাসুদেবের গানের আসরে নজরুলকে পারফর্ম করতে দেখেই অনুগ্রহবশত তুলে নেন একজন খৃস্টান রেলগার্ড। জীবিকার্জনের তৃতীয় উপায় নজরুল

---

[৬৭] আব্দুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯০), পৃ. ৯০; কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, নজরুলের বাল্যজীবন, কার্তিক- পৌষ সংখ্যা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

খুঁজে পান রানীগঞ্জ রেলস্টেশনের এই গার্ডের বাসায়। এখানে নজরুলের কাজ ছিল গার্ড ভদ্রলোকের বাসার জন্য বাজার সওদা করা, বাসায় রান্নার কাজ করা, বর্ধমান আন্ডাল ব্রাঞ্চ রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রসাদপুর বাংলোয় গার্ড সাহেবকে পৌঁছে দেয়া, আর গার্ড সাহেবের স্ত্রী হিরণ প্রভা ঘোষকে গান শোনানো। কোন এক ফ্যাসাদে পড়ে নজরুল এই আশ্রয় ছাড়লেন দুই মাসের বেতন বাবদ ৫০ টাকা নিয়ে।

সর্বশেষে আসান সোলের চা-রুটির দোকানে রুটি বানানোর কাজ নেন। এভাবে বেশ কষ্টের মাঝেই তার বাল্য জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। এই দোকানে কাজ করার সময় আসানসোলের দারোগা রফিজ উল্লাহ'র সাথে তার পরিচয় হয়। দোকানে একা একা বসে নজরুল যেসব কবিতা ও ছড়া রচনা করতেন তা দেখে রফিজ উল্লাহ তার প্রতিভার পরিচয় পান।[৬৮] তিনিই নজরুলকে ১৯১৪ খৃস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে তিনি আবার রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ফিরে যান এবং সেখানে অষ্টম শ্রেণি থেকে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এখানেই পড়াশোনা করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে মাধ্যমিকের প্রিটেস্ট পরীক্ষা না দিয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। এই স্কুলে অধ্যয়নকালে নজরুল এখানকার চারজন শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এরা হলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, বিপ্লবী চেতনা বিশিষ্ট নিবারণচন্দ্র ঘটক, ফারসি সাহিত্যের হাফিজ নুরুন্নবী এবং সাহিত্য চর্চার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।[৬৯]

---

[৬৮] ড. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, কাজির সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল, (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট,...), পৃ. ১০

[৬৯] আব্দুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪, ২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কবির জীবনের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দিক

সৈনিক জীবন

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। প্রথমে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত প্রদেশের নওশেরায় যান। প্রশিক্ষণ শেষে করাচি সেনানিবাসে সৈনিক জীবন কাটাতে শুরু করেন। তিনি সেনা বাহিনীতে ছিলেন ১৯১৭ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগ থেকে ১৯২০ খৃস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাধারণ সৈনিক থেকে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। উক্ত রেজিমেন্টের পাঞ্জাবী মৌলবির কাছে তিনি ফারসি ভাষা শিখেন। এছাড়া সহ সৈনিকদের সাথে দেশী-বিদেশী বিভিন্নবাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত রাখেন, আর গদ্য-পদ্যের চর্চাও চলতে থাকে একই সাথে।[৭০] করাচি সেনানিবাসে বসে নজরুল যে রচনাগুলো সম্পন্ন করেন তার মধ্যে রয়েছে, বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী (প্রথম গদ্য রচনা), মুক্তি (প্রথম প্রকাশিত কবিতা); গল্প: হেনা, ব্যথার দান, মেহের নেগার, ঘুমের ঘোরে, কবিতা সমাধি ইত্যাদি। এই করাচি সেনানিবাসে থাকা সত্ত্বেও তিনি কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী, মর্মবাণী, সবুজপত্র, সওগাত এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা। এইসময় তার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ফারসি কবি হাফিজের কিছু বই ছিল। এ সূত্রে বলা যায় নজরুলের সাহিত্য চর্চার হাতেখড়ি এই করাচি সেনানিবাসেই। সৈনিক থাকা অবস্থায় তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশনেন। এ সময় নজরুলের বাহিনীর ইরাক যাবার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় আর যাননি। ১৯২০ খৃস্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হলে ৪৯ বেঙ্গলরেজিমেন্ট ভেঙে দেয়া হয়। এর পর তিনি সৈনিক জীবন ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

এ সময় একদিকে যেমন তাঁর বিদ্রোহী সত্তার উন্মেষ ঘটে; অপরদিকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনেরও সূচনা হয়। সেনানিবাসের সামরিক জীবন নজরুলকে স্থিরভাবে সাহিত্য সাধনা ও কাব্য চর্চার অবারিত সুযোগ এনে দেয়। হাবিলদার নজরুলের লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। অসামান্য প্রতিভা আর শিল্প সমৃদ্ধ সাহিত্য-গুণে নজরুল আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্য চর্চার ধারা ছাত্র জীবনের মত

---

[৭০] রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

সৈনিক জীবনেও অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলতে লাগল। তিনি বাঙালি পল্টনে মুসলমান সৈনিকদের তদারকির জন্য নিয়োজিত মৌলবী সাহেবের কাছে 'দিওয়ানে হাফিজ' ও 'মসনবী-রুমি' নামক বিখ্যাত ফার্সি কাব্য গ্রন্থাদি পাঠক করে এক মহৎ জীবনের সন্ধান লাভ করেন। করাচি সেনানিবাস থেকে প্রেরিত হাবিলদার নজরুল ইসলামের লেখা সর্বপ্রথম গল্প 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' ১৩২৬-এর জৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক 'সওগাতে' প্রকাশিত হয় হয়।[৭১] এরপর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'মুক্তি' নামক প্রথম কবিতাটি। এছাড়াও নজরুলের স্বামীহারা (গল্প-১৩২৬ বাং.), কবিতা সমাধি (১৩২৬বাং), তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা (প্রবন্ধ-১৩২৬ বাং), হেনা (গল্প-১৩২৬ বাং), আশায় (১৩২৬বাং), ব্যথার দান (গল্প-১৩২৬ বাং), মেহের নিগার (গল্প-১৩২৬বাং), ঘুমের ঘোরে (গল্প-১৩২৬বাং) নামক বিভিন্ন গল্প ও কবিতা সে সময়ে এ-দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৭২] করাচিতে থাকা কালেই তিনি 'দিওয়ানে হাফিজের' মূল ছন্দের অনুকরণে আটটি গজল বাংলায় অনুবাদ করেন।[৭৩] পরিণত বয়সে এসে নজরুল 'রুবাইয়াত-হাফিজ' ও 'রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম'-এর মূল ফার্সি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন।

সাংবাদিক জীবন

যুদ্ধশেষে কলকাতায় এসে নজরুল ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন। তার সাথে থাকতেন এই সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা মুজফ্ফর আহমদ। এখান থেকেই তার সাহিত্য-সাংবাদিকতা জীবনের মূলকাজগুলো শুরু হয়। প্রথম দিকেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তার কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস বাঁধন হারা এবং কবিতা বোধন, শাত-ইল-আরব, বাদল প্রাতের শরাব, আগমনী, খেয়া-পারের তরণী, কোরবানি, মোহরম, ফাতেহা-ই-দোয়াজ্দম্। এই লেখাগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। এর প্রেক্ষিতে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মোসলেম ভারত পত্রিকায় তাঁর খেয়া-পারের তরণী এবং বাদল প্রাতের শরাব কবিতা দুটির প্রশংসা করে একটি সমালোচনা প্রবন্ধ লিখেন। এ থেকেই দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকদের সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় শুরু হয়। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে কাজী

[৭১] মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাতযুগে নজরুল ইসলাম (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৮৮), পৃ. ১৭

[৭২] ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮), খণ্ড-৩, সং-১, পৃ. ৪৪৭

[৭৩] ড. নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, সংস্কৃতি পরিষদ প্রকাশিত কবি নজরুল (কলকাতা, ১৯৫৭), পৃ. ২০

মোতাহার হোসেন, মোজাম্মেল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আফজালুল হক প্রমুখের সাথে পরিচয় হয়। তৎকালীন কলকাতার দুটি জনপ্রিয় সাহিত্যিক আসর গজেনদার আড্ডা এবং ভারতীয় আড্ডায় অংশ গ্রহণের সুবাদে পরিচিত হন অতুল প্রসাদ সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিশিরভাদুড়ী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মেলন্দু লাহিড়ী, ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ প্রমুখের সাথে। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শান্তি নিকেতনে যেয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কাজী মোতাহার হোসেনের সাথে নজরুলের বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।

১৯২০ খৃস্টাব্দের জুলাই ১২ তারিখে ‘নবযুগ’ নামক একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শেরে-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। এই পত্রিকার মাধ্যমেই নজরুল নিয়মিত সাংবাদিকতা শুরু করেন। ঐ বছরই এই পত্রিকায় “মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন যার জন্য পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং নজরুলের উপর পুলিশের নজরদারী শুরু হয়। যাই হোক সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাপ্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। একই সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। বিভিন্ন ছোটখাটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবিতা ও সঙ্গীতের চর্চাও চলছিল একাধারে।

নজরুলের বৈবাহিক জীবন

১৯২১ সালের এপ্রিলে মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে নজরুলের সাথে সেকালের খ্যাতিমান বই প্রকাশক আলী আকবর খাঁনের পরিচয় হয়। তখন দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার। নজরুল আলী আকবর খাঁনের সঙ্গে কুমিল্লা এলে খান সাহেবের ভাগ্নী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিসের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেইখানেই উভয়ের সম্মতিতে নজরুল প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ‘তহমিনা’, ‘পথিক হাওয়া’, ‘ধুমকেতু’ প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা নার্গিস খানমের সাথে, ১৯২১ সালের ১৭ জুন তারিখে। নার্গিসের আসল নাম সৈয়দা খাতুন। ডাক নাম ছিল দুবরাজ। সকলে দুবি বলে ডাকতো। একটি ইরানি ফুলের নামে নজরুল তাঁর পরিণীতার নাম দিয়েছিলেন নার্গিস। নার্গিস ও নজরুলের পারস্পরিক ভালোবাসার মধ্য দিয়ে এ বিয়ে সম্পন্ন হলেও অন্যের প্ররোচনায় এ বিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বিয়োগাত্মক রূপ নেয়। প্ররোচণাদাতা স্বয়ং নজরুলের বরযাত্রী কুমিল্লার কান্দির পাড়ের ইন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের স্ত্রী বিরজা সুন্দরী দেবী, মি. কুমার সেনের বিধবা ভ্রাতৃবধু গিরিবালা দেবী এবং নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুজাফ্‌ফর আহমদ।[৭৪] নার্গিসের নিজের কথায়, 'গিরিবালা দেবী ও বিরজা সুন্দরী দেবীরা ওকে (নজরুল) বোঝাতে লাগলো যে, মামার অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে। বিয়ে করলেই আকটা পড়বে। বিয়ে হল, বাসর হল। ও আমাকে বাসর রাতেই তার সঙ্গী হয়ে দৌলতপুর ত্যাগ করতে বলল। কত মিনতি করলাম। তবু ভুল বুঝলো। ছুটে গেল বিরজা সুন্দরী দেবীদের পরামর্শের জন্য। অনেকটা স্বাভাবিক হয়েই সকালে নাস্তা করে বীরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্তের সঙ্গে কুমিল্লা রওয়ানা হল। বললো, দেশের বাড়িতে যাবো, আত্মীয় স্বজন এসে আমাকে শ্রাবণ মাসে নিজ বাড়িতে নেবে।"[৭৫] ওটাই ছিল নার্গিসের সাথে নজরুলের শেষ দেখা। নার্সিস অপেক্ষা করলেন সাড়ে সতের বছর। নজরুল এলেন না। নার্গিস অবশেষে ১৯৩৮ সালের ১২ ডিসেম্বর তাঁর মামা আলী আকবর খানের প্রকাশনা শিল্পের সহযোগী কবি আজিজুল হাকিমের পাণি গ্রহণ করেন। এদিকে নজরুল ১৯২৪ সালের ২৫শে এপ্রিল কোলকাতার ৬ নম্বর হাজী লেনের বাড়ীতে বিধবা গিরি বালার ষোড়শী কন্যা আশালতা সেন গুপ্তা ওরফে দুলির সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রিয় চরিত্র মেঘনাদ-এর স্ত্রীর নামানুসারে নজরুল তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম দেন প্রমীলা। প্রমীলার ঔরসে নজরুলের চার পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এদের মধ্যে কৃষ্ণ মুহাম্মাদ ও বুলবুল শৈশবে মারা যায়। কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ মারা যান পরিণত বয়সে। প্রমীলার মৃত্যু হয় ৩০শে জুন, ১৯৬২।[৭৬]

---

[৭৪] তিতাশ চৌধুরী, নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, (কুমিল্লা : ভিনাস প্রকাশনী, ১৯৯০), পৃ. ১৫৫

[৭৫] বুলবুল ইসলাম, অন্তরঙ্গ আলোকে কবি-প্রিয়া (ঢাকা : দৈনিক সংগ্রাম, ৩০ মে ১৯৮২)

[৭৬] Mohammad Nurul Huda, "Nazrul's Personlore" in Mohammad Nurul Huda| Nazrul: An Evaluation (Dhaka: Nazrul Institute), p.306–307.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিদ্রোহী কবি হিসেবে নজরুলের মূল্যায়ন ও বাংলাদেশে তাঁর আগমন

বিদ্রোহী নজরুল

তখন দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। নজরুল কুমিল্লা থেকে কিছু দিনের জন্য দৌলতপুরে আলী আকবর খানের বাড়িতে থেকে আবার কুমিল্লা ফিরে যান ১৯ জুনে। এখানে যতদিন ছিলেন ততদিনে তিনি পরিণত হন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীতে। তার মূল কাজ ছিল শোভাযাত্রা ও সভায় যোগ দিয়ে গানগাওয়া। তখনকার সময়ে তার রচিত ও সুরারোপিত গানগুলির মধ্যে রয়েছে "এ কোনপাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙ্গিনায়, আজি রক্ত-নিশি ভোরে/ একি এ শুনি ওরে/ মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে" প্রভৃতি। এখানে ১৭ দিন থেকে তিনি স্থান পরিবর্তন করেছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আবার কুমিল্লায় ফিরে যান। ২১ নভেম্বর ছিল সমগ্র ভারতব্যাপী হরতাল। এ উপলক্ষ্যে নজরুল আবার পথে নেমে আসেন; অসহযোগ মিছিলের সাথে শহর প্রদক্ষিণ করেন আর গানকরেন, "ভিক্ষাদাও! ভিক্ষা দাও! ফিরে চাও ওগো পুরবাসী"। নজরুলের এ সময়কার কবিতা, গান ও প্রবন্ধের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বিদ্রোহী নামক কবিতাটি। বিদ্রোহী কবিতাটি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং সারা ভারতের সাহিত্য সমাজে খ্যাতিলাভ করে।এই কবিতায় নজরুল নিজেকে বর্ণনা করেন-

"আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ জ্বালা, চির লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম প্রকাশ কুমারীর !
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা তার কাকন চুড়ির কন-কন ।
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নিপাথার কলরোল কলকোলাহল ।
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারী ভুবনে সহসা সঞ্চারী ভূমিকম্প ।
আমি চির বিদ্রোহী বীরু

বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির !”

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট নজরুল ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশ করে। এটি সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হতো। ১৯২০-এর দশকে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন এক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পরপর স্বরাজ গঠনে যে সশস্ত্র বিপ্লববাদের আবির্ভাব ঘটে তাতে ধূমকেতু পত্রিকার বিশেষ অবদান ছিল।[৭৭]

পত্রিকার প্রথম পাতার শীর্ষে এই বাণী লিখা থাকতো। পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সংখ্যায় নজরুলের কবিতা আনন্দময়ীর আগমনে প্রকাশিত হয়। এই রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় ৮ নভেম্বর পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। একই বছরের ২৩ নভেম্বর তার যুগবাণী প্রবন্ধ গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং একইদিনে তাকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তাকে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি নজরুল বিচারাধীন বন্দী হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে এক জবানবন্দী প্রদানকরেন। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে এই জবান বন্দী দিয়েছিলেন। তারএই জবানবন্দী বাংলা সাহিত্যে রাজবন্দীর জবানবন্দী নামেবিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে। এই জবানবন্দীতে নজরুল বলেছেন, “আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারেঅভিযুক্ত। আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন, আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে সে বাণী ন্যায় দ্রোহী নয়, সত্যাদ্রোহী নয়। সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচার দগ্ধ করবে।”

১৬ জানুয়ারি বিচারের পর নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। নজরুলকে আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে যখন বন্দী জীবন কাটাচ্ছিলেন তখন (১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি ২২) বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ তার বসন্ত গীতিনাট্য গ্রন্থটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন।[৭৮]

১৯৩০ সালে ৭ অথবা ৮ মে (বৈশাখ, ১৩৩৭) নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বুলবুলের রোগশয্যা পাশে বসে নজরুল মূল ফার্সি থেকে

---

৭৭ কাজী নজরুল ইসলাম, কৈফিয়ৎ, বিশের বাঁশী।

৭৮ গোলাম মঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজের কাব্যানুবাদ করেন। এ সময় তাঁর 'প্রলয় শিখা' ও 'চন্দ্র বিন্দু' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে বৃটিশ সরকার কর্তৃক তা বাজেয়াপ্ত হয়। বিচারে কবির ছয় মাসের সশ্রম কারাদন্ড হয়। ১৯৩১ সালের ৪ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্ত অনুসারে নজরুল মুক্তিলাভ করেন।[৭৯]

মূল্যায়ন

নজরুল সাহিত্যে ও কবিতায় আলংকারিক প্রাচুর্য, পাঠকের মনে দৃঢ় প্রত্যয় ও মর্মে আবেদন সৃষ্টি করে। তিনি মাঝে মাঝে পরিমার্জন ছাড়াই লিখতেন। তাই, কেউ কেউ তার লেখাকে অহমিকার প্রকাশ বলে সমালোচনা করলেও তিনি আত্মপ্রচারের চাইতে অনেক বেশি আত্ম-সচেতন ছিলেন বলে সবাই মনে করে। তার বিধাতার বিরোধিতার ধৃষ্ঠতা বিধাতার ওপর দৃঢ় বিশ্বাসেরই প্রমাণ। তার কবিতা রুঢ় মনে হলেও স্টাইলের দিক দিয়ে অনন্য। তার সাহিত্যে ফারসি শব্দভান্ডারের ব্যবহার বিতর্কিত হলেও এটা বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। শিশুদের জন্য তাঁর লেখায় শিশুতোষ ভাষা ও কল্পনা শক্তির ব্যবহার, রহস্যময়তা ও উদ্দীপনাময়তা এবং প্রলুব্ধ করার ক্ষমতা শিশু-কিশোরদের খুব সহজেই আকর্ষণ করে। তাই শিশু-কিশোরদের কাছে তার লেখা খুবই জনপ্রিয় এবং অন্যদের কাছে উচ্চ প্রশংসনীয় ।

তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ফোক ভাষা ব্যবহার করেন। তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর কলেবর জুড়ে র‍্যাডিক্যাল ধারণা ও আবেগের প্রবর্তন করেন। বাঙলা সাহিত্য ও কবিতাকে মধ্যযুগীয় অবস্থান থেকে মুক্ত করে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্য,তিনি পন্ডিত ব্যক্তিদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে ১৯৪৫ সালে বাংলা সাহিত্যের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান জগত্তারীনি স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ভারত সরকার ১৯৬০ সালে তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষন পদকে ভূষিত করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের পর তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের উদ্যোগে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কবি নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে এসে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্মানসূচক একুশে পদকও পান। এছাড়া,

[৭৯] ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকা : মুক্তধারা, ফরাসগঞ্জ, ১৯৮৩), ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৫-৭

Dhaka University Institutional Repository

ভারত ও বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাঁর নামে ও স্মৃতিতে উৎসর্গীত।

কবি নজরুলের শেষ জীবন

জনৈক সমালোচক নজরুল সম্পর্কে বলেছিলেন– ঐব যধফ ধষধিুং ঃড় ঃযরহশ ড়ভ যরং হবীঃ সবধষ.[৮০] এ মন্তব্য করা হয়েছিল তাঁর সুস্থ ও উপার্জনক্ষম থাকাবস্থায়। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সে অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের শেষ জীবন (১৯৪২-’৭৬) হচ্ছে একটি দুঃখের উপাখ্যান। এমনকি আর্থিক সঙ্কটের দরুন কবির বড়পুত্র কাজী সানইয়াৎসেন ওরফে সানি (সব্যসাবী) স্নাতক অসম্পন্ন রেখে পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।[৮১] নবযুগে সাংবাদিকতার পাশাপাশি নজরুল বেতারে কাজ করছিলেন। জুলাই ৯, ১৯৪২ সাল। রাত্রি বেলা। স্থান, অল ইণ্ডিয়া রেডিও স্টেশন, কোলকাতা। এখানে ছোটদের আসরে দশ মিনিটের একটি গল্প বলার নিয়মিত অনুষ্ঠানে নজরুল গল্প বলছিলেন। গল্প বলতে গিয়ে নজরুলের জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল এবং তিনি কিছুই বলতে পারছিলেন না। এ লক্ষণ তাঁর কিছুদিন আগে থেকে লক্ষ করা যাচ্ছিল। এতে তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন।[৮২] এরপর তাকে মূলত হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু এতে তার অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। সেই সময় তাকে ইউরোপে পাঠানো সম্ভব হলে নিউরো সার্জারি করা হত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে তিনি মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন। এরপর নজরুল পরিবার ভারতে নিভৃত সময় কাটাতে থাকে। ১৯৫২ সালপর্যন্ত তারা নিভৃতে ছিলেন। ১৯৫২ খৃস্টাব্দে কবি ও কবিপত্নীকে রাঁচির এক মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল নজরুলের আরোগ্যের জন্য গঠিত একটি সংগঠন যার নাম ছিল ‘নজরুল চিকিৎসা কমিটি’। এছাড়া তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি সহযোগিতা করেছিলেন। কবি চার মাস রাঁচিতে ছিলেন।

এরপর ১৯৫৩ খৃস্টাব্দের মে মাসে নজরুল ও প্রমীলা দেবীকে চিকিৎসার জন্য লন্ডন পাঠানো হয়। মে ১০ তারিখে লন্ডনের উদ্দেশ্যে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন ছাড়েন। লন্ডন পৌঁছানোর পর বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তার রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

---

[৮০] তিতাশ চৌধুরী এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (কুমিল্লা: ভিনাস প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অগাস্ট-২৮, ১৯৯০), পৃ. ১০৭-৮

[৮১] মাহমুদ নুরুল হুদা, চিরঞ্জীব নজরুল (ঢাকা : ১৫০ ঢাকা স্টেডিয়াম-দোতলা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৭), পৃ. ২২-৩৭

[৮২] আব্দুল কাদির, যুগকবি নজরুল (ঢাকা: বাংলা একাডেমি), পৃ. ১০৫

এদের মধ্যেছিলেন, রাসেল ব্রেইন, উইলিয়াম সেজিয়েন্ট এবং ম্যাককিস্ক। রাসেল ব্রেইনের মতে, নজরুলের রোগটি ছিল দুরারোগ্য। একটি গ্রুপ নির্ণয় করেছিল যে নজরুল "ইনভল্যুশনাল সাইকোসিস" রোগে ভুগছেন। এছাড়া কলকাতায় বসবাসরত ভারতীয় চিকিৎসকরাও আলাদা একটি গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। উভয় গ্রুপই এই ব্যাপারে একমত হয়েছিল যে, রোগের প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা ছিল খুবই অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত। লন্ডনে অবস্থিত লন্ডন ক্লিনিকে কবির এয়ার এনসেফালোগ্রাফি নামক এক্স-রে করানো হয়। এতে দেখা যায় তার মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব সংকুচিত হয়ে গেছে। ডা. ম্যাককিস্কের মত বেশ কয়েকজন চিকিৎসক একটি পদ্ধতি প্রয়োগকে যথোপযুক্ত মনে করেন যার নামছিল ম্যাককিস্ক অপারেশন। অবশ্য ডা. ব্রেইন এর বিরোধিতা করেছিলেন।

এই সময় নজরুলের মেডিকেল রিপোর্ট ভিয়েনার বিখ্যাত চিকিৎসকদের কাছে পাঠানো হয়। এছাড়া ইউরোপের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও পাঠানো হয়েছিল। জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসার্জন অধ্যাপক রোঁয়েন্টগেন ম্যাককিস্ক অপারেশনের বিরোধিতা করেন। ভিয়েনার চিকিৎসকরাও এই অপারেশনের ব্যাপারে আপত্তি জানান। তারা সবাই এক্ষেত্রে অন্য আরেকটি পরীক্ষার কথা বলেন যাতে মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহগুলির মধ্যে এক্স-রেতে দৃশ্যমান রং ভরে রক্ত প্রবাহগুলির ছবি তোলা হয় (সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রাফি)। কবির শুভাকাঙ্ক্ষীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে ভিয়েনার চিকিৎসক ডঃ হ্যান্সহফের অধীনে ভর্তি করানো হয়। এই চিকিৎসক নোবেল বিজয়ী চিকিৎসক জুলিয়াসওয়েগনার-জাউরেগের অন্যতম ছাত্র। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর কবিকে পরীক্ষা করানো হয়। এর ফলাফল থেকে ড. হফ বলেন যে, কবি নিশ্চিতভাবে পিক্সডিজিজ নামক একটি নিউরন ঘটিত সমস্যায় ভুগছেন। এই রোগে আক্রান্তদের মস্তিকের ফ্রন্টাল ও পার্শ্বীয় লোব সংকুচিত হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন বর্তমানঅবস্থা থেকে কবিকে আরোগ্য করে তোলা অসম্ভব। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা ভিয়েনায় নজরুল নামে একটি প্রবন্ধ ছাপায় যার লেখক ছিলেন ডঃ অশোক বাগচি। তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ভিয়েনায় অবস্থান করছিলেন এবং নজরুলের চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানঅর্জনকরেছিলেন। যাহোক, ব্রিটিশ চিকিৎসকরা নজরুলের চিকিৎসার জন্য বড় অংকের ফি চেয়েছিল যেখানে ইউরোপের অন্য অংশের কোন চিকিৎসকই ফি নেননি। অচিরেই নজরুল ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে আসেন। এরং পরপরই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ভিয়েনা যান এবং ড. হ্যান্স হফের কাছে বিস্তারিত শোনেন।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের সাথে যারা ইউরোপ গিয়েছিলেন তারা সবাই ১৯৫৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর রোম থেকে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

বাংলাদেশে আগমন ও মৃত্যু

১৯৭১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালিদের বিজয় লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ২৪ মে তারিখে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কবি নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কবির বাকি জীবন বাংলাদেশেই কাটে।[৮৩] বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে তার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান সূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একসমাবর্তনে তাকে এই উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকার কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে। একই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারিতে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। একুশে পদক বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্মানসূচক পদক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।[৮৪] এরপর যথেষ্ট চিকিৎসা সত্ত্বেও নজরুলের স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি।১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে কবির সবচেয়ে   ছোট ছেলে এবং বিখ্যাত গিটার বাদক কাজী অনিরুদ্ধ মৃত্যুবরণ করে। ১৯৭৬ সালে নজরুলের স্বাস্থ্যেরও অবনতি হতে শুরু করে। জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে ঢাকার পিজি হাসপাতালে (বর্তমানে বঙ্গ বন্ধু শেখ মজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়)। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৮৫] কবি তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন:

> “মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই,
> যেন গোরের থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই”

এই কবিতায় তার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। তার এই ইচ্ছার বিষয়টি বিবেচনা করে কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী তাঁর সমাধি রচিত হয়। তাঁর জানাজার নামাযে ১০ হাজারের মত মানুষ অংশ নেয়। জানাজা নামায আদায়ের পর রাষ্ট্রপতি সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়াল এডমিরাল এম এইচখান, এয়ারভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদ, মেজর

---

[৮৩] আব্দুল মুকিত চৌধুরী, ‘শেষ সালাম, নজরুল একাডেমি পত্রিকা, ১৯৮৪

[৮৪] আব্দুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৮৫] কাজী রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা (ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৩৯

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল দস্তগীর জাতীয় পতাকামন্ডিত নজরুলের মরদেহ সোহরাওয়ার্দী ময়দান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে নিয়ে যান। বাংলাদেশে তাঁর মৃত্যু উপলক্ষ্যে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালিত হয়। নজরুলের বিখ্যাত সঙ্গীত 'চল্, চল্, চল্, উর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল্' গানটিকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'রণ সঙ্গীত' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুল ইসলাম-এর কাব্য সাধনা ও তাঁর ইসলামী কবিতার বৈশিষ্ট্য

নজরুলের আবির্ভাব বাংলার গণমানুষ তাদের আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল, আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হল, তৃতীয় তাঁর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নজরুল সাহিত্য রচনায় নতুন রূপ ও অভিনব মূর্তি ধারণ করল। বাংলা ভাষায় এক নব্য ইসলামী সাহিত্যের ভিত্তি প্রোথিত হল। আরবি-ফার্সিজাত শব্দ প্রয়োগ করে, ইসলামী ভাবধারার আবহে, মুসলিম উপমা-উৎপ্রেক্ষার আমদানী করে নজরুল এমন একটি সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, যা আজে নানাভাবে অনুকরণ হচ্ছে এবং যা আজো ধ্বনিত হচ্ছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী। নজরুল একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সুরশিল্পী, সঙ্গীত রচয়িতা, ঔপন্যাসিক, গাল্পিক ও নাট্যকার। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি আসন বিশেষ করে বাংলা কাব্যে তিনি বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব এনেছেন। স্বীয় কাব্য সাহিত্যিককে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে নিয়োজিত করেছেন। করাচির বাঙালি পল্টনে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটলেও কিশোর বয়সেই তাঁর সে প্রতিভার দীপ্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নজরুল কিশোর বয়সে পল্লীর সংস্পর্শে এসে 'চাষার রঙ', 'শকুনি-বধ', 'দাতাকর্ণ', 'মেঘনাদ বধ', 'রাজপুত্র', 'কালিদাস', 'বন্দনাগীতি' ইত্যাদি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন।[৮৬] নজরুল যখন সিয়ারসোল স্কুলের ছাত্র (১৯১৫-১৬) তখনই তিনি 'রাজার গড়', 'রাণীর গড়', 'বেদনবেহাগ', 'করুণগাঁথা' প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন।

করাচির সেনানিবাসে বিকশিত তঁর অসামান্য সাহিত্য প্রতিভার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। করাচি থেকে প্রেরিত তাঁর গল্প, কবিতা ও উপন্যাস এ দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সেদিনের রচনায় বাংলার আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদী-ঝরণা, বন-বনানী বিচিত্র সূরে ও সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠে। পল্টন জীবনেই নজরুল 'রিক্তের বেদন' ও 'বাঁধনহারা' রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩২৬ (১৯১৯খৃ.) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ সালের বৈশাখ-চৈত্র (১৯২০-২১খৃ.) এক বছরের মধ্যে নজরুল কবিতা, গান, গল্প, পত্রাপন্যাস ও অনুবাদ-কবিতা রচনায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি

---

[৮৬] নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা যেমন 'বোঁধন' ও 'শাতিল আরব' মোসলেম ভারত পত্রিকার ১৩২৭ সালের জৈষ্ঠ সংখ্যায়, 'বাদলপ্রাতের শরাব' আষাঢ় সংখ্যায়, 'আগমনী' ও 'খেয়াপারের তরণী' শ্রাবণ সংখ্যায়, 'কোরবানী' ভাদ্র সংখ্যায়, 'মোহররম', 'অবেলায়' ও 'ফাতিহা-ই-দোয়াজদহম' আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ফলে নজরুল বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী হন।[৮৭] কবিতাগুলো বাংলা সাহিত্যে এত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন যে, এর কারণেই 'বিদ্রোহী' বা 'কামালপাশা' প্রকাশের পূর্বেই নজরুলকে যথাযোগ্য মর্যাদার অধিকারী করে। এর জন্য নজরুল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও 'মোসলেম ভারত পত্রিকা'র কাছে অনেকাংশে ঋণী।

প্রথমদিকে নজরুলের কবিতা অপেক্ষা ছোটগল্পের দিকেই পাঠকের আকর্ষণ ছিল বেশী। নজরুলের সর্বপ্রথম গল্প 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' জৈষ্ঠ্য, ১৩২৬ 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়।[৮৮] ১৩২৬ সালের ভাদ্র সংখ্যা সওগাতে নজরুলের 'স্বামীহারা' ছোট গল্প, আশ্বিন সংখ্যায় 'কবিতা-সমাধি' কার্তিক সংখ্যায় 'তুর্কী মহিলার ঘোমটা খোলা' প্রবন্ধ, পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে 'আশায়' কবিতা, মাঘ সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় 'ব্যথার দান' ও 'মেহের নিগার' গল্প এবং কার্তিক সংখ্যা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'হেনা' গল্প প্রকাশিত হয়। তা ছাড়াও ১৩২৭ সালের বৈশাখ থেকে কার্তিক এ সাত সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 'বাঁধনহারা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তাই পাঠক মহলে নজরুল 'গল্প লেখক' হিসেবেই প্রথম পরিচিতি লাভ করেন।[৮৯]

গণ মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টায়, শাসক ও শোষকের নির্যাতন বর্ণনায়, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার চিত্রাঙ্গনে, জাতীয়তা বোধের উন্মেষ সাধনে, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির নিরিখে কাব্য রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে ভরিয়ে তুলেছেন। ফরাসি লেখক ভল্টেয়ার ও রুশোর সাহিত্য দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও লেখনীর মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের মুসলিম ও হিন্দু সমাজকে অনুপ্রাণিত করেন। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানান। ইসলামী ঐতিহ্য পুণ:প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম জাতিকে অনুপ্রাণিত করেন। মানুষের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, যৌবন-প্রেম তথা মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে কবিতা লিখেন। এ জন্য তাঁকে 'গণমানুষের কবি'ও বলা হয়।

---

[৮৭] মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাতযুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ১৭

[৮৮] আ ত ম ইসহাক, মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান, ১৯৮৭, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৯-১০

[৮৯] আবদুল কাদির, নজরুল পরিচিতি (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮), পৃ. ২৯২

Dhaka University Institutional Repository

শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, পরাধীনতার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষকে মুক্তি সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে তিনি রচনা করেন 'যুগবাণী', 'রুদ্রমঙ্গল', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'দুরন্ত পথিক', 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙ্গার গান', 'প্রলয় শিখা', 'জিঞ্জির' নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিতা ও গানে পশ্চাদপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হীনমন্য, লক্ষভ্রষ্ট ও নিরাশার আঁধারে আচ্ছন্ন বাঙ্গালী মুসলমানের মনে আশার আলো ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তাঁকে মুসলিম রেঁনেসার অগ্রদূতও বলা যায়।

তাঁর কবিতায় প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের ছাপ পড়েছে। খিলাফত আন্দোলন কালে রচিত কবিতাসমূহ যেমন– 'রণভেরী', 'কামালপাশা', 'আনোয়ার পাশা', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'রীফ সর্দার', আমানুল্লাহ প্রভৃতি কবিতায় মাধ্যমে স্বৈরাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদের আহ্বান জানিয়েছেন। ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে তিনি রচনা করেন 'মানুষ', 'ফরিয়াদ', 'কৃষকের ঈদ', 'শ্রমিক-মজুর-কৃষাণের গাণ', 'চোর-ডাকাত', 'রাজা-প্রজা' প্রভৃতি গান। ইসলামী ঐতিহ্যের স্বরূপ উম্মোচন করেছেন 'শাতিল আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম' ও 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধমে।

বাংলা ১৩২৫ থেকে ১৩৪৮ পর্যন্ত এ বাইশ বছর নজরুলের সাহিত্য জীবন। এ ক্ষুদ্র সময়ে নজরুল রচনা করেন আঠারটি কাব্যগ্রন্থ, তিনটি গল্পের বই, তিনটি নাটক, একটি ছোটদের নাটক, চারটি প্রবন্ধের বই ও চৌদ্দটি গনের বই। ১৯৪২ খৃ. দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত সে কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রকাশের বাহনরূপে কাজ করেছে। সু-সাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের মাসিক 'সওগাত', বাকেরগঞ্জের কবি মোজাম্মেল হকের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের 'মোসলেম ভারত', শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় 'দৈনিক নবযুগ', শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টির সাপ্তাহিক 'লাঙ্গল' মোঃ ফজলুল হকের 'মাসিক নওরোজ', মাওলানা আকরাম খাঁর মাসিক 'মোহাম্মদী', এবং খোদ নিজের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'লাঙ্গল' পত্রিকায় নজরুল সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, পত্রোন্যাস ও গান ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।[৯০]

১৩২৭ সালের বৈশাখ-চৈত্র (১৯২০-২১) এ এক বছরের মধ্য নজরুল কবিতা, গান, গল্প, পত্রোপন্যাস ও অনুবাদ-কবিতা রচনায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি কবিতা যেমন, 'বোধন' ও 'শাতিল আরব' মোসলেম ভারত পত্রিকায় ১৩২৭

[৯০] নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

সালে জৈষ্ঠ্য সংখ্যায়, 'বাদলপ্রাতের শরাব', আষাঢ় সংখ্যায়, 'আগমনী, ও 'খেয়াপারের তরণী', শ্রাবণ সংখ্যায়, 'কোরবানী', মোহররম, অবেলায়, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' ইত্যাদি বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলো বাংলা সাহিত্যে এত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন যে, এর কারণেই 'বিদ্রোহী বা 'কামালপাশা' প্রকাশের পূর্বেই নজরুল যথাযোগ্য মর্যাদার অধিকারী করে। এর জন্য নজরুল 'বঙ্গীয় মুসলি সাহিত্য পত্রিকা' 'মোসলেম ভারত পত্রিকা'র কাছে অনেকাংশে ঋণী।

নজরুলের কবিতা সমাজের দর্পণ। সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কবিতায়। তৎকালীন উপমহাদেশের চলমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব তাঁর কাব্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। পারিবারিক পরিবেশ ও প্রতিবেশীর প্রভাবও লক্ষণীয়। কাজী নজরুল ইসলাম, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী এক সম্ভ্রান্ত সন্তান। ঐতিহ্যগতভাবেই নামায, রোযা ও ইসলামী তাহযিব-তামাদ্দুনের অনুসারী পরিবার হিসেবে কাজী পরিবার স্বীকৃত। তাঁর বাল্যকালের রচিত কবিতায় ইসলামী ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

সমকালীন স্বদেশী আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন, সাম্যবাদ সম্পর্কেও তাঁর কবিতা রয়েছে। যেমন, 'কৃষকের গান', 'শ্রমিকের গান, 'চরকার গান', 'ভাঙ্গার গান', 'ধুমকেতু', 'আনন্দময়ীর আগমনে', 'রক্তাম্বরধারিনী মা', 'জাতের নামে বজ্জাতি', 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', 'বেদুঈনের গান', 'সাম্যবাদী', 'চিত্তনামা', 'ফরিয়াদ' ও 'সর্বহারা' এ জাতীয় কবিতায়।

ইসলামী সাম্যবাদের অনুপ্রেরণায় কবি রচনা করেন 'নকীব', 'সুবহে সাদিক', 'উমরা', 'জগলুল', 'আমানুল্লাহ', 'অগ্রপথিক', 'ঈদ-মুবারক', 'খোশ-আমদেদ', 'তারুণ্যের গান' ইত্যাদি জাগরণমূলক গান ও কবিতা। রচনা করেন হামদ, নাত ও অসংখ্য ইসলামী গান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল্াম-এর জীবন-চরিত, 'মরু-ভাস্কর' এবং পবিত্র কুরআনের বাণী 'কাব্যের আমপারা', রচনার মধ্যদিয়েও তাঁর কবি প্রতিভার স্বাক্ষার রেখেছেন। বিখ্যাত ফার্সি কবি হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের কাব্যের অনুবাদ করেছেন 'দিওয়ানের-ই-হাফিজ' ও 'রুবাইয়্যাত-ই-ওমর খৈয়াম' নাম দিয়ে। এছাড়াও অসংখ্য 'ভক্তিমূলক গান' 'মরমী গান' ও 'শ্যামাসঙ্গীত' রচনার মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যের ঈর্ষনীয় সাফল্য এনে দিয়েছেন।[৯১]

[৯১] শামসুদ্দীন আহমদ, ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
কবির প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা

অগ্নিবীণা (কাব্যগ্রন্থ)

অগ্নিবীণা কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (অক্টোবর, ১৯২২ খৃস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মোট বারোটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি হচ্ছে- 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা', 'আগমণী', 'ধূমকেতু', কামাল পাশা', 'আনোয়ার 'রণভেরী', 'শাত-ইল-আরব', খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী' ও মোহররম'। এছাড়া গ্রন্থটির সর্বাগ্রে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-কে উৎসর্গ করে লেখা একটি উৎসর্গ কবিতাও আছে।

এ গ্রন্থের কবিতাগুলোতে মুসলিম ঐতিহ্য প্রাধান্য পেয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যবাহী কবিতাগুলোতে ত্যাগ ও বীরত্ব, আত্মদান ও আত্মমর্যাদা, শক্তি ও স্বাধীনতার যে রূপ অতীতের গৌরবময় দিনগুলোতে ইসলাম স্থাপন করেছিল, তা অতি সুন্দর ও বলিষ্ঠ ভাষায় কবি কাব্যরূপ দান করেছেন। 'অগ্নিবীণা কাব্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ কোন ঐতিহ্যের পরিচর্যা অপেক্ষা ঐতিহ্যের মিশ্রণ অধিক লক্ষণীয়। এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় পৌরাণিক, সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্র্যের মাহাত্মা উদ্ঘাটনের রূপকে স্বদেশ, সমাজ ও জাতির মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা হয়েছে। যেসব কবিতায় কবির আত্মস্ফূর্তি (বিদ্রোহী) বা প্রকৃতির মাহাত্ম্য (প্রলয়োল্লাস) বর্ণিত হয়েছে, সে সব কবিতাতেও মানব সমাজের সংকট উত্তোরণের প্রয়াস মুখ্য। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের প্রতিটি কবিতাই দীর্ঘ, আবেগ প্রধান নাটকীয়।[৯২]

'দোলন চাঁপা'

দোলনচাঁপা কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) আর্য পাবলিশ হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের আগে ধুমকেতু পত্রিকায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে বিদ্রোহাত্মক কবিতাটি প্রকাশের জন্য তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অভিযুক্ত কবিকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি এক বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করে

[৯২] আব্দুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়। এই সময় দোলনচাঁপা কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়। প্রথম সংস্করণ এই কাব্যগ্রন্থে ১৯টি কবিতা ছিল। সূচিপত্রের আগে মুখবন্ধরূপে সংযোজিত কবিতা "আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে" ১৩৩০ বঙ্গাব্দের (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) জ্যৈষ্ঠ মাসের কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দোলনচাঁপা কাব্যগ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে ৫০ টি কবিতা সংকলিত হয়।

দোলনচাঁপা নজরুলের প্রেম বিষয়ক প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে মোট একুশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলোতে তাঁর প্রেম, ভালোবাসা, কামনা, বাসনা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'দোলন চাঁপায় প্রমিলা বা দোলনা দেবীর সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক অন্যতম মূর্খ আবেগ। 'দোলন চাঁপা' বর্ষার জনপ্রিয় একটি ফুল। নজরুল কাব্যের নামকরণে উক্ত পুষ্পটিকে ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে, প্রথমত 'দোলন চাঁপা' প্রকৃতির একটি সুন্দর উপহার, দ্বিতীয় দোলন চাঁপার সুবাস, তৃতীয়ত কবির প্রেমিকা দোলন দেবীর দোলন চম্পা-কান্তি থেকে এ নামের উৎপত্তি। 'দোলন চাঁপার' 'পূজারিণী' কবিতায় আমরা কবিকে প্রেমের পরিণত ও সার্বজনীন আবেগের পরিচর্যা করতে দেখি। প্রেমের সূক্ষ্মণাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি হৃদয়ে যে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে, দেহে যে জ্বালা ধরায় তার অনাবিল প্রকাশ 'দোলন চাঁপা'র ঐ সব কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়।

'বিষের বাঁশী'

কাজী নজরুল ইসলামের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এটি বাংলা ১৩৩১ সনে (১৯২৪খৃ.) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ২৭টি কবিতা রয়েছে। 'বিশের বাঁশী' কাব্যের অনেক কবিতাই কবির বন্দি ও অনশন জীবনের সৃষ্টি- তাই সে অভিজ্ঞতার ছোঁয়া এ গ্রন্থের কবিতাবলীকে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও জ্বালাময় করেছে। 'বিশের বাঁশী' গ্রন্থে সর্বমোট সাতাশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। যেমন, 'আয়রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম (আবির্ভাব)', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম (তিরোভাব)', 'সেবক', 'জাগৃতি', 'তূর্য নিষাদ', 'বোঁধন', 'উদ্বোধন', 'অভয়–মন্ত্র', 'আত্মশক্তি', মরণ-বরণ, 'বন্দী-বন্দনা', 'বন্দনা-গান', 'মুক্তি-সেবকের গান', 'শিকল-পরার গান', 'মুক্ত-বন্দী', 'যুগান্তরের গান', 'চরকার গান', 'জাতের বজ্জাতি', 'সত্য-মন্ত্র', 'বিজয়–গান', 'পাগল-পথিক', 'ভূত-ভাগানোর গান', 'বিদ্রোহী বাণী', 'অভিশাপ', 'মুক্ত পিঞ্জর', 'ঝড়' ইত্যাদি কবিতা।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তন্মধ্যে দুটি কবিতা ইসলামিক ভাব ও বিষয়ভিত্তিক, অবশিষ্ট সব ক'টিই গান। 'বিষের বাঁশী' কাব্যের মূল চালিকা শক্তি সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশ শাসনের কবল থেকে নিপীড়িত জন্মভূমিকে মুক্ত করা।

'বিষের বাঁশী' কাব্যের সর্বপ্রথম কবিতা 'উদ্বোধন' ১৩২৭ সালের বৈশাখ (এপ্রিল, ১৯২০) সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। অত্র কবিতায় কবি পৃথিবীর অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত মানুষগুলো যাতে নিজ শক্তি সামর্থ ও সাধনাবলে অত্যাচার, নিপীড়ন ও বঞ্চনাকে বিদূরিত করতে পারে এবং পৃথিবীতে উন্নত জাতিরূপে মাথা উঁচু করতে করে দাঁড়াতে পারে বিশ্ববিধাতার কাছে সে শক্তিই কামনা করেছেন।

'বোধন' কবিতাটি ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। এটি বিখ্যাত কবি দিওয়ানে হাফিজ সিরাজীর একটি বিখ্যাত গজল অবলম্বনে রচিত। এখানে কবি অন্ধকার কুপে পরিত্যক্ত হযরত ইউসুফ (আ) কে প্রাপ্তির ন্যায় ভারতবর্ষের হারানো স্বাধীনতাকে পুনঃপ্রাপ্তির কল্পনা করেছেন। কবি এও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও একদিন পুনরুদ্ধার হবেই।

'বিষের বাঁশী' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম'। 'আবির্ভাব ও 'তিরোভাব' শীর্ষ এ দুটি কবিতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম এবং ওফাত নিয়ে লেখা। কবিতা দুটোতো সমকালীন ঘটনাবলীর ছাপ সুস্পষ্ট। এখানে কবি মুসলিম তরুণদের ইসলামী ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। যে মুসলিম জাতি একদিন সমগ্র বিশ্ব শাসন করেছে, তারা আজ এমন অসহায় এ কথা কবিকে ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি মহানবীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে এগিয়ে আসার জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

এখানে কবি এসব কবিতার মাধ্যমে অন্যায়, অসত্য, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মত্যাগের জন্য বীর পুরুষকে এগিয়ে আসার এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শোষকদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

'বিষের বাঁশী' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই বিপ্লবাত্মক এবং ব্রিটিশ বিরোধী। ফলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯২২ সালে বাংলা ফৌজদারী বিধির ৯৯-এ ধারায় সরকার নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ হওয়ার বছর দুয়েকের ভেতরই ১৯২৪ সালের ২২ অক্টোবর 'বিষের বাঁশি' গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়। তবে নিষিদ্ধ করেও বইটির প্রচার বন্ধ রাখা যায় নি। বইটি উপরের মলাট ছাড়াই কলকাতার বিভিন্ন প্রেস থেকে ছাপা হতে থাকে। বিপাকে পরে যায় সরকারি গোয়েন্দার দল। এদিক তরুনদের

Dhaka University Institutional Repository

মাঝে এই নিষিদ্ধ কবিতার বইটি পড়ার উৎসাহও কম নয়। সবার পকেটেই তখন 'বিষের বাশি'।

ভাঙ্গার গান

কবি নজরুল ইসলামের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙ্গার গান' বাংলা ১৩৩১ শ্রাবণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'ভাঙ্গার গান' কাব্য গন্থটি 'অগ্নি-বীণা' ও 'বিষের বাঁশী'র সমপর্যায়ের এবং 'বিদ্রোহী'র সমসাময়িক ১৯২২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রচিত। এ গ্রন্থে মোট এগারটি কবিতা স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে 'ভাঙ্গার গান' 'জাগরণী', 'জেল সুপার বন্দনা', 'আশুপ্রয়াণ' ও 'শহীদী ঈদ' উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি কবিতায় কবি উপনিবেশিক শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানিয়েছেন। কবির মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শাসনের মূলোৎপাটন করা। তাঁর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমগ্র দেশবাসীকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তোলা। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কবিকে কারারুদ্ধ এবং ১৯২৪ খৃ. ১১ সেপ্টেম্বর কাব্যগ্রন্থটি কাজেয়াপ্ত করে। 'জাগরণী' শীর্ষক কোরাস গানটি সম্পর্কে জনাব আফতাব-উল ইসলাম লিখেছেন–

"১৯২১ সনে শ্রীযুত ধীরেন সেন (কাজীর এবং আমাদের সকলের 'রাঙা দা') তখন কুমিল্লা জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কাজী নজরুল কান্দিরপাড় তাঁরই বাড়ীতে থাকেন। প্রিন্স্ অব ওয়েল্সের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে কংগ্রেস-ঘোষিত হরতাল-পালনের জন্য (২১শে নভেম্বর) একটি গান লিখে দেওয়ার অনুরোধ নিয়েই প্রথম তাঁর সাথে দেখা করি 'রাঙা দা'র বাড়ীতে। তিনি তা তো দিলেনই, অধিকন্তু কাঁধে হারমোনিয়াম বেঁধে মিছিলের সঙ্গে তিনি নিজেও গাইলেন :

"ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা দাও
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।"[৯৩]

[৯৩] গুলিস্তাঁ, নজরুল-সংখ্যা; নজরুল-চরিত-মানস, পৃ. ১৫৭

'দুঃশাসনের রক্তপান' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১০ই কার্তিক শুক্রবার ১ম বর্ষের ১৭শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে 'দুঃশাসনের রক্ত' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'শহিদী ঈদ' সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে ছাপা হয়েছিল।

১১ নভেম্বর ১৯২৪ তারিখে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর ব্রিটিশ সরকার কখনো এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি। ভাঙার গানের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৯৪৯-এ। প্রকাশ : সুরেন দত্ত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বরাবর স্ট্যাম্পের লেখা : "সম্পূর্ণ লভ্যাংশ কবির সাহায্যে দেওয়া হইবে।" বর্তমান গ্রন্থে সংস্করণের পাঠ ও ক্রম অনুসৃত হয়েছে।

ছায়ানট

ছায়ানট কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থটি বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলকাতা হতে ১৯২৫ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন ব্রজবিহারী বর্মণরায়। এতে রয়েছে নজরুলের ৫০টি কবিতা। তন্মধ্যে 'বিজয়িনী', 'বেদনা অভিমান', 'হার-মানা-হার', 'চিরন্তনী প্রিয়া'ম 'পরশপূজা', 'অনাদৃতা', 'শায়ক বাঁধা পাখী', 'বিদায়-বেলায়', 'দূরের বন্ধু', 'প্রিয়ার রূপ', স্তব্ধবাদল', 'পূবের হাওয়া' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগ্রন্থের অধিকাংশ গানই প্রেমমূলক।

'ছায়ানটে' সংকলিত অনেকগুলো কবিতায় নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক আর কিছু কবিতায় প্রমীলার সঙ্গে অনুরাগ ছায়াপাত করেছে। 'ছায়ানটে'র কবিতাবলীর সূর ছায়ানট রাগিনীর মতই করুণ ও বেদনাবিধুর। নজরুলের কৈশোর-প্রেমের স্মৃতি, দেওঘরের ভাল লাগার ক্ষণিক মুহূর্ত, দৌলতপুরে নার্গিসের সঙ্গে মিলন ও বিচ্ছেদের আনন্দ ও বেদনা এবং সর্বশেষে প্রমীলার সাথে পূর্বরাগের সূর, সব 'ছায়ানট'-এর কবিতাগুলোর আবেগ ও অভিজ্ঞতা অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশে সজীব। প্রেমের সার্বজনীন আবেগের পরিচর্যা দেখা যায় 'ছায়ানট'-এর 'চৈতী হাওয়া' কবিতায়।

নজরুলের প্রেমে আছে বিষন্নতা, আছে নিঃসঙ্গতা, আছে বেদনাবোধ। তাঁর কবিতায় যেমন আছে বেদনা-কাতরতা তেমনি আছে ঈর্ষার জ্বালা। প্রেমিকার ছলনা-প্রবঞ্চতা, আবেগ-নীচুতা নজরুলের দৃষ্টি এড়ায় না। নারীর ঔদাসীন্য ও নির্মমতা কবিকে অবিশ্বাসী করে তোলে।

পূবের হাওয়া

নজরুলের ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পূবের হাওয়া' বাংলা ১৩৩২ সালে (১৯২৫খৃ.) প্রকাশিত হয়। বারটি প্রণয়মূলক গীতিকাব্য দিয়ে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে 'বাদল-প্রাতের শরাব', 'আশা', 'বেশরম', 'সোহাগ', 'শারাবান তহুরা', 'বিরহ বিদূর' ইত্যাদি প্রধান। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য দিক হল হিন্দি ভাষার মিশ্রণে মদ ও প্রণয়ীকে নিয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত রাত্রী যাপনের আনন্দঘন পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলা।

সাম্যবাদী

কবি নজরুলের অন্যতম 'সাম্যবাদী' পৌষ, ১৩৩২ (ডিসেম্বর, ১৯২৫খৃ.) সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট এগারটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'সাম্যবাদী', 'সাম্য', 'মানুষ', 'পাপ', 'মিথ্যাবাদী', 'রাজাপ্রজা' ও 'কুলি-মজুর' ইত্যাদি প্রধান। সাম্য, সমতা, সৌহাদ্য ও ভ্রাতৃত্ব কবিতাগুলোর মূলমন্ত্র। 'সাম্যবাদী' কবিতাসমূহ শ্রেণি-বৈষম্য বা শ্রেণি সংগ্রামের তুলনায় সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে সমতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে অধিক, যে সাম্যের চেতনা বিশেষ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দর্শন থেকে উৎসারিত নয়। যার উৎসম সাধারণ মানবিকতাবোধ থেকে। 'সাম্যবাদী' কবিতার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় যে, শ্রেণি চেতনামূলক কবিতা ঐ তালিকায় বিশেষ নেই, আল্লহা বা ধর্মকে নাকচ করারও কোন প্রয়াস নেই, বরং বাউল সাধকের মত মানবধর্মের প্রবণতা সেখানে পরিলক্ষিত। 'সাম্যবাদী' কবিতাসমূহে মূলত মানুষের ধর্মীয় ব্যবধান দূরিকরণের কথা বলা হয়েছে। মানুষের হৃদয়কেই শ্রেষ্ঠ ভজনালয়, শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান ও সাধারণ সাধনার পাদপীঠরূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

সর্বহারা

সর্বহারা কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সর্বহারা কাব্যগ্রন্থের দু-একটি কবিতা ছাড়া অধিকাংশই গান। প্রতিটি কবিতা ও গানে রয়েছে এ দেশের মাটি ও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। তুলনামূলকভাবে 'সর্বহারা' গ্রন্থে শ্রেণি-চেতনা স্পষ্ট, তিনি সেখানে কৃষক, শ্রমিক, ধণীবর প্রভৃতি শ্রেণির জন্য গান রচনা করেছেন। 'সাম্যবাদী'র মরমী চেতনা সর্বহারা'তে সহগামী চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

নজরুল ভাগ্য বিড়ম্বিত, শোষিত, বঞ্চিত কৃষকের সক্রিয় হবার আহ্বান জানিয়ে রচনা করেন 'কৃষাণের গান'। আধুনিক সভ্যতা ও স্থাপত্যের নির্মাতা শ্রমিক-মজুরদের আর্থিক

দৈন্যতা লাঘবে অনুপ্রাণিত করেন ‘শ্রমিকের গানে’। ১৮ মার্চ ১৯২৬ খৃ. ফরিদপুরে জেলে ও মৎসজীবীদের সম্মেলনে তিনি ‘ধীবরদের গান’টি আবৃত্তি করেন। তেমনিভাবে ছাত্রদের সম্মেলনে আবৃত্তি করেন ‘ছাত্রদলের গান’। এভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে নজরুল তাঁর কবিতা ও গান রচনা করেছেন।

‘চিত্তনামা’

নজরুলের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ‘চিত্তনামা’ম যা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে ১৯২৬খৃ. প্রকাশিত হয়। পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য চিত্তরঞ্জন দাশের অনন্য অবদান ও ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ নজরুল এ গ্রন্থটি সংকলন করেন। বইটিতে ‘অর্ঘ’, ‘অকাল-সন্ধ্যা’, ‘সান্তনা’, ‘ইন্দ্রপতন’ ও ‘রাজ-ভিখারী’ শিরোনামে পাঁচটি কবিতা স্থান পেয়েছে।

‘ফনি-মনসা’

‘ফনি মনসা’ কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৩৪ সালে (১৯২৭খৃ.) প্রকাশিত হয়। এতে মোট তেইশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়’, ‘দ্বীপান্তরের বন্দিনী’, ‘দীল-দরদী’, ‘সত্য-কবি’, ‘সব্যসাচী’, ‘পথের দিশা’ ও ‘সাবধানী ঘন্টা’ ইত্যাদি। এতে স্বরণীয় কবিতাগুলোর মূলে আছে সাময়িকতার প্রেরণা। ‘ফণি-মনসা’ কাব্যে দেশের স্বাধীনতার পটভূমিকায় হিন্দু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বিভেদ কবির মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষে যেন কবির এক স্বপ্নসৌধ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাই হতাশা ও নৈরাশ্য কোন কোন কবিতায় ছায়াপাত করেছে যা নজরুলকে আগে কখনো দেখা যায়নি।

‘ঝিঙেফুল’

নজরুলের ‘ঝিঙেফুল’ কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৩৩ সালে (১৯২৬খৃ.) প্রকাশিত হয়। এতে মোট চৌদ্দটি শিশু-কিশোর কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ‘খুকি ও কাঁঠবিড়ালী’, ‘খোকার খুশি’, ‘খাঁদু-দাদু’, ‘মা’, ‘খোকার বুদ্ধি’, ‘লিচু চোর’ প্রধান।

Dhaka University Institutional Repository

সিন্দু-হিন্দোল

বাংলা ১৩৩৪ (১৯২৭খৃ.) নজরুলের 'সিন্দু-হিন্দোল' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে কবিতার সংখ্যা উনিশ। অধিকাংশ কবিতাই ১৯২৬ খৃ. কবির বরিশাল ও চট্টগ্রাম সফরকালে রচিত। এ গ্রন্থের স্মরণীয় কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'সিন্ধু', 'গোপন প্রিয়া', 'অনামিকা', 'বিদায় স্মরণে', 'পথের স্মৃতি' ইত্যাদি।

'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্য গ্রন্থের মূল ভাব প্রেম-বিরহ। নজরুলের প্রেমের কবিতায় অতৃপ্ত যৌবন মূখ্য আর উদগ্র কামনায় দীর্ঘশ্বাস বা রক্তিম বেশের ছোঁয়া অনুভব করা যায় 'সিন্দু-হিন্দোল' এর কোন কোন কবিতায়।

'জিঞ্জির'

কবি নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'জিঞ্জির' বাংলা ১৩৩৫ সালে (১৯২৮ খৃ.) প্রকাশিত হয়। এতে মোট ষোলটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলো হচ্ছে– 'সুবহ উম্মীদ', 'নকীব', 'খালেদ', 'অঘ্রানের সওগাত', 'মিসেস এম রহমান', 'খোশ আমদেদ', 'নওরোজ', 'অগ্রপথিক', 'ঈদ মোবারক', 'উমর ফারুক' ইত্যাদি।

'জিঞ্জির গ্রন্থে মূল আবেগ মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম জগতের অতীত ও সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে বর্তমানকে উদ্দীপ্ত করা, জাগ্রত করা, মহিমান্বিত করা। স্বদেশ ও স্বজাতির পরাধীনতার, কুসংস্কারের, ধর্মান্ধতা, কাপুরুষতার, হীনমন্যতার জিঞ্জির বা শৃঙ্খল ছিন্নকরা। এ কাব্যে আরবী ও ফার্সি শব্দ ব্যবহারের যে ঐতিহ্য নজরুল সৃষ্টি করলেন পরবর্তীকালে তা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। 'জিঞ্জির' আধুনিক বাংলা কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য রূপায়নের ধারার পথ-প্রদর্শক।[৯৪]

'প্রলয়শিখা'

'প্রলয় শিখা' কাব্য গ্রন্থটি বাংলা ১৩৩৭ সাল (১৩৯০খৃ.) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট বিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ছয়/সাতটি গানও আছে। 'প্রলয়-শিখা' গ্রন্থের কবিতা সমূহের মধ্যে 'প্রলয় শিখা', 'হবে জয়', 'পূজা অভিনয়', 'যৌবন', 'চাষার গান', 'জাগরণ', 'রক্ততিলক' অন্যতম। কবি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গণবিস্ফোরণের মুহূর্তে 'প্রলয়-শিখা' উদগীরণ করেন। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কবি ছয়

---

[৯৪] কাজী নজরুল ইসলাম, 'জিঞ্জির', আব্দুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, খণ্ড-২, পৃ. ১৬৯

মাস কারাদণ্ডে দন্ডিত হন। অবশ্য 'গান্ধী-আরউইন' চুক্তির শর্তানুসারে তিনি কারাদন্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। জনগণের বিদ্রোহ আর বিপ্লব প্রয়াসকেই কবি 'প্রলয়-শিখা' বলতে চেয়েছেন। 'প্রলয় শিখা গ্রন্থে সমকালীন দেশ-কাল বিশেষত স্বদেশের সমসাময়িক রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ছায়াপাত করেছে।

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'

নজরুলের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ[৯৫]' আষাড় ১৩৩৭ সালে (১৯৩০খৃ.) প্রকাশিত হয়। করাচির বাঙালি পল্টনে থাকাকালে পল্টনের পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের কাছে ফার্সি শিখেন এবং তার থেকে ফার্সি কবিদের বিখ্যাত সব কাব্য গ্রন্থ পড়ে হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের উচ্ছে হয়। সে থেকে তিনি হাফিযের 'দীওয়ান' অনুবাদ করেন। অনুবাদ প্রসঙ্গে গ্রন্থের মুখবন্ধে নজরুল উল্লেখ করেন- "সত্যকার হাফিজকে চিনতে হলে তাঁর গজল-গান-প্রায় পঞ্চশতাধিক পড়তে হয়। তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি পড়ে মনে হয়, এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা। অবশ্য এতেও তাঁর সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শারাব-সাকি তেমনিভাবেই জড়িয়ে আছে।

এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদবুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিশ্ব হলেও এতে সারা আকাশের গ্রহ-তারার প্রতিবিম্ব পড়ে একে রামধনুর কণার মত রাঙিয়ে তুলেছে। হয়ত ছোট বলেই এ এত সুন্দর।

আমি মূল ফার্সি হতেই এর অনুবাদ করেছি। আমার কাছে যে কয়টি ফার্সি 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' আছে, তার প্রায় সব কয়টাতেই পঁচাত্তরটি রুবাইয়াৎ দেখতে পাই। অথচ ফার্সি সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত সমালোচক ব্রাউন সাহেব তাঁর ঐরংঃড়ৎু ড়ভ চবৎংরধহ খরঃবৎধঃঁৎব- এ এবং মৌলানা শিবলী নৌমানী তার 'শেয়রুল-আজম'-এ মাত্র উনসত্তরটি রুবাইয়াতের উল্লেখ করেছেন; এবং এই দুইজনই ফার্সি কবি ও কাব্য সম্বন্ধে ধঁঃযড়ৎরঃু-বিশেষজ্ঞ। আমার নিজেরও মনে হয়, ওদের ধারণাই ঠিক। ... হাফিজকে আমরা কাব্য-রস পিপাসুর দল- কবি বলেই সম্মান করি, কবি-রূপেই দেখি। তিনি হয়তবা সুফি দরবেশও ছিলেন। তাঁর কবিতাতেও সে আভাষ পাওয়া যায় সত্য। শুনেছি, আমাদের দেশেও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতি হাফিজের কবিতা উপাসনা-মন্দিরে আবৃত্তি

[৯৫] হাফিজ শিরাজী যাকে বুলবুল-ই-শিরাজ বলা হয়। ইরানের বিখ্যাত কবি ইরানের সিরাজ নগর। সিরাজেরই মোসল্লা নামক স্থানে বিশ্ববিশ্রুত কবি হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। । (দ্র. আব্দুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০), খণ্ড-৩, পৃ. ১২৮-১৩৩)

করতেন। তবু তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই। তাঁর দর্শন আর ওমর খৈয়ামের দর্শন প্রায় এক।'[৯৬] দীওয়ানে প্রায় পাঁচ শতাধিক কবিতা সংকলিত হয়েছে।

'কাব্যে আমপারা'

১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে (বাং. ১৩৪০) নজরুলের 'কাব্য আমপারা' কলকাতা করীম বখ্শ ব্রাদার্স প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের আল কোরআনের পঠন-পাঠন, মুখস্থকরণ এবং মর্মার্থ সহজবোধ্য করার জন্য নজরুল কোরআনুল কারীমের ত্রিশতম পারা 'আমপারা'র মোট আটাশটি সূরা সরল পদ্যে বঙ্গানুবাদ করেন। শিশু-কিশোররাও যাতে অতি সহজে কোরআন মুখস্থ করতে পারে সে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এ মহান কাজটি সুসম্পন্ন করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেন, "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র কোরআন শরীফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এতদিন তা করে উঠতে পারি নি। বহু বছরের সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে অন্তত পড়ে বুঝবার মতও আরবি, ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কোরআন শরীফের মত মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হত না, যদি আরবি ও বাঙলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোনো যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হতেন।

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য সবকিছু কোরআন মাজীদের মণি মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবি ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা বাঙালি মুসলমানেরা তা নিয়ে অন্ধ ভক্তিভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষায় যে কোন মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাষটুকু জানি। আজ যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোরআন মাজীদ, হাদিস, ফিকাহ প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন তা হলে বাঙালি মুসলমানের তথা বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধারণ করবেন। অজ্ঞান অন্ধকারের বিবরে পতিত বাঙালি মুসলমানদের তারা বিশ্বের আলোক-অভিযানের সহযাত্রী করার সহায়তা করবেন। সে শুভদিন এলে আমার মত অযোগ্য লোক এ বিপুল দায়িত্ব থেকে সানন্দে অবসর গ্রহণ করবে। আমার বিশ্বাস, পবিত্র কোরআন শরীফ যদি সরল বাঙলা পদে অনূদিত হয়, তা হলে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন অনেক বালক-বালিকাও সমস্ত

[৯৬] কাজী নজরুল ইসলাম 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'। মুখবন্ধ। নজরুল রচনাবলী, নতুন সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫ মে ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৫

কোরআন হয়তো মুখস্থ করে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশি কৃতকার্য যে হয়েছি তা বলতে পারিনে, কেননা কোরআন পাকের একটি শব্দও এধার ওধার না করে তার ভাব অক্ষুন্ন রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মত দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানিনে। কেননা আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্তাধীন নয়।

'মরুভাস্কর'

১৯৩০ খৃ. নজরুল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে ইতিহাস ভিত্তিক মহাকাব্য 'মরু-ভাস্কর' লেখা শুরু করেন। প্রথম কবিতা 'অবতরণিকা' ১৩৩৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'সওগাত' পত্রিকায় 'মরু-ভাস্কর' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট আঠারটি কবিতা চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সংকলিত হয়েছে।

নজরুল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে মহানবী (স)-এর আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন, আর কবি জীবনের মধ্যে পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী নিয়ে একটি পূর্ণ কাব্য রচনায় ব্রতী হন। 'মরু-ভাস্কর' নজরুলের অখন্ড কাব্য রচনার প্রথম ও শেষ প্রয়াস। দূর্ভাগ্যবশতঃ কাব্যটি অসমাপ্ত, কাব্য সম্পন্ন হবার পূর্বেই নজরুলের লেখনী নীরব হয়ে যায়। কবি শেষ জীবনে এসে 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যদিয়ে তাঁর কবি জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। পরম বিশ্বাসীরূপে আল্লাহ তায়ালার জয় ঘোষণা ও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যদিয়ে সাহিত্য-জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন।

'শেষ-সওগাত'

নজরুল ইসলামের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'শেষ-সওগাত' ১৩৬৫ সালের বৈশাখ মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট বিয়াল্লিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'শেষ-সওগাত'-এর প্রায় সকল কবিতার বক্তব্য বিষয় কবির সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যা। ব্যতিক্রম শুধু 'নারী' ও 'সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি' কবিতা দু'টি। নারীকে কবি অনুপ্রেরণাময়ী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাকে স্বর্গীয় ফুলের সাথে তুলনা করেছেন। এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই নজরুলের নবযুগের 'সম্পাদক' থাকাকালে রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

‘রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম’

কবি নজরুল ইসলামের ‘রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম[৯৭]’ শীর্ষক ফার্সি চতুষ্পাদি কাব্য গ্রন্থে কাব্যানুবাদ বাংলা ১৩৬৬ সাল (১৯৫৯ খৃ.) প্রকাশিত হয়। এতে মোট উনিশটি রুবাঈ সংকলিত হয়েছে। করাচির বাঙালি পল্টনে থাকাবস্থায় নজরুলের ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের কাব্যানুবাদ ১৩৩৬ সালে পৌষ সংখ্যা ‘সওগাতে’ প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৩৪০ কার্তিক-পৌষ সংখ্যা মাসিক ‘মোহাম্মদী’তে নজরুলের অনূদিত ওমর খৈয়ামের উনষাটটি রুবাঈ’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মূল রুবাইয়াত ফার্সি গ্রন্থের প্রায় এক হাজার রুবাঈ থেকে বাছাই করে মাত্র একশত সাতানব্বইটি রুবাঈ বাংলায় কাব্যরূপ দান করেন।

রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতা হচ্ছে এক ধরনের পদবন্ধ বিশেষ বা ছন্দস্তবক (গবঃৎরপধষ ঝঃধহুধ)। তার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল রয়েছে, তৃতীয় চরণ স্বাধীন বা অমিল। ইরানি আলঙ্কারকরা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশি ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্নতা পায়।

নজরুলও ওমর খৈয়ামের রুবায়াইৎ অনুবাদে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভাব ও ছন্দ এবং মিল বিন্যাসকে তিনি অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, “ওমরের রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতা চতুষ্পদী হলেও তার চারটি পদই ছুটেছে আরবি ঘোড়ার মতো দৃপ্ততেজে সমতালে ভাণ্ডামি, মিথ্যা-বিশ্বাস, সংস্কার, বিধি-নিষেধের পথে ধূলি উড়িয়ে তাদের বুক চূর্ণ করে। সেই উচ্চঃশ্রবা আমার হাতে পড়ে হয়তো বা বজদ্দি ঘোড়লের ঘোড়াই হয়ে উঠেছে। আমাদের গ্রামের কাছে এক জমিদার ছিলেন তাঁর নাম বজদ্দি মোড়ল। তাঁর এক বাগ না মানা ঘোড়া ছিল, সে জাতে অশ্ব হলেও গুণে অশ্বতর ছিল। তিনি যদি মনে করতেন পশ্চিম দিকে যাবেন, ঘোড়া যেত পূর্বদিকে। ঘোড়াকে কিছুতেই বাগ মানাতে না পেরে শেষে বলতেন ‘আচ্ছা চল, এদিকেও আমার জমিদারি আছে।’

ওমরের বোররাক বা উচ্চৈঃশ্রবাকে আমার মতো আনাড়ি হওয়ার যে বাগ মানাতে পারবে, সে ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে ওই বজদ্দি মোড়লের মতো ঘোড়াকে তার ইচ্ছামতো পথেও যেতে দিইনি। লাগাম কষে প্রাণপণ বাধা দিয়েছি যাতে সে অন্য পথে না যায়। তবে এটুকু

---

[৯৭] ওমর খৈয়ামের জন্ম ইরানের নিশাপুর শহরে। তাঁর জন্ম সাল ঠিকমতো জানা যায়নি, এমন কি তাঁর, মৃত্যুর সন ও মোটামুটি ১১২৩ খৃস্টাব্দ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। খৈয়াম ছিলেন গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। অবসর কাটানোর জন্য দৈবেসৈবে চতুষ্পদী লিখতেন। (দ্র. নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, (১৯৮৪))

Dhaka University Institutional Repository

জোর করে বলতে পারি তাঁর ঘোড়া আমার হাতে পড়ে চতুষ্পদী ভেড়াও হয়ে যায়নি প্রাণহীন চারপায়াও হয়নি।[৯৮]

ঝড়’

নজরুলের কাব্যগ্রন্থ ‘ঝড়’ অগ্রহায়ন ১৩৬৭ সালে (১৯৬০খৃ.) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট আটটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ‘উঠিয়াছে ঝড়’, ‘শা-ই-নবাত’, ‘দিওয়ান-ই-হাফিজ’, ‘ক্ষমা করো হযরত’, ‘সাম্পানের গান’ ও অনামিকা উল্লেখযোগ্য।

এ পর্যন্ত কবি নজরুল ইসলামের কাব্য সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হল। কারণ নজরুল বাংলা সাহিত্য জগতে একজন খ্যাতি ‘কবি’ হিসেবেই পরিচিত। যদিও তিনি প্রথমে একজন ‘গদ্য লেখক’ হিসেবে সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। নজরুল গানের পাখি হিসেবেও সমধিক পরিচিত। তঁর অসংখ্য কবিতা, গান ছাড়াও বহু সংখ্যক গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প রয়েছে। যেহেতু আমার মূল উদ্দেশ্য নজরুলের কাব্য সাধনা সম্পর্কে পর্যালোচনা, তাই গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্প ইত্যাদি বিষয়ে নজরুলের অবদান সম্পর্কে গভীর ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করিনি। নিম্নে এক নজরে নজরুলের সাহিত্য-কর্ম: কবিতা ও সংগীত সমূহের কালানুক্রমিক বর্ণনা তুলে ধরা হলো–

অগ্নিবিণা (১৯২২)
ঝিঙেফুল (১৯২৭)
ফণিমনসা (১৯২৭)
সঞ্চিতা (১৯২৮)
সন্ধ্যা (১৯২৯)
চক্রবাক (১৯২৯)
চন্দ্রবিন্দু (১৯৩০)
নতুন চাঁদ (১৯৪৫)
মরু ভাস্কর (১৯৫৭)
সঞ্চয়ন (১৯৫৫)
দোলন-চাঁপা (১৯২৩)
বিষের বাঁশি (১৯২৪)
ভাঙ্গার গান (১৯২৪)

---

৯৮ প্রাগুক্ত।

ছায়ানট (১৯২৫)

চিত্তনামা (১৯২৫)

সাম্যবাদী (১৯২৬)

পুবের হাওয়া (১৯২৬)

সর্বহারা (১৯২৬)

সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৭)

জিঞ্জীর (১৯২৮)

প্রলয় শিখা (১৯৩০)

শেষ সওগাত (১৯৫৮)

ঝড় (১৯৬০)

ছোট গল্প

ব্যাথার দান ১৯২২

রিক্তের বেদন ১৯২৫

শিউলি মালা ১৯৩১

উপন্যাস

বাঁধন হারা ১৯২৭

মৃত্যুক্ষুধা ১৯৩০

কুহেলিকা ১৯৩১

নাটক

ঝিলিমিলি ১৯৩০

আলেয়া ১৯৩১

পুতুলের বিয়ে ১৯৩৩

মধুমালা (গীতিনাট্য) ১৯৬০

ঝড়   (কিশোর কাব্য-নাটক) ১৯৬০

পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে   (কিশোর কাব্য-নাটক) ১৯৬৪

প্রবন্ধ

যুগবানী ১৯২৬

ঝিঙ্গে ফুল ১৯২৬

দুর্দিনের যাত্রী ১৯২৬

রুদ্র মঙ্গল ১৯২৭

ধুমকেতু ১৯৬১

অনুবাদ এবং বিবিধ

রাজবন্দীর জবানবন্দী (গান) ১৯২৩

দিওয়ানে হাফিজ (অনুবাদ) ১৯৩০

কাব্যে আমপারা (অনুবাদ) ১৯৩৩

মক্তব সাহিত্য (মক্তবের পাঠ্যবই) ১৯৩৫

রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম (অনুবাদ) ১৯৫৮[৯৯]

পরিশেষে বলা যায়, কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমনভাবে অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্যবাদ আর বিদ্রোহের জন্য বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয়পটে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তেমনি ইসলামের বিজয় ডঙ্কা উচ্চারণে তাঁর বলিষ্ঠ শব্দগ্রোত মুসলিম সমাজকে আন্দোলিত করেছে। প্রথম জীবনে ধর্মের সাথে তেমন সম্পর্ক না থাকলেও শেষ জীবনে তিনি ধর্মের প্রতি তিনি গভীরভাবে অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন।

[৯৯] নজরুল রচনাবলী (ভলিউম ১-৪, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতার বৈশিষ্ট্য

কোন জাতির একটি রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস এবং সে জাতির সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক প্রেরণার ইতিহাস সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন নয়; কারণ রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কার্যকারণ জড়িত থাকলেও মূলত তা সে জাতির গভীর প্রাণসত্তাকে উদ্ভাসিত করে না। কোন একটি জাতি বলতে শুধু তার লোকসমষ্টিকেই বুঝায় না, ব্যাপক অর্থে সেই লোকসমষ্টির জীবন-দৃষ্টি এবং জীবন-দর্শনকেও বুঝায়। মানসিক পরিপুষ্টির ধারা এবং সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের ধরন-ধারণ এবং গতি-প্রকৃতি থেকে একটি জাতির মানসিক প্রবণতার রূপভেদের প্রশ্নটিও জড়িত, সে কারণে প্রেরণার উৎস অনুসন্ধানের মাধ্যমেই তার জাতিগত প্রবণতা ও জাতীয় চরিত্রের স্বরূপটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

ধর্মীয় চিন্তা ও অনুপ্রেরণা জাতীয় ঐতিহ্যের অনুষঙ্গী, কারণ ধর্মীয় প্রেরণার দ্বারাও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়ে থাকে। ঐতিহ্যের প্রাচীনত্ব যদিও শুধু একটি স্থিতিশীল চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার মধ্যেই নিহিত থাকে না, তবুও ঐতিহ্যের প্রাচীনত্বের মধ্যেই তার গ্রহণ-বর্জনের স্বাক্ষর খুঁজে পেতে হয়।

জাতীয় মানস ও ভাবানুভূতির প্রকাশ-আধার হচ্ছে জাতীয় ঐতিহ্য; সুতরাং জাতীয় মানসের ব্যাপ্তি ও গভীর অভিব্যঞ্জনা ঐতিহ্যের সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়েই ঘটতে পারে। ঐতিহ্য হচ্ছে স্তরে স্তরে সঞ্চিত সম্পদ; এক যুগের অর্জিত সম্পদ পরবর্তী যুগে ঐতিহ্যের সম্ভারে পরিণত হয় এবং তা ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সেতু-বন্ধনের কাজ করে। প্রগ্রতি ও অগ্রগতির জন্যেই এই সেতু-বন্ধন অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য।

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের এই প্রসারধর্মিতা সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও বেগবান। মুসলিম সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত প্রেরণার মূলে রয়েছে ইসলামী আদর্শের প্রাণবন্ত ধারা। তাই মুসলিম রচিত সাহিত্যধারায় এই আদর্শের রূপায়ণ প্রয়াস সর্বযুগেই লক্ষ্য করা গেছে। সাময়িক প্রতিকুল পরিবেশ এবং সমকালীন ঘটনাবর্তের আবর্তের বাঁকে পড়ে সে প্রায় কখনো কখনো সম্ভাবনাময় করে তোলে এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তার মন ও মানস নতুন অভিব্যক্তিরূপেই ধরা দেয়। ইসলামের শাশ্বত জীবনাদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবেদ এবং

Dhaka University Institutional Repository

তার সার্বজনীন আবেদন দেশীয় প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সর্বত্রই প্রসারিত হয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বয় সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে।[১০০]

ধর্মীয় উত্তরাধিকারের সঙ্গে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কারণ ধর্মীয় প্রেরণা সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উৎস। মুসলিম সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত প্রেরণার মূলে রয়েছে ইসলামী আদর্শের প্রাণবন্ত ধারা। তাই মুসলিম রচিত সাহিত্য ধারায় এই আদর্শের রূপায়ণ প্রয়াস সর্বযুগেই লক্ষ্য করা গেছে। ইসলামের শ্বাশত জীবনাদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবেদ এবং তার সার্বজনীন আবেদন দেশীয় প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সর্বত্রই প্রসারিত হয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বয় সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী জীবনাদর্শের রূপায়ণের ক্ষেত্রেও এই প্রসারধর্মিতা এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয় প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার মূলত ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ ও মুসলিম সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকার।

সপ্তম শতকে বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের সময় থেকে ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে এক নতুন জীবন-চেতনা ও ভাব-বিপ্লব সংঘটিত হয়। বাংলাদেশের সাহিত্য ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগীয় মুসলিম কবিদের লেখায় আমরা ইসলামী মানবিকতা এবং মুসলিম ঐতিহ্য-চেতনা লক্ষ্য করি। পরবর্তীকালে রচিত বাউল গান, লোক-গীতি এবং বিশাল পুঁথি সাহিত্যে তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। আধুনিক যুগে মীর মোশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, মুনশী মেহেরুল্লাহ, মোহাম্মদ নজিবর রহমান, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখের রচনাতেও এর পরিচয় মেলে। এ সময় পাশ্চাত্য শিল্প-সভ্যতার প্রভাবে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যে নবজাগরণের সাড়া পড়ে যায়, অল্প কিছুকাল পরে মুসলিম সমাজেও তেমনি নবজাগরণের উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। এ সময়ের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই প্রধানত জাতীয় পুনর্জাগরণের চেতনা ধারণ করে লেখনি পরিচালনা করেন। কাজী নজরুল ইসলাম এদের সার্থক উত্তরসূরি এবং বলাবাহুল্য বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁর প্রধান প্রাণ-পুরুষ নজরুলের জীবন-পরিবেশও মুসিলম নবজাগরণের চেতনা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। ছেলেবেলায় আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা শেখার সাথে সাথে তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন করেন। মুসলিম

---

[১০০] মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৩), পৃ. ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাধারা এবং ঐতিহ্যিক চেতনা এ সময় থেকেই নজরুল-মানসে সঞ্চারিত হয়। নিঃসন্দেহে নজরুল ধর্মীয় বিষয় ব্যবহারে এবং ভাষার নতুন রূপরীতির প্রতিষ্ঠায় মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের রচনা থেকে প্রভূত অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন।

আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে নজরুলের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি অতীতের গৌরবময় অধ্যায় থেকে নতুন কালের অগ্রযাত্রার পাঠ নিয়েছেন, বতমান ও আত্মসম্বিৎহীন মুসলিম জাতিকে নতুন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। শুধু জাতিগত প্রেরণার ক্ষেত্রেই নয়, কাব্যের সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টির ব্যাপারেও নজরুলের কালসচেতনতা কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সচেতনতার ফলেই তিনি কাব্যের বহিরঙ্গ সৃষ্টিতে মুসলিম সমাজে প্রচলিত শব্দ-সম্ভারের অনুবর্তী হয়েছেন। কাব্যের বহিরঙ্গ নজরুলের কৃতিত্ব আরবি-ফার্সি শব্দের অবাধ এবং অকুণ্ঠ সংযোজনায়। এগুলোর ভাবানুসঙ্গ মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতিবিজড়িত। তার কিছু বাঙালি মুসলমানের দৈনন্দিন ব্যবহারিক সম্পদ থেকে আহরিত। কিছু তাঁর জ্ঞানার্জিত শব্দভাণ্ডার থেকে চয়ন করা। কবির একমাত্র লক্ষ্য ছিল সেগুলোর প্রয়োগ যেন যথাযথ হয়, ললিত হয়; ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় পাঠকের মন কেড়ে নিতে পারে। শব্দের বিস্ময় ধ্বনিগত সমারোহ কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ নিরপেক্ষ ধ্বনি বিস্তারে পর্যন্ত সমর্থ হয়েছে।”[১০১]

তৎকালে মুসলিম সমাজে অন্তঃসলিলার ন্যায় প্রবহমান নবজাগরণের চেতনা নজরুলকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। বিশেষত ইসলামের প্রথম যুগের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস এবং ইসলামের মহান নবী-সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ (সা.) এবং তার অনুপম চরিত্র-মাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ খোলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরামের উন্নত, মহৎ জীবনাদর্শ নিঃসন্দেহে তার সাম্যবাদী প্রেরণার প্রধানতম উৎস। নজরুলের সমগ্র কাব্য আলোচনা করলে দু’টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি ইসলামীভাবে উদ্দীপ্ত মুসলিম নবজাগরণের অগ্নিসম্ভব কবি-পুরুষ, আরেকটি আদর্শ-চেতনাহীন সাধারণ সংবেদনশীল কবি নজরুল। এ দু’টি ক্ষেত্রেই তার অবদান অবিস্মরণীয় ও মহিমময় ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। একটি তার প্রাণ-সত্তাকে নবরূপে বিকশিত করেছে, আরেকটি তার উদার মানবিক চিত্তকে উদ্বোধিত করেছে– মানুষের প্রতি মানবিক কর্তব্য পালনে তার মধ্যে বৃহত্তর কল্যাণের অনুভূতি জাগ্রত করেছে। এ দু’টিকে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে বিচার করার কোন অবকাশ নেই।

নজরুলের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মুসলমান লেখকরা ছিল কোণঠাসা, দুর্বল, প্রতিরুদ্ধ সংখ্যালঘু; নজরুলের আবির্ভাব একদিনে তুললো তাদের আত্মবিশ্বাসী,

---

[১০১] মুনীর চৌধুরী, নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ, নজরুল পরিচিতি, পৃ. ১৭৪-১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত, আক্রমণকারী সংখ্যাগুরু। নজরুল একদিন বিনা নোটিশে 'আল্লাহু আকবর' তকবীরের হায়দারী হাঁক মেরে ঝড়ের বেগে এসে বাংলা সাহিত্যের দুর্গ জয় করে বসলেন। মুসলিম-বাংলার ভাঙ্গা কিল্লায় নিশান উড়িয়ে দিলেন। একদিনে দূর করে দিলেন মুসলিম বাংলার ভাষা ও ভাবের হীনমন্যতা। মনের দিক থেকে জাতীয় জীবনেও এ একটা বিপ্লব। এ বিপ্লবের একমাত্র ইমাম নজরুল ইসলাম।[১০২]

নজরুল যেমন সমাজের বিষফোঁড়াসমূহে সুচ ঢুকিয়ে গুঁতা দিয়েছেন, তেমনি ইসলামী ভাবধারার মর্মমূলে জাতিকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন বারংবার। তাঁর অসংখ্য কবিতায় ইসলামী চেতনা ও ঐতিহ্যের ছাপ দৃশ্যমান। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলার আগে নজরুল মুসলিম জাতিকে দিয়েছেন অসংখ্য কবিতা, ইসলামী গযল, হামদ, নাত। যা দিশাহীন নাবিককে দেখিয়েছিল পথ, ভীরুর প্রাণে সঞ্চারিত করেছিল বাঁচার আশা, ঘুমন্ত মানুষকে দিয়েছিল জাগরণের চেতনা। তাইতো নজরুল আজ বাঙালী মুসলিম জাতির চেতনার উৎসে পরিণত হয়েছেন। 'জিঞ্জীর' কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'ঈদ মোবারক' যেখানে নজরুল মুসলিম সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। ঈদ এমন এক উৎসব যেখানে মুসলিম জামাত সকল বাঁধা, শঠতা ভুলে গিয়ে এক কাতারে শামিল হয়। তিনি বলেন,

ইসলামে বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ দুখ সম-ভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই।

বড়-ছোট, ধনী-গরীবের ব্যবধান ইসলাম কখনও মেনে নেয়না, বরং ছোট-বড়র মধ্যে এক চমৎকার সহাবস্থান সৃষ্টিতে ইসলাম বদ্ধপরিকর। নজরুল এ বিষয়টিকেই মূল লাইটহাউস ধরে তাঁর কলমের ছোঁয়ায় মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন অসংখ্য সাহিত্যকর্ম। তিনি বলেন,

আজি ইসলামী-ডঙ্কা গরজে ভরি' জাহান,
নাহি বড় ছোট-সকল মানুষ এক সমান ॥

ঈদ হল মুসলিম জাতির আত্মার মিলন, এই ঈদে ধনী গরীব সকলের আনন্দ করার অধিকার রয়েছে। ইসলাম শান্তির ডালি নিয়ে গরীব ধনী সকলের গৃহে আনন্দের প্লাবন বইয়ে দেয়। ধনী যেমন যাকাত দিবে, আর গরীব মুসলিম সেটা গ্রহণ করে সকলে মিলে আনন্দের স্রোতধারায় ভেসে যাবে। নজরুল যাকাতের ইঙ্গিত দিয়ে তাইতো বলেন,

বুক খালি ক'রে আপনারে সাজ দাও যাকাত,
ক'রো না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত!

---

[১০২] আব্দুল মুকীত চৌধুরী, নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯৫), ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমদের করুণ অবস্থা দেখে নজরুল মর্মাহত হয়েছিলেন প্রবলভাবে। একইভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন এক আমেরিকান নও-মুসলিম, তিনি বলেছিলেন, 'মেঘ যেমন সূর্যকে আড়াল করে রাখে, মুসলমানরাও তেমনি ইসলামকে আড়াল করে রেখেছে'। মুসলমানরা আজ মেরুদন্ডহীন প্রাণীতে পরিণত হয়েছে, এখন তাদের লেজে-গোবরে অবস্থা। বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাড'শকে একবার তাঁর এক খ্রিষ্টান বন্ধু বলেছিলেন যে, 'আপনি ইসলামের প্রতি যখন এতই অনুরক্ত তখন ইসলাম গ্রহণ করলেন না কেন?' তিনি বলেছিলেন, 'আমি এই ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি কিন্তু কোথায় সেই মুসলিম সমাজ যেখানে প্রকৃত মুসলমান হয়ে আমি বসবাস করতে পারব'? নজরুলও আক্ষেপ কম করেননি, তিনি বলেছিলেন-

'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান।
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাহার জীবন-মৃত্যু জ্ঞান'।।

মুসলমানদের মুনাফেকী চরিত্র দেখে নজরুল আক্ষেপ করে বলেছিলেন,

''খালেদ!খালেদ! সবার অধম মরা হিন্দুস্তানী,
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি!
সকলের শেষে হামাগুড়ি দিই,-না, না, ব'সে ব'সে শুধু
মুনাজাত ক'রি, চোখের সুমুখে নিরাশ সাহারা ধূ ধূ!
দাঁড়ায়ে নামাজ প'ড়িতে পারিনা, কোমর গিয়াছে টুটি,
সিজদা করিতে 'বাবাগো' বলিয়া ধূলিতলে পড়ি লুটি'!
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল-মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লা ভুলিয়া বলি, ''প্রভু মোর তুমি ছাড়া কেউ নাই''।

মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে নিঃশঙ্কচিত্তে নজরুল গেয়েছেন,

'আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ; যাঁহার তারিফ জগৎময়।।
আমার কিসের শঙ্কা,
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।।
আলাহু আকবর' ধ্বনি
আমার জিহাদ-বাণী।।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জাতি যুগের পর যুগ পরাধীন থেকেছে, শোষণের সহজ শিকার হয়েছে ব্রিটিশ বেনিয়াদের কাছে। আর নজরুল উৎসাহ জুগিয়েছেন এইসব পথভোলা মানুষদেরকে, জাতিসত্তা আর সাম্যের গান শুনিয়েছেন বারংবার। তাঁর ভাষায়-

‘ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।।
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি’ক ইসলাম,
সত্য যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।
আমীরে ফকিরে ভেদ নাই, সবে ভাই, সব এক সাথী।।
আমরা সেই সে জাতি’॥

ইসলামে নারীর মর্যাদা পুরুষের সমান, এটা নজরুলও প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়-

‘নারীকে প্রথম দিয়াছি মুক্তি, নর-সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার
আঁধার রাতের বোরখা উতারি এনেছি আশার ভাতি-
আমরা সেই সে জাতি’।।

মুসলিম জাতি দিশা হারিয়ে দিগ্বিদিক ছুটে চলেছে শুধুমাত্র নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে না জানার কারণে। অলস মুসলিম জাতির হীনমন্যতা, আন্তঃকলহ ও সঠিক আক্বীদা-আমল থেকে বিচ্যূত হয়ে শিরক-বিদ‘আতে লিপ্ত হওয়ার অদ্ভুত মহড়া দেখে ব্যথিত কবি তাই লেখেন ‘খালেদ’ শিরোনামে এক বিশাল কবিতা। এই কবিতায় তিনি লিখেছেন,

তাওহীদের হায় এ চির সেবক + ভুলিয়া গিয়াছো সে তাকবীর
দূর্গা নামের কাছাকাছি প্রায় + দরগায় গিয়া লুটাও শীর
ওদের যেমন রাম নারায়ণ + মোদের তেমন মানিক পীর
ওদের চাউল ও কলার সাথে + মিশিয়া গিয়াছে মোদের ক্ষীর
ওদের শিব ও শিবানির সাথে + আলী ফাতেমার মিতালী বেশ
হাসানরে করিয়াছি কার্তীক আর + হোসেনরে করিয়াছি গজ গনেশ
বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে + আমরা তখনও বসে,
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি + ফেকা ও হাদিস চষে!
হানাফী ওহাবী লা-মজহাবীর + তখনো মেটেনি গোল,

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

এমন সময় আজাজিল এসে + হাঁকিল ‘তলপী তোল’!
ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি + বাহিরের দিকে তত
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি + গরু ছাগলের মত!

নজরুল পবিত্র কালামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এর ফযীলতের কথা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন-

কালেমা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি।
ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি।।
ঐ কলেমা জপে যে ঘুমের আগে,
ঐ কলেমা জপিয়া যে প্রভাতে জাগে,
দুখের সংসার সুখময় হয় তার-
মুসিবত আসে না কো, হয় না ক্ষতি।।

নজরুল ভীরু-কাপুরুষ হয়ে পড়া মুসলিম জাতির মাঝে কিভাবে সাহসের সঞ্চার করেছেন তা উপলব্ধি করা যায় তাঁর একটি গানের মধ্যে-

উঠুক তুফান পাপ-দরিয়ায়-
আমি কি তায় ভয় করি
পাক্কা ঈমান-তক্তা দিয়ে
গড়া যে আমার তরী।।
দাঁড় এ তরীর নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত,
উঠুক না মেঘ, আসুক বিপদ-যত বজ্রপাত,
আমি যাব বেহশত-বন্দরেতে রে
এই যে কিশতীতে চড়ি।।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটা স্তম্ভ হল যাকাত। যাকাত ধনী ও গরীবের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। সমাজের মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যাকাত প্রদানের কোন বিকল্প নেই। আজ ধনী যদি তার যাকাত সময়মত পরিশোধ করত তাহলে মানুষের দরিদ্রতা অনেকাংশে কমে যেত। মানুষকে যাকাত প্রদানে উৎসাহ দিয়ে ইসলামী রেনেসাঁর কবি নজরুল বলেছেন-

দে জাকাত দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।
তোর দিল্ খুলবে পরে, অরে আগে খুলুক হাত।।
দেখ পাক কোরআন, শোন নবীজীর ফরমান

Dhaka University Institutional Repository

ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান।
তোর একার তরে দেননি খোদা দৌলতের খেলাত্।।
তোর দর-দালানে কাঁদে ভুখা হাজারো মুসলিম,
আছে দৌলতের তোর তাদেরও ভাগ-বলেছেন রহীম।
বলেছেন রহমানুর রহীম, বলেছেন রসুলে করীম,

মুসলিম উম্মাহ্ আজ বিভিন্ন দল, মত, ইজম, মতবাদে ক্ষত-বিক্ষত। মুখে মুখে আল্লাহর আধিপত্য স্বীকার করলেও তারা ইসলামের রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ না করে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে আজ। আজ মুসলিম জাতি রজ্জু ধরেছে আমেরিকার, রাশিয়ার, ব্রিটেনের, কেউ আবার রজ্জু ধরেছে তন্ত্র-মন্ত্র কিংবা মানব রচিত বস্তাপঁচা গলিত মতবাদসমূহকে। ফলে তারা পরিণত হয়েছে এক দুর্দশাগ্রস্ত জাতিতে। তাই কবি দুঃখ করে বলেছেন-

জাগে না সে জোশ ল'য়ে আর মুসলমান
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান।।
নাহি সাচ্চাই সিদ্দিকের,
উমরের নাহি সে ত্যাগ আর,
নাহি সে বেলালের ঈমান,
নাহি আলীর জুলফিকর,
নাহি আর সে জেহাদ লাগি বীর শহীদান।।
নাহি আর বাজুতে কুওত্,
নাহি খালেদ মুসা তারেক,
নাহি বাদশাহী তখত্ তাউস
ফকির আজ দুনিয়ার মালেক,
ইসলাম কেতাবে শুধু, মুসলিম গোরস্থান।।

আধুনিক মুসলিমদের স্পন্দন ধমনীতে ইসলামী শৌর্য-বীর্যের তপ্ত রক্ত প্রবাহের গতিবেগ সঞ্চারের মহান উদ্দেশ্যে এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার আহবান জানিয়ে নজরুল লিখেছেন-

বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওয়াত এসেছে নয়া জমানার

ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান।।
মুখেতে কলেমা, হাতে তলোয়ার,
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া ইশক্ আল্লার
চল্ আগে চল্ বাজে বিষাণ।
আবার তিনি বলেছেন-
ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর,
তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর
মগরেবের আজ শুনি আজান।
জামাত্ শামিল হও রে এশা-তে
এখনো জামাতে আছে স্থান।।

মুসলিম জাতি আজ ঘুমিয়ে আছে সুপ্ত পুষ্প কুঁড়ির মত। এখন সময় তার জেগে ওঠার। প্রবল ইচ্ছাশক্তির টানে নজরুল আহবান জানিয়েছেন পিছিয়ে পড়া শেষের বেঞ্চের মুসলিমদেরকে। তিনি বলেন-

আনো আলীর শৌর্য, হোসেনের ত্যাগ,
ওমরের মতো কর্মানুরাগ,
খালেদের মতো সব অসান্য
ভেঙে করো একাকার।।
ইসলামে নাই ছোট বড় আর
আশরাফ আতরাফ,
এই ভেদ জ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে
করো মিসমার সাফ।
চাকর সৃজিতে চাকুরী করিতে
সহিবে না আজও আর।।
কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন-
ইসলাম আসে নাই পৃথিবীতে?
এ জুলুম সহে নি ক ইসলাম,
মরিবে ক্ষুধায় কেহ নিরন্ন,

স্বজাতির প্রতি খেদোক্তি করার সাথে সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা সমালোচনার ঝড় তোলে তাদের বিরুদ্ধেও তিনি কামান দাগতে ভুলেননি। 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ' কবিতায় তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে-

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিব সাম্য শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ।
উহারা চাহুক সংকীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অবেদ।
উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহীদী দর্জা চাই;
নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই!
ওরা মরিবেনা, যুদ্ধ বাঁধিলে ওরা লুকাইবে কচুবনে,
দন্ত নখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অঙ্গনে ।
ওরা নির্জীব জীব নাড়ে তবু শুধু স্বার্থ ও লোভবশে,
ওরা জিন, প্রেত, যজ্ঞ, উহারা লালসার পাঁকে মুখ ঘষে ।
মোরা বাংলার নব যৌবন, মৃত্যু সাথে সঞ্চরী,
উহাদের ভাবি মাছি পিপীলিকা, মারি না ক তাই দয়া করি।
মানুষের অনাগত কল্যাণে উহারা চির অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসীরাই শয়তানী-চেলা ভ্রান্ত-দ্রষ্টা ভুল-ভাষী।
ওরা বলে, হবে নাস্তিক সব মানুষ, করিবে হানাহানি ।
মোরা বলি, হবে আস্তিক, হবে আল্লাহ মানুষে জানাজানি।
উহারা চাহুক অশান্তি; মোরা চাহিব ক্ষমা ও প্রেম তাহার,
ভূতেরা চাহুক গোর ও শ্মশান, আমরা চাহিব গুলবাহার!
আজি পশ্চিম পৃথিবীতে তাঁর ভীষণ শাস্কি হেরি মানব
ফিরিবে ভোগের পথ ভয়ে, চাহিবে শান্তি কাম্য সব।
হুতুম প্যাঁচারা কহিছে কোটরে, হইবেনা আর সূর্যোদয়,
কাকে আর টাকে ঠোকরাইবেনা, হোক তার নখ চঞ্চু ক্ষয়।
বিশ্বাসী কভু বলেনা এ কথা, তারা আলো চাই, চাহে জ্যোতি;
তারা চাহে না ক এই উৎপীড়ন এই অশান্তি দুর্গতি।
দাঙ্গা বাঁধায়ে লুট করে যারা, তারা লোভী , তারা গুন্ডাদল
তার দেখিবেনা আল্লাহর পথ চিরনির্ভয় সুনির্মল ।

ওরা নিশিদিন মন্দ চায়, ওরা নিশিদিন দ্বন্দ্ব চায়,
ভূতেরা শ্রীহীন ছন্দ চায়, গলিত শবের গন্ধ চায়!
নিত্য সজীব যৌবন যার, এস এস সেই নৌ-জোয়ান
সর্বক্লৈব্য করিয়েছে দূর তোমাদেরই চির আত্মদান !
ওরা কাঁদা ছুড়ে বাধা দেবে ভাবে-ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ,
মোরা ফুল ছড়ে মারিব ওদের, বলিব- ‘‘আল্লাহ জিন্দাবাদ’’

অনুরূপভাবে মৌলভী তরিকুল আলম কাগজে এক প্রবন্ধ লিখে বললেন কুরবানীতে অকারণে পশু হত্যা করা হয়, এমন ভয়াবহ রক্তপাতের কোন মানে নাই। নজরুল তার জওয়াবে লিখলেন ‘কোরবানী’ কবিতা। তাতে তিনি বললেন-

ওরে, হত্যা নয়, এ সত্যগ্রহ শক্তির উদ্বোধন,
দুর্বল ভীরু চুপ রহো, ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন।
-এই দিনই মীনা ময়দানে
-পুত্র স্নেহের গর্দানে
-ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে
রেখেছে আববা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্র পণ,
ছি,ছি, কেঁপো না ক্ষুদ্র মন।

এভাবে ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আমল-আক্বীদা, শৌর্য-বীর্য নিয়ে অত্যন্ত শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। পরিশেষে এখানে আমরা একটি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখব নজরুল তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কতগুলো ইসলাম কি কি বিষয়ক লেখা লিখেছেন-

- ‘মোসলেম ভারত’-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতাটি ছিল ‘শাত-ইল আরব’ (মে,১৯২০)।
- ২য় কবিতা ‘খেয়াপারের তরণী’ (জুলাই ১৯২০)।
- ‘কোরবানী’ ছাপা হয় ১৩২৭-এর ভাদ্রে (আগস্ট, ১৯২০)।
- ‘মহরম’ ছাপা হয় ১৩২৭-এর আশ্বিনে (সেপ্টেম্বর ১৯২০)।
- ১৯২২-এর অক্টোবরে নজরুলের যে ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্য প্রকাশিত হয় তার ১২টি কবিতার মধ্যে ‘প্রলয়োল্লাস’, ‘বিদ্রোহী’, ‘রক্তস্বরধারিণী মা’, ‘আগমনী’, ‘ধূমকেতু’ এই পাঁচটি কবিতা বাদ দিলে দেখা যায় বাকি ৭টি কবিতাই মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কিত (১৯২২)।

- আরবী ছন্দের কবিতা (১৯২৩)।
- ১৯২৪-এ প্রকাশিত তাঁর 'বিষের বাঁশীর প্রথম কবিতা 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' (আবির্ভাব-তিরোভাব) (১৯২৪)
- 'খালেদ' কবিতা (১৯২৬)
- 'উমর ফারুক' কবিতা সওগাতে প্রকাশিত (১৯২৭)
- 'জিঞ্জির' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ (১৯২৮)
- 'রুবাইয়াত ই হাফিজ প্রকাশ (১৯৩০)
- কাব্য আমপারা (১৯৩৩)
- 'জুলফিকার' ইসলামিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ (১৯৩২)
- মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা' ও 'যাবি কে মদিনায়' নাত এ রসুল প্রকাশ (১৯৩৩)
- 'তওফীক দাও খোদা' ইসলামী নাত-এ-রাসুল প্রকাশ (১৯৩৪)
- মক্তব সাহিত্য প্রকাশ (১৯৩৫)
- ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে 'বাংলার মুসলিমকে বাঁচাও' অভিভাষণ পাঠ (১৯৩৬)
- 'সেই রবিউল আউয়ালের চাঁদ' নাত-এ-রাসুল প্রকাশ (১৯৩৭)
- 'ওরে ও মদিনা বলতে পারিস' নাত এ-রাসুল প্রকাশ (১৯৩৮)
- 'দীওয়ান-ই-হাফিজ'-এর ৯টি গজল অনুবাদ এবং নির্ঝর' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ (১৯৩৯)
- নতুন চাঁদ (১৯৩৯)
- 'খোদার রহম চাহ যদি নবিজীরে ধর' নাত-এ-রাসুল প্রকাশ (১৯৪০)
- 'মরুভাস্কর' (অসুস্থ হবার পরে প্রকাশিত ১৯৫০)
- 'রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম (১৯৫৮)

কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান :

১. নজরুল বাংলা ভাষায় সর্বাধিক 'হামদ-নাত'-এর রচয়িতা।

২. গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে নজরুলের হামদ-নাত যখন বের হতো, তখন মাঝে মাঝে রেকর্ডের ওপর 'পীর-কবি নজরুল' লেখা থাকত।

৩. বাংলা ভাষায় যারা হামদ-নাত রচনা করে গেছেন, তাদের মধ্যে একই সাথে হিন্দু এবং ইসলাম ধর্ম উভয় বিষয়ে পারদর্শী কেউ ছিলনা, একমাত্র ব্যতিক্রম নজরুল।

৪. একাধিক আরবী-ছন্দ নিয়ে নজরুলের অসংখ্য কবিতা আছে, বাংলা ভাষার আরও এক প্রতিভাবান কবি ফররুখ আহমদ এ বিষয়ে কারিশমা দেখাতে পারেননি।

৫. ইরানের কবি হাফিজ আর ওমর খৈয়ামের যতজন 'কবি' অনুবাদক আছেন তার মধ্যে নজরুল একমাত্র মূল ফারসি থেকে অনুবাদ করেছেন, বাকী সবাই ইংরেজি থেকে।

৬. 'ফারসি' এবং 'আরবী'তে নজরুল-এর জ্ঞান ছিল পান্ডিত্যের পর্যায়ে।

৭। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে 'ইসলামি গান' নজরুলের পূর্বে আর কেউ গায়নি।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম (১৯২০-১৯৪১) থেকে শেষ পর্যন্ত নজরুল অজস্র ধারায় ইসলাম বিষয়ক লেখা লিখে গিয়েছেন উপরের পরিসংখ্যান সেটাই প্রমাণ করে।

পরিশেষে এতটুকুই বলা যায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমনভাবে অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্যবাদ আর বিদ্রোহের জন্য বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয়পটে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তেমনি ইসলামের বিজয় ডঙ্কা উচ্চারণে তাঁর বলিষ্ঠ শব্দস্রোত মুসলিম সমাজকে আন্দোলিত করেছে। প্রথম জীবনে ধর্মের সাথে তেমন সম্পর্ক না থাকলেও শেষ জীবনে তিনি ধর্মের প্রতি তিনি গভীরভাবে অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। এ কথা সত্য যে তৎকালীন ছূফীবাদী পরিবেশ এবং মুসলিম সমাজে প্রচলিত হাজারো কুসংস্কার তাঁর সাহিত্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সূফিবাদী দর্শন ও শিরকী প্রভাব যুক্ত করেছে। তবে এর দায় তার নয়, বরং তৎকালীন মুশরিক ও বিদআতী ধর্মনেতারা। বলা বাহুল্য, সারাজীবন অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে গেলেও নজরুলের শেষ জীবনের ধর্মানুরাগ তাকে পরবর্তীকালের তথাকথিত সুশীল বুদ্ধিজীবিদের কাছে বিরাগভাজন ও অপাঙক্তেয় করেছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ 'জাতীয় কবি' হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান পান না, যেমনটি পেয়ে এসেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার প্রতি এই অবহেলার একমাত্র কারণ তিনি অসাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রচারক হওয়ার সাথে সাথে আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি, ইসলামী চেতনা ও আদর্শকে তিনি পুরোপুরিভাবে বিসর্জন দিতে পারেন নি।

নজরুল ইসলামী সঙ্গীতের প্রবর্তক

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা আধুনিক ইসলামি সঙ্গীতের প্রবর্তক। কাজী নজরুল ইসলামের আগে আধুনিক সঙ্গীতমনস্ক মুসলমানের আত্ম-আকাঙ্ক্ষার উপযোগী কোনো ইসলামি সঙ্গীত বাংলায় ছিল না। নজরুল প্রথম বাংলায় আধুনিক সুর এবং উঁচু মার্গের বাণীর মাধ্যমে ইসলামি সঙ্গীতের সঙ্গে শ্রোতার পরিচয় ঘটান। 'নজরুল ইসলামের শিল্পোত্তীর্ণ ইসলামি গান ও গজল সমৃদ্ধ হয়েছে বিশেষত পয়গাম্বর-প্রীতি এবং আল্লাহর সঙ্গে শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (স)-এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে। তাঁর মানবিক রূপ, গুণ, দেহাবয়ব এবং পার্থিব ও পারলৌকিক যেসব চেতনার উন্মেষ ঘটানো হয়েছে তা অতীতের ইসলাম-মানস-চৈতন্যে উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ।'

কিশোর বয়সেই নজরুল ইসলামী বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ছোট বেলায় তিনি ইসলাম বিষয়ে তালিম পান এবং এভাবে তাঁর ইসলাম চিন্তা ধারা উন্মেষ ঘটে। লক্ষণীয় এই যে, এই কারণে কিশোর বয়সেই লোটো দলের পালার গান রচনায় তিনি ইসলামী বোধের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য লেটো পালার গান নিচে দেওয়া হলো:

সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই
তোমারই ওগো বারীতালা
তারপরে দরূদ পড়ি
মোহাম্মদ সল্লে আলা
সকল পীর আর দরবেশ কুলে
সকল গুরুর চরণ-মূলে।
জানাই সালাম হস্ত তুলে
দোওয়া কর তোমরা সবে
হয় যেন গো মুখ উজালা
সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই
তোমারি ওগো খোদাতালা।[১০৩]

১৯৩০ থেকে ১৯৪২ সন অর্থাৎ কবির রোগাক্রান্তের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিধর্মী রচনার কাল। আর এ পরিসরে তিনি প্রায় শ'তিনেক ইসলামী গান-গজল রচনা করেন। ইসলামী জীবনাদর্শের শ্বাশত চেতনা এসব গানে ফুটে উঠেছে। নজরুল গবেষক নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন: "নজরুল রচিত ইসলামী গানগুলো তাঁর সকল সৃষ্টিকে অতিক্রম করেছে ।" নজরুল রচনা করেছেন মুসলিম জাগরণ বা কওমী গান, হামদ, নাত, রোযা,

---

[১০৩] করুণাময় গোস্বামী, নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ২৬৩

হজ্জ, যাকাত, শবেবরাত, ঈদ, মোহররম, ফাতেহা-ই-দোয়জদহম প্রভৃতি বিষয়ক গান। আর সেসব গান 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' 'টুইন', 'মেগাফোন', 'রিগ্যাল' ইত্যাদি কোম্পানীতে আব্বাস উদ্দিনের সুরেলা কণ্ঠে রেকর্ডকৃত হয়ে গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। আব্বাসী উদ্দিন ছিলেন ইসলামী নবজাগরণের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী ও সার্থক শিল্পী।[১০৪] তাঁরই কণ্ঠে নজরুল রচিত প্রথম দুটি ইসলামী গান–

'ও মন রমযানের ঐ রোযার শেষে
এল খুশীর ঈদ।'[১০৫]
এবং
'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে
এল নবীন সওদাগর।'[১০৬]

নজরুল-মানসে ইসলাম আল্লাহ রসূল বিভিন্ন মাতৃকতায় ধরা দিয়েছিল। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলামের বিশ্বাস-বোধ-চেতনা এবং প্রকাশ ছিল সত্য-সহজ-সুন্দর ও শিল্পীত। নজরুলের সঙ্গীত রচনার তৃতীয় পর্বে ইসলামি গানের সৃষ্টি। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নজরুলের রচিত 'নাত-এ-রাসূল'। হজরত মুহাম্মদ (স) যেমন বর্তমান ও অতীত বিশ্বে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়, স্মরণীয়, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, তেমনি কাজী নজরুল ইসলামের কাছেও ছিল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতা।

ইসলামী অনুশাসন ভিত্তিক গান

কবি নজরুল ইসলামী অনুশাসনভিত্তিক গানগুলো রচনা করে বাংলা গানের নব দিক উন্মোচন করেছিলেন। নামাজ, রোজা, হজ্জ, কালেমা, যাকাত ইসলামের এই পাঁচটি অনুশাসনভিত্তিক রীতির পক্ষে তাঁর গানগুলো বাঙালি মুসলিম সমাজে সাড়া জাগিয়েছিল। এই ধারার গানগুলোর মধ্যে কতিপয় গান জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল। এখানে এর একটি উল্লেখ করা হলো:

'নামাজ পড় রোজা রাখো কালেমা পড় ভাই;
'নামাজ রোজা হজ্ব জাকাতের পসারিণী আমি';
'দে জাকাত দে জাকাত';
'হে নামাজি আমার ঘারে নামাজ পড় আজ;
'কলেমা শাহাদাতে আছে খোদার জ্যোতি'...।[১০৭]

---

১০৪ মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন, সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলিম প্রতিভা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪), পৃ. ২৫
১০৫ রেকর্ড এন-৪১১১
১০৬ রেকর্ড এন-৪১১৬
১০৭ আবদুল আজীজ আল-আমান, নজরুল-গীতি অখণ্ড (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩), পৃ. ১৩৫-২৫০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ধারা সঙ্গীত প্রবর্তক কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম জাহানের পবিত্র কুরআনকে নিয়ে একটি চমৎকার গান রচনা করেছেন। গানটি নিম্নরূপ:

জরীন হরফে লেখা, (রূপালী হরফে লেখা)
আসমানের কোরআন
নীল-আসমানের কোরআন,
সেথা তারায় তারায় খোদার কালাম
পড়রে মুসলমান....[১০৮]

নজরুল কবিতায় রাসূল প্রশস্তি

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রূপ, গুণ, কর্মজীবন, শিষ্টাচার নজরুলের শেষ আশ্রয়স্থল এবং হজরত মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শের বাস্তবায়নসহ বহুবিধ বিষয়কে মূল্য করে তিনি 'নাত-এ-রসূল' রচনা করেছেন। স্বভাবকবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুহাম্মদ (স)কে নিবেদন করে লিখেছেন অসাধারণ কিছু সঙ্গীত। এ সঙ্গীতের প্রথম দুই লাইন করে দেয়া হলো :

ক. নাম মোহাম্মদ বোল রে মন নাম আহাম্মদ বোল,
যে নাম নিয়ে চাঁদ-সেতারা আসমানে খায় দোল।

খ. মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা হলেন নাজেল
তাহার দেশে খোদার রসূল।
যাহার নামে যাঁহার ধ্যানে সারা দুনিয়া দিওয়ানা
প্রেমে মশগুল।।

গ. মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
তাই কিরে তোর কণ্ঠেরি গান এমন মধুর লাগে

ঘ. হেরা হতে হেলে দুলে নূরানী তনু ও কে আসে হায়
সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা খুলে খুলে যায়-

ঙ. ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়।
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়।।

চ. আসিছেন হাবিয়া খোদা আরশ পাকে তাই উঠেছে শোর
চাঁদ পিয়াসে ছুটে আসে আকাশ পানে যেমন চকোর

ছ. সাহারাতে ডেকেছে আজ বান দেখে যা
মরুভূমি হল গুলিস্তান, দেখে যা।।

জ. ওরে ও চাঁদ উদয় হলি কোন জোছনা দিতে
দেয় অনেক বেশি আলো আমার নবীর পেশানীতে।।

---

[১০৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. সাহারাতে ফুটল রে ফুল রঙিন গুলে লালা
সেই ফুলেরি খোশবুতে আজ দুনিয়া মাতোয়ালা।।

ঞ. হে মদিনার বুলবুলি গো গাইলে তুমি কোন গজল
মরুর বুকে উঠল ফুটে প্রেমের রঙিন গোলাব দল।।

ট. মরুর ধূলি উঠল রেঙে রঙিন গোলাব রাগে
বুলবুলিরা উঠল গেয়ে মক্কার গুলবাগে।।

ঠ. উঠুক তুফান পাপ-দরিয়ায় ও ভাই আমি কি তায় ভয় করি
পাক্কা ঈমান তক্তা দিয়ে গড়া যে আমার তরী।।

নজরুলের চেতনায় সাহারা মরুভূমিতে গুলিস্তানের আবাদ হয়েছে নবীজীর আবির্ভাবে। সাহারার ধূলিপথের ওপর দিয়ে যখন সে মহাপুরুষের পদচারণা হতো সে খবর বুলবুলি তাঁর সুরে সুরে পৌঁছে দিত সাহারায় হজরত মুহাম্মদ (স) সাহারাতে ফোটা সেই 'রঙিন গুলে লালা'। যে ফুলের খুশবুতে সূর্য, আকাশ, বাতাস, সাগর, নদী, তারকাসহ সমগ্র প্রকৃতি আচ্ছন্ন, কাজী নজরুল ইসলামের মায়াবী বর্ণনায় রাসূল (স)-এর আবির্ভাব ও তাঁর পবিত্র উপস্থিতি প্রকৃতির রূপকল্পে উঠে এসছে। যা নিঃসন্দেহে বিচিত্র, বর্ণিল, প্রাণময় আন্তরিক সৌন্দর্যে ভরপুর। স্বীকার না করে উপায় নেই 'নাত-এ-রসূল'গুলো তার অধ্যাত্মচিন্তা প্রকাশের পাশাপাশি উঁচুমানের সাহিত্যেরও প্রকাশ। হজরত মুহাম্মদ (স) নজরুলের মনে যতভাবে আন্দোলন ঘটিয়েছেন তার প্রায় সব রকম প্রকাশ আমরা তার নাতগুলোর রূপবৈচিত্র্যে শোভামাধুর্যে লক্ষ করি। কাজী নজরুল ইসলাম হজরত মুহাম্মদ (স)কে সচক্ষে দর্শন না করেও যে রূপ বর্ণনা করেছেন তা অতুলনীয় সৌন্দর্যে ভাস্বর। নানারূপে, রঙে, চিত্রকল্পে, উপমায় নবীকান্তি উপস্থাপিত হয়েছে :

ক. তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।।

খ. নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া কে এলো মক্কায় আমিনার কোলে
ফাগুন পূর্ণিমা নিশীথে যেমন আসমানের কোলে রাঙা চাঁদ
দোলে

গ. ওকি ঈদের চাঁদ গো চলে মদিনারই পথে গো।
যেন হাসিন য়ুসোফ ফিরে এলো ফিরদৌস হতে গো।।

ঘ. মদিনাতে এসেছে সই নবীন সওদাগর
সে হীরা জহরতের চেয়ে অধিক মনোহর।।

ঙ. ওরে ও চাঁদ উদয় হ'লি কোন জোছনা দিতে
দেয় অনেক বেশি আলো আমার নবীর পেশানীতে।।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

চ. রাসূল নামের ফুল এনেছি রে (আয়. গাঁথবি মালা কে
এই মালা নিয়ে রাখবি বেঁধে আল্লা তালাকে।।

ছ. মদিনার শাহানশাহ কোহ-ই-তুরবিহারী
মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়তধারী।।

হজরত মুহাম্মদ (স)-এর রূপে বিভোর সমগ্র পৃথিবী। সে রূপকে রূপায়িত করার সার্থক রূপকার নজরুল। হাজারো রূপে হাজারো রঙে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে নবীর রূপ বর্ণনা। যাঁকে স্বপ্নে দেখে ধন্য হয় মানুষ তাঁকে নাতের মধ্যে নতুন করে আবিষ্কার করা হয়। কাজী নজরুল ইসলাম কবি হিসেবে ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। আর তার সঙ্গীতপ্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামি চেতনা ছিল অগ্রসর। আধুনিক ইসলামি চিন্তাচেতনাবোধকে আশ্রয় করে প্রকৃত ইসলামকে তুলে ধরার মতো শ্রেষ্ঠত্ব ছিল নজরুলের। তাই তার হৃদয় কলমের টানে রূপায়িত হয়েছে রসূলের সৌন্দর্যে আকীর্ণ রূপাশ্বৈর্য। মুহাম্মদ (স)-এর রূপে পৃথিবী যেমনভাবে আমোদিত, রোমাঞ্চিত উদ্বেলিত এবং বিলীন হয়েছে নজরুল তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন যথার্থ শব্দে, ধ্বনি, ছন্দে অলঙ্কারে। এত বিরাট রূপকে বর্ণনা করতে যে প্রতিভার প্রয়োজন নজরুল ইসলাম তার গানে প্রমাণ করেছেন যে, সে প্রতিভা তার রয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের গানে রসূল সা: বিপুলভাবে আভাসিত। কত মাতৃকতায় চিত্রিত। কত মহিমায় রঙিনভাবে বর্ণিত। কতটা সাহিত্যিক মাত্রায় উত্তীর্ণ। কত না ভাবে ভঙ্গিমায় রূপকে নিবেদিত আর কত না ভাষার অলঙ্কারে সুসজ্জিত তা এসব নাত-এ-রসূল বিশ্লেষণ না করলে বোঝা যায় না।

‘উস্‌ওয়াতুন হাসানা’ বা ‘মানবচরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ’ হজরত মুহাম্মদ (স)-এর বিচিত্র, বর্ণিল, উন্নত, মহান, আদর্শিক গুণের যে চিত্তাকর্ষক। কারুকার্যময়, ঐশ্বর্যশালী হৃদ্-উদ্বেল বর্ণনা কাজী নজরুল ইসলাম তার উপর্যুক্ত নাতগুলোতে দিয়েছেন তা বাংলা ভাষায় এর আগে দুর্লক্ষ্য। কাজী নজরুল ইসলাম মহানবীকে ধারণ করতে চেয়েছেন প্রতি অঙ্গের রুধির ধারায়, মননে, বিশ্বাসে, প্রজ্ঞায়। তার হৃদয়কে আলোকিত করে মুহাম্মদ (স)-এর নামের আলো। এমন মহান, পুরুষোত্তম পুরুষকে কবি নিজের প্রতি অঙ্গে অনুভব করেছেন শিল্পিত উপস্থাপনে। ‘মোহাম্মদ মোর নয়নমণি’ ‘মোহাম্মদ নাম শিরে ধরি’ অথবা ‘মোহাম্মদ নাম গলায় পরি’। অর্থাৎ প্রতি অঙ্গের পরতে পরতে নবীজীকে অনুভব করে তিনি রচনা করেছেন অসাধারণ কিছু না’ত। যে না’ত এখন সময়োত্তীর্ণ, জনপ্রিয় এবং শিল্পোত্তীর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম এমন একজন ইসলামি পুনর্জাগরণের কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি হজরত মুহাম্মদ (স)-এর রওজা মোবারক দেখতে পারেননি। মনে ছিল তার নিদারুণ আকাঙ্ক্ষা তিনি নবীর মদিনায় যাবেন এবং নবীর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো দেখে মনে শান্তি পাবেন। যেমন :

ক. ওরে ও দরিয়ার মাঝি মোরে নিয়ে যারে মদিনা
তুমি মুর্শিদ হয়ে পথ দেখাও ভাই আমি যে পথ চিনি না।।

খ. চলরে কাবার জিয়ারতে, চল নবীজীর দেশ।
দুনিয়াদারীর লেবাস খুলে পর রে হাজির বেশ।।

গ. দূর আরবের স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে
বেহুঁশ হয়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে।।

ঘ. আয় মরু পারের হাওয়া নিয়ে যা রে মদিনায়-
জাত-পাক মুস্তাফার রওজা মুবারক যেথায়।।

ঙ. কাবার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়।
আমার সালাম পৌঁছে দিও নবীজীর রওজায়।।

মহানবী (স)-এর পবিত্র মাজার জিয়ারতের অদম্য তৃষ্ণা তাকে উদ্বেল করেছে। তিনি কখনো ‘দরিয়ার মাঝি’কে: ‘মরু পারের হাওয়া’কে বলেছেন তাকে মদিনায় নিয়ে যেতে। কখনো দূর আরবের স্বপ্ন দেখেছেন বাংলাদেশের কুটিরে বসে আবার কখনো নিজেকে সুদূর মক্কা মদিনার রাহী মুসাফির হিসেবে দেখেছেন। কোটি কোটি বাংলা ভাষার হৃদয়ে মদিনায় যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা তাই প্রকাশিত হয়েছে, কাজী নজরুল ইসলামের কলম থেকে।

রাসূল (স)কে নিয়ে নজরুল এত গান রচনা করেছেন ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। মানুষের কল্পনা এমনো হতে পারে! এতভাবে কল্পনা করা যায়! এভাবে সুরে ছন্দে বাঁধা যায় একজন মানুষকে! এ অসাধ্য সাধন করেছেন নজরুল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েই তিনি রচনা করেছেন এসব নাত-এ-রাসূল (স)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : মূলার্থক একক শব্দ

(أ)

আল্লাহ্: الله (আল্লাহ); ৪২টি কবিতায় মোট ১২০ বার। এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা। এটা সৃষ্টিকর্তা নামের ইসলামী পরিভাষা, যা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহৃত।

কর্ কোরবাণ আজ তোর জান্ দিল্ আল্লার নামে ভাই!
(রণভেরী, অগ্নিবীণা)

ইঞ্জিল: إنجيل (ইন্‌জ্বীল); ১টি কবিতায়। সুখবর, ডাগর চোখা, যাবতীয় ঔষধি। হযরত ‘ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ:) এর উপর অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থ। ইহা বর্তমানে বিকৃতাবস্থায় বাইবেল-নিউ টেস্টামেন্ট নামে ক্রিশ্চিয়ানদের কাছে রয়েছে।

‘তওরাত’ ‘ইঞ্জিল’ ভরি’ শুনিল যাঁর আগমনী,
(অবতরণিকা, মরু ভাস্কর)

ইন্তেজার: إنتظار (ইন্‌তিজাার); ১টি কবিতায়। অপেক্ষা করা, কারো পথ চেয়ে থাকা।

কে কাবায় কুল মাগ্‌ফেরাতে কর তুমি ইন্তেজার।
(কবিতা ও গান-১৫৫)

ইবলিস: إبليس (ইব্‌লীস); ২টি কবিতায়। বঞ্চিত, দুর্ভাগ্য। এটি শয়তানের এক নাম। তার প্রকৃত নাম ছিল আঝাঝীল। তাকে ‘আদুভ্যুল্লাহ বা শুধু ‘আদুভ্যু অর্থাৎ দুশমন বলা হয়ে থাকে। শব্দটি কুরআনের পূর্বে অন্য কোথাও উক্ত হয়নি।

সবচেয়ে ভাই ইবলিশ হয়ে যে ছেলেদের ঘাড় কোঁতা।
(হোঁদল-কুঁৎকুতের বিজ্ঞাপন, ঝিঙে ফুল)

ইব্রাহিম: إبراهيم (ইব্‌রাহীম); ৮টি কবিতায়। ইনি বানু ইসরাঈল ও বানু ইসমাঈলের পূর্বপুরুষ। মুসলমানগণ ইহাকে জাতির পিতা বলে শ্রদ্ধা করেন। এই সম্মানীত নবী আল্লাহর অনেক কঠিন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে ‘খালীলুল্লাহ ‘অভিধা প্রাপ্ত হন। তিনি কা’বা গৃহের অন্যতম নির্মাতা। তাঁর সময় কাল ছিল খ্রি পূর্ব ১৮৫০-১৮০০ অব্দের মধ্যে। তিনি জালিম রাজা নমরুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে জয়ী হন।

ইব্‌রাহিমের মত বাচ্চার গলে খঞ্জর দিয়া
(ইন্দ্র-পতন, চিত্ত-নামা)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম: إمام (ইমাম); ৬টি কবিতায়। নেতা, সেনাধ্যক্ষ, ইসলামী খেলাফতের প্রধান ব্যক্তি, জামা'আত বন্ধ নামাযের পরিচালক। শীয়াদের ইচনা আশারীয়া উপদল ইমাম উপাধিটি হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের মধ্যহতে প্রথম এগার জনের জন্যে নির্দিষ্ট বলে মনে করে।

হয়েছে ইমাম, তাহারি খোৎবা শুনিতেছি নিশিদিন।
(কৃষকের ঈদ, নতুন চাঁদ)

ইরাম: إرم (ইরাম); ১টি কবিতায়। কুরআনের ভাষ্যকারদের মতে 'ইরাম' শব্দ দ্বারা 'আদ গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আদ কে বোঝানো হয়েছে। তারা দ্বিতীয় 'আদরে তুলনায় তাদের পূর্ব পুরুষ 'ইরামের' নিকটতম বলে তাদের 'আদ-ই-ইরাম' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এদিকে ১৯৭৩ সালে সিরিয়ার এব্লুস নামক একটি পুরাণো শহরে খনন কর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত মাটির ফলকের লিখন অনুযায়ী ইরাম একটি চার হাজার বছরের পুরাণো শহরের নাম। 'এবলুস' শহরের নাম। 'এবলুস' শহরের লোকজন ইরাম শহরের অধিবাসীদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত।[১০৯]

ভীমবাহু ঐ ইরামীয় আদদের পরে
করেছেন কিবা প্রভু তব, দেখনি ওরে?
(সূরা ফজর, কাব্য আমপারা)

ইলিয়াস: إلياس (ইলয়াাস); ১টি কবিতায়। একজন নবীর নাম। কুরআনে তাঁর নাম দুই বার বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলে উল্লেখিত ইলিয়াস (Elijah) এবং কুরআনে বর্ণিত ইলিয়াস সম্ভবত একই ব্যক্তি। তিনি বানু ইসরাঈলের জন্যে নবী হিসাবে প্রেরিত হন। তাঁর সময়কাল খ্রি পূর্ব নবম শতাব্দের শেষ হতে অষ্টম শতাব্দের মধ্যভাগ অবধি।[১১০]

"খিজির" হও আর "ইলিয়াস" হও; সব-সে-আচ্ছা এই ধরায়
(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-১৮৯)

ইশারা: إشارة (ইশাারাহ); ১৯টি কবিতায়। ইঙ্গিত করা, অঙ্গগুলি নির্দেশ করা, হুকুম করা।

ওগো কা'ল সাঁঝে দ্বিতীয় চাঁদের ইশারা কোন্
(ঈদ মোবারক, জিঞ্জীর)

---

[১০৯] সৈয়দ আলী আহসান, সমস্ত সৃষ্টির সাক্ষ্য, পাক্ষিক পালাবদল, (ঢাকা: ১১৯/৩, ফকিরাপুল, তা.বি.), পৃ. ৩২
[১১০] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ (১৯৮৮), ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাঈল: إسماعيل (ইস্‌মাা'ঈল); ১টি কবিতায়। আল্লাহর অনুগত। ইনি মুহাম্মদ (স:) এর পূর্ব পুরুষ এবং হযরত ইব্রাহীম (আ) এর আদরের পুত্র। এঁর আরেক নাম যাবীহুল্লাহ। ইনি একজন নবী ছিলেন।

গেল 'ইসহাক', 'ইয়াকুব', গেল 'জবীহুল্লাহ ইসমাঈল'
(অনাগত, মরু-ভাস্কর)

ইসরাফিল: إسرافيل (ইসরাফীল); ৫টি কবিতায়। প্রধান ফেরেস্তা চতুষ্টয়ের অন্যতম। ইনি পূণরুত্থান দিবসের ঘোষণা দানের জন্যে শিঙ্গা হস্তে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করছেন।

ইসাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে ঈশান-বিষাণ সাথে,
(পাগল পথিক, বিষের বাঁশী)

ইসলাম: إسلام (ইসলাাম); ১৫টি কবিতায়। আত্ম সমর্পন করা, মুসলমান হওয়া। আল্লাহ যুগে যুগে মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার যে মিশন নিয়ে নবী (আ) পাঠিয়েছেন এর প্রচারিত দ্বীনকেই ইসলাম বলে মনে করা হচ্ছে।

ইস্‌লামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশ ও নাই

(আনোয়ার, অগ্নিবীণা)

ইসহাক: إسحاق (ইস'হাাক্ব); ১টি কবিতায়। বিনীত। ইনি হযরত ইব্রাহীম (আ) পুত্র, ইসমাঈল (আ) এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং ইসরাঈল তথা ইয়াকুব (আ) এর পিতা। ইনি একজন নবী।

গেল 'ইসহাক', ইয়াকুব', গেল জবীহুল্লাহ ইসমাঈল
(অনাগত, মরু-ভাষ্কর)

ঈমান: إيمان (ঈমাান); ১৪টি কবিতায়। ডান দিকে চলা, মেনে নেয়া, আস্থা স্থাপন করা। ইসলামী শরীয়ত 'কুবুল করে নেয়া।

'বড় কর্মরে দিল ঈমানের জোর বর্মরে,

(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আবিভাব, বিষের বাঁশী)

উম্মৎ: أمة (উম্মাহ্); ৪টি কবিতায়। জাতি, নবীর অনুসারী, জন সমষ্টি। বিশেষ কোন আদর্শে ঐক্যবদ্ধ দল।

আল্লা! এরা ও মুস্‌লিম, এরা রসূলের উমত,
(মোহররম, শেষ সওগাত)

উম্মি: أمي (উম্মী); ১টি কবিতায়। লেখা পড়া না জানা লোক, অনক্ষর। এটি মানবতার মহান শিক্ষক মু'হাম্মদ (স) এর একটি রহস্যময় বিশেষত্ব।

'উম্মি' হয়েও জয় করিতে সে পারে এই চরাচর!

(আজাদ, নতুন চাঁদ)

এখতিয়ার: إختيار (ইখ্তিয়াার)। বাছাই করা, পছন্দ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা।

কেবল আমারি এখতিয়ারে সে। করি তাই সাবধান

(সূরা লায়ল, কাব্য আমপারা)

এলহান: الحن (আল'হান); ২টি কবিতায়। বুদ্ধিমান, সুকণ্ঠী।

'গাহে বুলবুল খোশ্ এলহান'।

(সুব্হ্-উম্মেদ, জিঞ্জীর)

আওকাত: أوقات (আওক্বাত): ১টি কবিতায়। সময়, যুগ, কাল।

আওকাতে তোর থাকে যদি আরফাতের ময়দান–

(কবিতা ও গান-১৩৮)

আওলাদ: أولاد (আওলাদ্ব); ১টি গানে। সন্তান সন্ততি, উত্তরসূরী, বংশধর।

তোমার আওলাদ বিরান হল আজি,
(কবিতা ও গান-১২৮)

আওলিয়া: أولياء (আওলিয়া'); ৪টি কবিতায়। এটি ওয়ালী শব্দের বহুবচন। অভিভাবক, বন্ধু, সাহায্যকারী, আল্লাহর প্রিয় বান্দা।

জিয়ারতে যথা আসে ফেরেশতা শত আউলিয়া পীর।
(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৩৪)

আকবর: اكبر (আকবার); ১টি কবিতায়। সর্বাপেক্ষা বড়। আল্লাহর সম্মানে বহুলভাবে ব্যবহৃত একটি শব্দ। এটি মুসলিম ভারতের শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি) মহামতি আকবরের নাম।

হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
(ইন্দ্র-পতন, চিত্ত নামা)

আখের/আখেরী: آخر (আখির); ৫টি কবিতায়। শেষাংশে, সমাপ্তি, অন্য।

আখের মোকাম ফেরদৌস্ খোদার আরশ যথায় রয়।(জুলফিকার-১১)

Dhaka University Institutional Repository

আজল: أجل (আজ্বাল)। মৃত্যু, সময়।

হৃত-ক্যাটালগ)

আজান: أذان (আযান); ১৯ টি কবিতায়। আহ্বান করা, ঘোষণা করা, দৈনিক পাঁচ বার মসজিদে নামাজের জামাতে যোগদানের নিমিত্তে নির্দিষ্ট বাক্যে ও বিশেষ রীতিতে আহ্বান করার ইসলামী পরিভাষা।

আতরাফ: أطراف (আত্বরাফ)। বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। আশরাফ শব্দের সমার্থক।

ইসলামে নাই ছোট বাড় আর

আশরাফ আতরাফ

(ঘোষনা, অপ্রকাশিত)

আদব/আদাব: أدب ('আদ্বাব); ১টি কবিতায়। সংস্কৃতি, শিষ্টাচার, পরিশুদ্ধি। বাঙালি সমাজে হিন্দু মুসলিম পরস্পরকে সম্ভাষন জানাতে এ শব্দটি ব্যবহার করেন।

বিদায় বন্ধু, লও আদব।

(বুলবুল-৮)

আদম: آدم (আদ্বাম); ৬টি কবিতায়। প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ) এর দেহ মৃৎ শৈল্পিক কায়দার আল্লাহর নির্দেশে ও ফেরেস্তাদের হাতে মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত হয়েছে। ইনি মানব জাতির পিতা বলে বিবেচিত।

ধুঁকে ধুঁকে চলে এরা সেই

বাবা আদমের আদিম পথ।

(জীবনে যাহারা বাঁচিল না, নির্ঝর)

আদিম: اديم (আদ্বীম); ৪টি কবিতায়। চামড়া, উপরিভাগ, পৃষ্ঠ, প্রাচীন। শব্দটি সম্ভবত আদম থেকেই উদ্ভুত। আদম (আ) আদি মানব বলে কোন বস্তুর আদিত্ব বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ব্রক্ষ্মাবাদিনী আদিম বেদ-মাতা।

(চন্দ্রবিন্দু-১)

আনোয়ার: انوار (আনূওয়ার)। সুশ্রী, উজ্জ্বল। ইনি তুরস্কের জাতীয় আন্দোলন ও মুসলিম জাগরণের পুরোধা আনোয়ার পাশা (১৮৮১-১৯২১)। তুর্কি সালতানাত যখন মৃত্যু শয্যায়, তুরস্ক যখন নানা মুখী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার তখন আনোয়ার পাশা

Dhaka University Institutional Repository

সমমনা তরুণদের নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের কবল মুক্ত করে তুরস্ককে এগিয়ে নেবার প্রাণ পণ চেষ্টা করেন। ১৯১৩ সনে তিনি ইতালিকে হটিয়ে থ্রেস উদ্ধার করেন এবং ১৯১৪ সনে সময় সচিব হয়ে দেশকে সামরিক শক্তিতে বলিয়ান করেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে অক্ষ শক্তির পক্ষ হিসাবে হেরে গিয়ে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে তিনি রাশিয়া চলে যান। ১৯২১-২২ সনে কামাল পাশার ইউরোপ বিরোধী যুদ্ধ ও নব্য তুরস্ক প্রতিষ্ঠা কালে জীবিত থাকলেও কামালের আগ্রহ না থাকায় আনোয়ার তাতে অংশ গ্রহণ করেননি।[১১১]

আনোয়ার ভাই! জানোয়ার সব সাফ!
(কামাল পাশা, অগ্নি বীণা)

আব্‌রার: أبرار (আব্‌রার); ১টি কবিতায়। পুণ্যবান ব্যক্তি, সৎলোক।

এসো এসো মোর আব্‌রার পেয়ার
('কবিতা ও গান-১০২৪)

আবু: أب (আব); ১টি কবিতায়। পিতা। শব্দটি কখনো মুসলমানদের সম্বন্ধ পদ বাচক নামের প্রথমাংশরুপে ব্যবহৃত হয়। যেমন-'আবু তাহের' ইত্যাদি।

আবু বলে, 'দাদা, মুর্গী বাঁচাতে ছুটি সে সমরকন্দ।"
(গীতি শতদল-১০০)

আমানত: أمانة (আমানাহ্); ১টি কবিতায়। সততা, বিশ্বস্ততা। কারো সম্পদ গচ্ছিত রাখা।

তোর আমানতের হিস্‌সা সাদকা দে খোদার রাহে
(জুলফিকার: ২য় খন্ড-৩৬)

আমিন: آمين (আমীন); ৩টি কবিতায়। কবুল কর। মুসলিম রীতিতে যৌথ প্রার্থনায় অংশ গ্রহণকারী সকলে মুনাজাত পরিচালকের আবেদনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বার বার এ শব্দটি উচ্চারণ করে থাকে।

প্রার্থনা তার জানার হাফিজ-শুননে ওয়ালা কও, "আমীন"।
(দীওয়ান ই হাফিজ-১৬, নজরুল গীতিকা)

আমিনা: امينة (আমীনাহ্); ৫টি কবিতায়। এটি আমীন শব্দের স্ত্রী বাচক। বিশ্বস্থতা। রসূলুল্লাহ'র মাতার নাম, যিনি রসূলুল্লাহ (স) এর জন্মের ষষ্ঠ বছরে ইন্তেকাল করেন।

[১১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮-৭২

Dhaka University Institutional Repository

"কোন্ যাদু মণি এলি ওরে"-বলি' রোয়ে মাতা আমিনায়,
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

আমির: أمير (আমীর); ৫টি কবিতায়। প্রশাসক, নেতা, ধনবান।

পামীর ছাড়িয়া আমির আজিকে,
পথের ধুলায় খোঁজে মণি!
("সুবহে-উম্মেদ:, জিঞ্জীর)

আম্বিয়া: أنبياء (আঁম্বিয়া); ৪টি কবিতায়। নবী শব্দের বহু বাচক। বার্তা বাহক। আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি যিনি মানুষকে সৎ পথ দেখান।

করে আউলিয়া আম্বিয়া তোমারি ধ্যান,
(গুল-বাগিচা-৮৬)

আলওদুদ: الودود (আল ওয়াদ্ধুদ্ধ); ১টি কবিতায়। মমতাময়। এটি আল্লাহর একটি গুণ বাচক নাম।

'আল-ওদুদের পিয়ালার দৌর চলুক বিরামহীন।
(আর কতদিন, নতুন চাঁদ)

আল-কিমিয়া: الكيميا (আলকীমীয়্যা)। রসায়ন বিদ্যা (পযবসরংঃৎু)

'মুক্তি পাবে মদখোরের এই আল্-কিমিয়ার পাত্র চেটে।'
(নিকটে, পূবের হাওয়া)

আলবৎ: البتة (আল বাত্তাহ্॥ নিশ্চয়ই, অবশ্যই।

শহীদ হয়েছে, ওফাত হয়েছে? ঝুটবাত 'আলবৎ,
(খালেদ, জিঞ্জীর)

আল বিরুণী: البرونى (আল্ বিরুণী)। পূর্ণনাম আবু রায়হান আল বিরুণী (জন্ম-৯৭৩ খ্রি.)। তিনি ছিলেন গজনীয় সুলতান মাহমুদের দরবারের বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানী। সুলতান মাহমুদের সৈন্যদের সাথে তিনি ভারত বর্ষে এসেছিলেন।

এল কি আল-বিরুনী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী।
(খোশ আমদেদ, জিঞ্জীর)

আল বোরজ: البرز (আল বুর্ঝ)। পারসিক এই পর্বতমালা ইরানের মালভূমিকে কাস্পিয়ান হ্রদের নিম্নাঞ্চল হতে আলাদা করেছে।[১১২]

[১১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩০

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

আল বোরজের নীচে
(অভিমানী, নির্ঝর)

আলা: أعلى (আ'লা); ১টি কবিতায়। সুউচ্চ, উন্নত।

সব্‌সে আলা-নাম হ্যায় তেরা,
(কবিতা ও গান-২৭৩)

আসগর: أصغر (আছগার); ১টি কবিতায় মোট ৩ বার। ক্ষুদ্র, অত্যধিক ছোট। এটি ইমাম 'হুসাইন (রা) এর শিশু পুত্রের নাম, যিনি কারবালায় ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে শহীদ হন।

কোথা বাবা আস্‌গর? শোকে বুক ঝাঁঝরা,
(মোহররম, অগ্নি বীণা)

আসবাব: أسباب (আস্‌বাাব); ২টি কবিতায়। কারণ সমূহ, মাধ্যম, গৃহ সামগ্রী।

বড়দের ঘরে কত আসবাব, বালিশ বিছানা পাতা।
(বড়দিন, শেষ-সওগাত)

আসান: إحسان (ই'হসাান); ২টি কবিতায়। সৎকর্ম করা, সদ্ব্যবহার করা, নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। অবসান, লাঘব, সুবিধা।

'আর্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব, কে করে মুশকিল্‌ আসান তার'?
(তুর্য-নিনাদ, বিষের বাঁশী)

আহমদ: أحمد (আ'হ্‌মাদ); ৭টি কবিতায় মোট ৭ বার। উচ্চ প্রশংসিত, অধিকতর প্রশংসনীয়। এটি মুহাম্মদ (স) কে দেয়া খোদায়ী নাম।

কান্ডারী আহমদ, তরী ভরা পাথেয়।
(খেয়াপারের তরণী, অগ্নিবীণা)

আহাদ: أحد (আ'হাদ); ২টি কবিতায়। এক, একক, জনৈক। এটি আল্লাহর একটি ছিপাত। হযরত বিলাল (রা) ইসলাম গ্রহণের দায়ে তাঁর মুনিব কর্তৃক সীমাহীন নির্যাতনের মুখে ও 'আহাদ' আহাদ' বলে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

আহাদ্‌ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণী জন।

(জুলফিকার-১৫)

Dhaka University Institutional Repository

আয়াত: آيَة (আয়াহ্); ৩টি কবিতায়। উপদেশ; নিদর্শন। কুরআনের এক একটি শ্লোক।

থুয়ে ফকির পড়ছে শুধু কোরানের আয়াত;
(মুক্তি, নির্ঝর)

এফতার: إفطار (ইফ্ত্বার); ৪টি কবিতায়। অনশন বর্জন, সকালের নাস্তা, সূর্যাস্তের পর রোজা ভঙ্গ করা।

রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু সলিলে হায়
(কৃষকের ঈদ, নতুন চাঁদ)

আসহাব: أصحاب (আছ্'হাব); ২টি কবিতায়। এটি 'সাহাবা' শব্দের রুপভেদ। সহচর বৃন্দ, বন্ধুগণ। শব্দদ্বয় যে সকল লোক ঈমান সহ রসূলুল্লাহ (স) কে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাদের বোঝাবার জন্যে পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

হেসে হেসে দাঁড় টানে চায় আস্হাব তার সাথে।
(জুলফিকার; দ্বিতীয় খন্ড-৩৫)

ইজমালি: إجمالي (ইজ্মালী); ১টি কবিতায়। বিক্ষিপ্ত বস্ত একত্র করা, কোন ভাল কাজ করা, যৌথ।

সাজ্ রে তামুক, নামুক দেয়া, দুক্ষু ত ইজমালি।
(বুলবুল: দ্বিতীয় খন্ড-৫৫)

ইনসান: إنسان (ইন্সান); ৩টি কবিতায়। মানুষ, মনুষ্য জাতি।

চাহে সে ফুল জিন্ ও ইন্সান
(জুলফিকার-৯)

ইনসাফ: إنصاف (ইন্ছাফ); ২টি কবিতায়। ন্যায় পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা, সুবিচার।

তোমার তখ্তে বসিয়া শয়তান করিছে ইনসাফ্।
(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

(ب)

বদর: بدر (বাদ্র); ২টি কবিতায়। পূর্ণ কলা চন্দ্র। সমাজপতি। সৌদি আরবে মদীনার কাছাকাছি একটি ক্ষুদ্র শহরের নাম। এখানে অনেক আগে একটি কূপ ছিল। এই কূপের সুবিধা পাওয়ার জন্যেই সম্ভবত মুসলিম ইতিহাসের প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধে মুহাম্মদ (স) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এখানেই ৬২৪ খ্রি মদীনামুখী শত্রুর গতিরোধ কল্পে শিবির স্থাপন করেছিল। এর পরিকল্পক ছিলেন হযরত কুরাব ইবনে

মুনযির (রা)। এ যুদ্ধটি ছিল ইসলামী মিশনের জন্যে ভাগ্য নির্ধারণ মূলক। এতে মুসলমানগণ জয়ী হয়েছিলেন।

বদর বিজয়ী বদরুদ্দোজ্জী
(সুব্হ্-উম্মেদ, জিঞ্জীর)

বকেয়া: بَاقِيَة (বাাক্বিয়্যাহ্); ১টি কবিতায় । অবশিষ্টাংশ, অপরিশোধিত।

নেংটির আবার বকেয়া সেলাই
(কবির মুক্তি, শেষ সওগাত)

বদল: بدل (বাদ্‌ল); ৭টি কবিতায়। পরিবর্তন করা, বিকল্প, প্রতিদান, প্রতিশোধ।

সমরকন্দ আর বোখারায় দিই বদল তার লাল
গালের তিল্‌টের।
(দিওয়ান ই হাফিজ-৮)

বয়ান: بيان (বায়াান)। ব্যাখ্যা, বর্ণন, সুস্পষ্ট বক্তব্য।

বয়ান ঢল্ ঢল্ হুতাশ।
(প্রিয়ার রুপ, ছায়ানট)

বরকত: بركة (বার্‌কাহ্); ১টি কবিতায়। সৌভাগ্য, প্রাচুর্য।

বরকতে তার হব রে পার পুলসেরাতের পুল।
(কবিতা ও গান-১৩৬)

বরাত: برائة (বারাাআহ্); ৪টি কবিতায়। সম্পর্কচ্ছেদ, মুক্তি, নিষ্পাপ। প্রচলিত অর্থে ভাগ্য।

বদ নসিবের বরাত খারাব বরাদ্দ তাই করলে কিনা আল্লায়,

(কামাল পাশা, অগ্নি-বীণা)

বসরা: بصرة (বাছ্‌রাহ্); ২টি কবিতায়। দৃষ্টি, চোখ। কবির উদ্দেশ্য সম্ভবত ইরাকের পূর্ব সীমান্ত সংলগ্ন আল বাছ্‌রাহ্ অঞ্চল।

বস্‌রা গুলের বহ্নিত লেখা;
(শাত ইল আরব, অগ্নিবীণা)

বাকি: باقى (বাাক্বী)। অবশিষ্টাংশ, স্থায়ী।

পথের আজো অনেক বাকি
(আশা, পূবের হাওয়া)

বাগদাদ: بغداد (বাগদ্দাদ)। ইরাকের রাজধানী। ১২৫৮ খ্রি তাতার দানবদের লীলা সংঘটনের পূর্ব পর্যন্ত বাগদাদ ছিল জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের বাতি ঘর।

দাও সেই মদীনা সে বাগদাদ
(গুল বাগিচা-৭৮)

বাদে: بعد (বা'দ); ২টি কবিতায়। পরে, পশ্চাতে।

আজ বাদে কাল ঈদ তবু মন করে উদাস।।
(কবিতা ও গান-১২১)

বাহার: بحر (বা'হ্‌র); ৪টি কবিতায়। বড় নদী, সমুদ্র। এ ছাড়া কবি তাঁর বন্ধু বিশিষ্ট সাহিত্যিক চট্টগ্রামের হাবীবুল্লাহ বাহারকে ও অন্যত্র একই শব্দে নির্দেশ করেছেন।

নার্গিস বাগ্‌মে বাহার কি আগ্‌মে ভরা দিল দাগ্‌মে-
(শরাবন্‌ তহুরা, পূবের হাওয়া)
"বাহার" এলে ভাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
(উৎসর্গ, সিন্ধু হিন্দোল)

বিদায়: وداع (বিদ্দায়'); ৭টি কবিতায়। দূরীকরণ, প্রস্থানের অনুমতি, প্রস্থান, বিচ্ছেদ।

শহীদের দেশ ! বিদায় ! বিদায় ! এ অভাগা আজ নোয়ার শির।
(শাত্‌ ইল আরব, অগ্নিবীণা)

বুলবুল: بلبل (বুল্‌বুল্‌)। গায়ক পক্ষী বিশেষ। ইংরেজীতে এর নাম Nightingale.

গুল বাগিচার বুলবুলি আমি
(গুল বাগিচা-১)

বেদুঈন: بدوي (বাদ্বাভী); ১০টি কবিতায়। মরুচারী, বনবাসী।

এমনি চলিতে পথে মরু বেদুঈন-
{মা(বিরজা সুন্দরী দেবী)র শ্রী চরণারবিন্দে, সর্বহারা}

বেবিলন: بابل (বাাবিল)। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত ইরাকের প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরী। খ্রি পূর্ব ৪০০০-২০০০ অব্দে এ অঞ্চল সাংস্কৃতিক ও বানিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। এই নগরীতেই কুরআনে বর্ণিত হারুত মারুত ফেরেস্তাদ্বয়কে বসবাসের জন্যে প্রেরণ করা হয়।

"বেবিলনের" যাদু বুঝি.......
(রুবাইয়াৎ ই হাফিজ-৪৭)

বেলাল: بلال (বিলাাল); ৩টি কবিতায়। ইনি বিলাল ইবনে রাবাহ্। মায়ের নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইবনে হামামা নামেও পরিচিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স) র মুয়ায্যিন হিসাবে পরিচিত। হাবশী বংশোদ্ভূত বিলাল (রা) মক্কার সারা নামক স্থানে বানু জুমাহ গোত্রে দাস হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) এর পরে সম্ভবত তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরের কারণে তাঁকে প্রভু উমাইয়্যা ইবনে খালাফের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। পরে হযরত আবু বকর (রা) তার একজন সুস্থ সবল দাস, যে ইসলাম গ্রহণ করেনি, এর বিনিময়ে বিলালকে মুক্ত করেন। তখন থেকে বিলাল সব সময় রসূলুল্লাহ (স) এর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে তিনি উমাইা ইবনে খালাফ ও তার পুত্রকে হত্যা করেন। হিজরতের পর আযানের রেওয়াজ প্রচলিত হলে তিনি মুয়ায্যিন নিযুক্ত হন। আবার মক্কা বিজিত হলে তিনিই প্রথম কাবার ছাদে উঠে আযান দেন। রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর তিনি আযানের দাযিত্ব হতে অব্যাহতি নেন। ষাট বৎসরাধিক কাল বয়সে তিনি ৬৩৯/৬৪১/৬৪২/৬৪৩ খ্রি মৃত্যু বরণ করেন।[১১৩]

আসল ছুটে হাসীন উষা নও বেলালের শিরীন সুরে।।
(ভোরের সানাই, সন্ধ্যা)

বোরখা: برقعة (বুর্ক্বা'আহ্)। অঙ্গাবরণ। আপন দেহ সৌন্দর্য পুরুষের দৃষ্টির আড়াল রার নিমিত্তে মুসলিম রমণীদের পরিধেয় আপাদ মস্তক আবরক বিশেষ পোষাক।

সে গৌরবের গোর হয়ে গেছে আঁধারের বোরকায়।।
(কবিতা ও গান-৭১)

বোর্রাক: براق (বার্রাাক্ব); ৬টি কবিতায়। চলৎযান। একটি বিদ্যুৎ গতি সম্পন্ন অতি প্রাকৃতিক বাহক, যাতে চড়ে মুহাম্মদ (স) সপ্তাকাশ ভ্রমণ করেছেন বলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন।

জমিন আসমান জোড়া শির পাঁও তুলি তাজি বোর্রাক,
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-তিরোভাব, বিষের বাঁশী)

বোরহান: برهان (বুরহান); ১টি কবিতায়। যুক্তি, প্রমাণ, স্পষ্ট বর্ণনা।
ও যে বিশ্বের চির সাচ্চারই বোরহান
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাশী)

---

[১১৩] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬খণ্ড, (১৯৯৫), পৃ. ২৬০-১

বোস্তান: بستان (বুস্‌তাান); ২টি কবিতায়। বাগান।

নারঙ্গী শেব বোস্তানে
(সুব্‌হ্‌ উম্মেদ, জিঞ্জীর)

বোহায়রা: بحيرة (বু' হায়রাহ)। ঝিল, ডোবা। ইনি সিরিয়ার বসরা নগরীর গীর্জার রাহিব "বুহায়রাহ্‌"। ৫৮২ খ্রি দ্বাদশবর্ষী মুহাম্মদ (স) পিতৃব্যের সাথে সিরিয়া গেলে ইনি তাঁকে ভবিষ্যৎ নবী হিসাবে সনাক্ত করেন এবং প্রতিপক্ষ ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের কবল থেকে হেফাজতে করার পরামর্শ দেন।[১১৪]

কিশোর নবীর দস্ত চুমি' বোহায়রা কয়, এই তো সেই-
(কৈশোর, মরু ভাস্কর)

(ت)

তওফিক: توفيق (তাওফীক্ব); ১টি কবিতায়। কোনো কাজে সাহায্য করা, সুযোগ পাওয়া বা দেওয়া।

তওফিক দাও খোদা ইসলামে
(গুল-বাগিচা-৭৮)

তওরাত: توراة (তাওরাাহ্‌); ১টি কবিতায়। প্রধান চার আসমানী কিতাবের একটি, যা হযরত মূসা (আ) এর উপর অবতীর্ণ হয়। এটি ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ। বর্তমানে গ্রন্থটি বিকৃত ও সংস্কৃত হয়ে বাইবেলে-ওল্ড টেষ্টামেন্ট হিসাবে বিদ্যমান। মূল তাওরাতে মুহাম্মদ (স) এর আগমন বার্তা ছিল।

তওরাত ইঞ্জিল ভরি' শুনিল যাঁর আগমনী
(অবতরণিকা, মরু-ভাস্কর)

তওয়াফ: طواف (ত্বাওয়াাফ); ১টি কবিতায়। ঘোরা ফেরা করা, প্রদক্ষিণ করা। পুণ্যের আশায় বিশেষ রীতিতে ক'াবা গৃহ প্রদক্ষিণ করা।

আল্লাহর ঘর তওয়াফ করিয়া
(কবিতা ও গান-১৪৮)

তকদীর: تقدير (তাক্বদ্বীর); ৪টি কবিতায়। অনুমান করা, চিন্তা ভাবনা করা, তুলনা করা। প্রচলিত অর্থে- নিয়তি।

---

[১১৪] মুহাম্মদ হাদিসুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

মক্কার হাতে চাঁদ এল যবে ত্কদিরে আফ্তাব
(খালেদ, জিঞ্জীর)

তকবীর: تكبير (তাক্বীর); ৭টি কবিতায়। কারো প্রাধান্য ঘোষনা করা। আল্লাহ আকবার বলা।

তক্বির শুনি শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

তকমা: طقمة (ত্বাক্মাহ্॥ চাপরাস, পদ পরিচায়ক চিহ্ন, ভৃত্যগণ কর্তৃক ধারণীয় মনিবের পরিচয় সূচক ধাতু পট্ট।

চাপরাশির ঐ তশমার চেয়ে তলোয়ারে বড় মেনো !
(মোবারকবাদ, নতুন চাঁদা)

তফাৎ: تفاوت (তাফাভুত); পারস্পরিক বিভিন্নতা।

বাউল আজি বাউল হল আমরা তফাতে।
(চৈতী হাওয়া, ছায়ানট)

তব্রিজ: تبريز (তাব্রীঝ); ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি শহর। আজারবাইজানের রাজধানী। ইনি ইরানের একজন সূফী এবং মাওলানা রুমীর আধ্যাত্মিক শিক্ষক। তাবরীঝ শহরে জন্মেছেন বরে তাব্রীঝী নাম হয়েছে। লোকে শাম্স তিবরীঝী ই বলে। তিনি ছিলেন বাবা কামাল জুন্দীর শাগরিদ ও একজন ভ্রাম্যমান দরবেশ। ৬৩৪ হিজরীতে তিনি রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যান। এ কারণে আধুনিক গবেষকগণের মতে বাস্তবে তাবরিঝী নামে কোন লোক ই ছিল না, এটা রুমীর কল্পনা প্রসূত।[১১৫]

সেই জামী খৈয়াম সে তবরিজ
(গুল বাগিচা)

তবিয়াত: طبيعات (ত্বাবী'আহ); ১টি কবিতায়। প্রকৃতি, অভ্যাস, আচরণ।

আজের মত খুশি থাকুক সবার তবিয়ত
(কবিতা ও গান-১১৩২)

ত'বীল: تحويل (তা'হ্ভীল)। দিক পরিবর্তন করা, ব্যাংক চেক, অর্থাগার।

বে পরওয়া আজ বিলায় বাগিচা ফুল ত' বিল !
(নওরোজ, জিঞ্জীর)

[১১৫] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২খণ্ড, (১৯৯২), পৃ. ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তরক: ترك (তার্ক); ২টি কবিতায়। পরিত্যাগ করা।

ফরজ্ তরক ক'রে করলি
করজ ভবের দেনা
(কবিতা ও গান-৭৯)

তরক্কি: ترقي (তারাক্কী); ১টি কবিতায়। ধাপে ধাপে উপরে ওঠা, উন্নতি করা।

খোদা, দাও সে ঈমান, সেই তরক্কী, দাও সে একিন
(কবিতা ও গান-১২৪)

তশবীহ: تشبيه (তাশ্বীহ); ১টি কবিতায়। সাদৃশ্য, তুলনা করা।

তশবিহী রুপ এই যদি তার, তনজিহি কিবা হয়
(আর কত দিন, নতুন চাঁদ)

তসবী: تسبيح (তাসবীহ); ৬টি কবিতায়। সর্ব শক্তিমানের পবিত্রতা বর্ণনা করা।

তোমার নামের তসবী লয়ে ফিরি গলে
(গুলবাগিচা-৮১)

তসবীর: تصوير (তাছ্ভীর); ১টি কবিতায়। প্রতিমূর্তি তৈরী করা, ছবি তোলা।

তসবীর তার জড়াইয় ধরি বক্ষের অঞ্চলে
(আর কত দিন, নতুন চাঁদ)

তসলিম: تسليم (তাসলীম); ৩টি কবিতায়। সমর্পন করা, অভিবাদন জানানো, নিরাপদ করা।

ক'রে তসলিম হর্ কুর্নিশে শোর আ-ওয়াজ
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

তসল্লী: تسلي (তাসাল্লী); ১টি কবিতায়। সান্তনা লাভ করা।

বসিয়া পেয়েছে মা'র তসল্লী, সব গ্লানি গেছে ভুলে !
(মিসেস এম রহমান, জিঞ্জীর)

তহরীমা: تحريمة (তা'হ্রীমাহ্); ২টি কবিতায়। নিষিদ্ধকরণ।

তহ্রীমা বেঁধে ঘোরে দরুদ গেয়ে
(কবিতা ও গান-১৯)

তহুরা: طهورة (ত্বাহূরাহ); ২টি কবিতায়। পবিত্র, শৌচ কর্ম। বেহেস্তবাসীদের যে পানীয় পরিবেশন করা হবে ওটার নাম শারাবান তাহূরা। এখানে ব্যবহারটি আলংকারিক।

Dhaka University Institutional Repository

বধুর অধরে ধরিয়া কহিছে-তহুরা পিও লো আলি !
(চাঁদনী রাতে, সিন্ধু হিন্দোল)

তয়ম্মুম: تيمم (তায়াম্মুম); ১টি কবিতায়। সংকল্প করা, ইবাদতের উদ্দেশে পবিত্রতার্জনের নিমিত্তে হাত ও মুখ মন্ডলে মৃত্তিকার স্পর্শ বুলানো।

তাহাদেরি সেই খাকেতে খালেদ করিয়া তয়ম্মুম
(খালেদ, জিঞ্জীর)

তাগিদ: تأكيد (তা'কীদ্ব); ৩টি কবিতায়। দৃঢ় মূল হওয়া, পোক্ত হওয়া।

শোন্ খোদার ফরমান তাকিদ।
(গুলবাগিচা-৭৭)

তাজ: تاج (তাজ্ব); ৩টি কবিতায়। রাজ মুকুট।

জেগেছে তুর্কি সূর্খ-তাজ
(জুলফিকার-১)

তাজিয়া: **تعزية** (তা'ঝীয়্যাহ)। সান্তনা, সমবেদনা, ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া। কুরআনের সূরা আল মা'আরিজে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। উর্দু ভাষী শিয়া সম্প্রদায়ের নিকট তা'ঝীয়্যাহ অর্থ ইমাম হুসায়ন (রা) এর মাঝারের প্রতিকৃত, যা স্বর্ণ-রৌপ্য-কাঠ-বাঁশ-কাপড় ইত্যাদি দ্বারা তৈরি হয়। হায়দরাবাদ তথা দাক্ষিণাত্যে তাঝীয়া বলতে কফিন, মা'তম ও বুক চাপড়ানো বোঝায়। এ মা'তন সাধারণত ২৯ শে যিলহাজ্জ থেকে ৯ই মুহাররাম পর্যন্ত পালিত হয়। ঐতিহাসিক বাদায়ুনীর মতে, সম্রাট হুমায়ুনের আমলে (১৫৩০-৪০ খ্রি; ১৫৪৫-৫৬ খ্রি;) ভারত বর্ষে আগত জনৈক ইরানী কবি তা'ঝীয়্যাহ্ বিষয় সম্বলিত কবিতা রচনা করেন, যা আশূরার দিন গুলোতে বিভিণ্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করা হত। আমাদের ঢাকায় তা'ঝীয়্যাহ্ প্রচলন হয় সম্ভবত মুঘল যুগের শেষ দিকে। তখন রাজধানী মুর্শিদাবাদের নওয়াব ছিলেন শিয়া মতের অনুসারী। এই নওয়াবের একজন নায়েব ই নাযিম থাকতেন ঢাকায়। এর অনুপ্রেরণাতেই ঢাকার ঐতিহ্যবাহী (?) তাঝীয়্যাহ্ অনুষ্ঠানের প্রচলন বলে মনে করা হয়। ইমাম হুসায়ন (রা) এর শাহাদাতের পর মদীনায় হযরত আব্বাস ইবন আলীর মাতা উম্মুল বানীন (রা) জান্নাতুলবাক্বী ক্ববরস্তানে গিয়ে কান্নায় সমবেত লোকেরা ও স্থির থাকতে পারতেন না। এ ছাড়া ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম মুহাম্মদ বাকের, ইমাম জাফর সাদিক, ইমাম আলী রিদা প্রমুখ মুহাররামের চাঁদ দেখার পর শোকানুষ্ঠান পালন করতেন।[১১৬]

[১১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

Dhaka University Institutional Repository

রথ টেনে আন্‌ রে তাজিয়া
(যা শত্রু পরে পরে, ফণি-মনসা)

তাজী: تازي (তাঝী); ১টি কবিতায়। সাদা ঘোড়া।

এক মুর্গীর জোর গায়ে নেই, ধরতে আসেন তুর্কি তাজী,
(কামাল পাশা, অগ্নি-বীনা)

তাজীম: تعظيم (তা'জীম); ৪টি কবিতায়। বড় মনে করা, কোন মহৎ কর্মে অংশ গ্রহণ করা, সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানানো।

খালেদ ! খালেদ ! তাজীমের সাথে ফরমান প'ড়ে চুমি'
(খালেদ, জিঞ্জীর)

তাবা: تأبد (তায়াব্বুদ); ১টি কবিতায়। ধ্বংস বা উজাড় হয়ে যাওয়া।

কত উজ তাতে ডুবে ম'ল হায়, কত নূহ হল তাবা।
(খালেদ, জিঞ্জীর)

তাবিজ: تعويذ (তা'ভীয); ৪টি কবিতায়। উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা ও বিশ্বাসে দোয়-কালাম কিংবা তন্ত্র-মন্ত্র লিখে গলায় ঝুলানো।

ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ
(গুল বাগিচা-৮৩)

তাবে/তাবেঈন: تابع /تابعين (তাবি'); ২টি কবিতায়। শব্দদ্বয় একটি অপরটির বহুবাচক। অনুসারী। রসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীদের সাহচর্য যারা পেয়েছেন বা ইসলামের অনুসারী হিসাবে তাদের সাথে দেখা হয়েছে এমন লোকদের পরিচয় সূচক পরিভাষা।

'সাবেঈন'
তাবেঈন
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

তামান্না: تمنى (তামান্না); ১টি কবিতায়। আশা, আকাঙ্খা, বীর্যপাত।

আমার তামান্না আমার আশা
(কবিতা ও গান-১১৫)

তামাম: تمام (তামাম); ২টি কবিতায়। পরিপূর্ণতা, পরিপক্কতা।

এই সে তামাম দুনিয়াটাই
(রুবাইয়াৎ ই হাফিজ-৪১)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তারিক: طارق (ত্বারিক্ব); ৪টি কবিতায়। নিশাচর, শেষ প্রহরের তারকা। ৭১১ খ্রি স্পেন বিজয়ী সেনাপতি তারিক ইবনে ঝিয়াদ।

নয়ি দুনিয়ার মুসা তারিক !
(রীফ সর্দার, সন্ধ্যা)

তারিখ: تاريخ (তারীখ)। ইতিবৃত্ত, বর্তমান দিবস, কোন কিছু সৃজন বা নির্মাণকালে লিখে ফেলা।

দিন ও তারিখ হল সব ঠিক, গলাগলি করে দুই বেয়াই
(খাদিজা, মরু-ভাস্কর)

তারিফ: تعريف (তা'রীফ); ১টি কবিতায়। সতর্ক করা, পৌঁছে দেয়া, প্রশংসা করা।

ওঠো, নাচো ! আমরা প্রচুর করব তারিফ মদ-অলস
(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৬)

তাসনীম: تسنيم (তাসনীম); ১টি কবিতায়। প্রাচুর্য, শস্য শ্যামলিমা। বেহেস্তের একটি উৎসের নাম।

তাসনীত সে প্রস্রবণ-উৎস,
(সূরা তাৎফিক, কাব্য আমপারা)

তাহামা: تهامة (তিহামাহ্)। দক্ষিণ হেজাজে মক্কার সন্নিকটবর্তী একটি এলাকা।

উরজ্ য়্যামেন নজদ হেযাজ তাহামা ইরাক শাম
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

তিলাওয়াৎ: تلاوة (তিলাাওয়াহ্); ১টি কবিতায়। পাঠ করা, বাঙালি সমাজে শুধুমাত্র কুরআন পাঠ বোঝাবার জন্যেই শব্দটি বিশিষ্ট।

ঐ মসজিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত্
(কবিতা ও গান-১২৩)

তীন: تين (তীন); ১টি কবিতায়। ডুমুর বৃক্ষ। আল্লাহ এ বৃক্ষের নামে কসম কেটেছেন।

শপথ "তীন" "যায়তুন" "সিনাই" পাহাড়।
(সূরা তীন, কাব্য আমপারা)

তুফান: توفان (তুফান); ২৪টি কবিতায়। বন্যা, ঝড়, প্রবল বর্ষণ।

......বহে আজি
বৈশাখী তুফান।।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

(গুল বাগিচা-১৪)

তৈমুর: تیمور (তায়মূর)। লৌহ। ইনি মধ্যযুগের ইতিহাসের নায়ক চেঙ্গীস খাঁ'র দশম অধস্তন পুরুষ এবং মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ সময় নায়ক তৈমুর জং (জন্ম ১৩৩৬ খ্রি)। তুর্কী উপজাতি 'গুর খানের' নেতৃত্ব থেকে তিনি এশিয়া মাইনর হতে চীন পর্যন্ত বিশাল ভূ ভাগের মালিক হন । আয়ুর আনুকূল্যে পেলে আরো কি করতেন তা ভাবা যায় না।[১১৭]

মামুদ, নাদীর শাহ্ আবদালী, তৈমুর এই পথ বাহি'
(আমানুল্লাহ, জিঞ্জীর)

তোহফা: تحفة (তু'হ্ফাহ); ১টি কবিতায়। উপঢৌকন, বিরল্য, অনুপম শিল্প কীর্তি।

আল্লার দয়ায় তোহ্ফা এল ধরার কূলে।।
(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৩৭)

তৌবা: توبة (তাওবাহ্); ৬টি কবিতায়। অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পূর্ব কৃত কর্মের জন্যে ক্ষমা চাওয়া।

তৌবা-নাক খপ্‌তা।
(লিচু চোর, ঝিঙে ফুল)

(ث)

সামুদ: ثمود (ছামূদ); ২টি কবিতায়। পানির জন্যে গর্ত খনক। হযরত ছালেহ (আ) এর সম্প্রদায়। এরা প্রেরিত পুরুষের সাথে বাড়বাড়ি, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী হত্যা করার অপরাধে খোদায়ী গজবে পতিত হয়। এরা কুরআনে বর্ণিত আদ জাতিরাই একটি শাখা। কুরআন মরীফের সূরা হুদে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

'সামুদ' জাতি সে গর্ব ভরে
অগ্রসর হল হতভাগারা
(সূরা শাম্‌স-কাব্য আমপারা)

(ج)

জমহুর: جمهور (জ্বামহূর); ১টি কবিতায়। সর্বসাধারণ, বিপুল সংখ্যক।

ঘরে যদি বসিস গিয়ে 'জমহুর' আর আবাস্তর'
(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৯৬)

---

[১১৭] অধ্যাপক কে. আলী, মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস (ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৯০), দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ৬০-৮২

Dhaka University Institutional Repository

জমা: جمع (জ্বাম্’); ৪টি কবিতায়। মুষ্টিবদ্ধ করা, ঘুষি মারা, একত্রিকরণ।

আবার এদেরে ডেকে আল্লাহর ঈদগাহে কর জমা।
(নবযুগ, শেষ সওগাত)

জমায়েত: جماعة (জ্বামাা’আহ্); ৭টি কবিতায়। মৌলিক কারণ, দল, সম্মিলন।

দুশমন দোস্ত এক-জামাত !
(ঈদ মোবারক, জিঞ্জীর)

জলওয়া: جلوة (জ্বিলওয়াহ্); ১টি কবিতায়। বাসর গৃহে বর কর্তৃক কনেকে প্রদত্ত উপঢৌকন , নব বধুকে বাসর ঘরে প্রথম প্রেরণ।

জল্‌ওয়া দেখায়ে দিল হরিলে বন্ধু হলে বেগানা;
(কবিতা ও গান-১৫০)

জলসা: جلسة (জ্বালসাহ); ৯টি কবিতায়। সভা।

ওরে স্থান পাবে কি জলসাতে তোর একজেবা খুশ বুই?
(কবিতা ও গান-১২)

জল্লাদ: جلاد (জ্বাল্লাদ্); ১টি কবিতায়। ঘাতক।

ইহাদেরই প্রেমে কাঁদি আমি, কেন এরা হল জল্লাদ?
(মোহর্রম, শেষসওগাত)

জহরত: جوهرات (জ্বাওহারাাত); ৩টি কবিতায। সরা নির্যাস, অনু, মূল্যবান প্রস্তর।

খুঁজিছে বিপনী জহরতের,
(নওরোজ, জিঞ্জীর)

জহুরী: جوهرى (জ্বাওহারী)। মণি-মুক্তা এবং মূল্যবান প্রস্তর বিক্রেতা।

নও জোয়ানীর জহুরী ঢের
(নওরোজ, জিঞ্জীর)

জাজিরাতুল: جزيرة (জ্বাঝীরাহু)। টিলা, দ্বীপ।

খালেদ ! খালেদ ! জাাজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি
(খালেদ, জিঞ্জীর)

জানাজা: جنازة (জ্বানাাঝাহ্); ৪টি কবিতায়। মরদেহ, শবাধার। প্রচলিত অর্থে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে, সমাহরণের পূর্ব মুহূর্তে, আনুষ্ঠানিকভাবে নিবেদেয় প্রার্থনা।

নাড়ি ছেঁড়া একি জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে ব্যেপো !

(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-তিরোভাব, বিষের বাঁশী)

জান্নাত: جنة (জ্বান্নাহ্); ১২টি কবিতায়। উদ্যান, স্বর্গ।

জান্নাত হতে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।
(খেয়াপারের তরণী, অগ্নিবীণা)

জাফরান: جعفران (জ্বা'আফরাান)। কুস্কুম, কেশর।

পরি' জাফরানী বেশ
(ঝিঙেফুল, ঝিঙেফুল)

জাফরী: جعفری (জ্বা'ফরী)। চৌকা, ছিদ্রযুক্ত বেড়া'।

.... তোমার জাফরী-ফাঁকে
খুঁজেনা তাহারে গগন-আঁধারে-মাটিতে পেলে না যাকে!
(বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি, চক্রাবাক)

জাম: جام (জ্বাম)। কাঁচ পাত্র, গ্লাস।

শয়তান আজ ভেশতে বিলায় শারাব-জাম
(ঈদ মোবারক, জিঞ্জীর)

জামী: جامی (জ্বামী)। ইনি পারস্যের প্রথম শ্রেণির কবি ও সূফী মওলানা নূরুদ্দীন ইবনে আব্দুর রহমান (১৪১৪-৯২ খ্রি)। জামজিনায় বাস করতেন বলে কবি-নাম হয়েছে জামী। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৮ এর বেশি। এর মধ্যে কিছু গদ্য গ্রন্থ ও রয়েছে।[১১৮]

সেই জামী খৈয়াম সে তব্রিজ;
(গুল বাগিচা-৭৮)

জাহান্নাম: جهنم (জ্বাহান্নাম); ৭টি কবিতায়। নরক।

পেলে বাহান্ন-শ ও জাহান্নামেও আধা চুমুকে সে শুষে খাই !
(ধূমকেতু, অগ্নিবীণা)

জিব্রাইল: جبرائيل (জ্বিব্রাঈল); ৬টি কবিতায়। আল্লাহর অহংকার। প্রধান ফেরেস্তার নাম। ইনি নবীদের সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে দূতিয়ালী করতেন।

সালাম করিয়া উর্ধ্বে বিলীন হইল আলোক জিব্রাইল !
(শাক্কুস সাদ্র, মরু ভাস্কর)

[১১৮] প্রাগুক্ত, ১১খণ্ড, পৃ. ৩৫১-২

জীন: جن (জ্বিন্ন); ৬টি কবিতায়। দর্শনাতীত সূক্ষ্ম বস্তু। জগতের প্রধান দুই সৃষ্টির অন্যতম, জিন জাতি। অশরীরী এ জাতি মানব বসতি শুরু হওয়ার অনেক পূর্বে পৃথিবীতে বসবাস করত। জিঘাংসায় মেতে ওঠায় এদের পৃথিবীর অধিকার তুলে নেয় হবে।

কাঁপে জীন !
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম, আবির্ভাব, বিষের বাঁশি)

জুম্মা: جمعة (জুম্'আহ); ১টি কবিতায়। সপ্তাহ, শুক্রবার।

দু পেয়ালি পান করো আজ বারের বাদশা জুম্মা বার।
(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৫৫)

জেদ্দা: جدة (জদ্দাহ্); ১টি কবিতায়। পাড়, রাস্তা, চিহ্ন। আরবের একটি প্রাচীন জনপদ এবং বর্তমানে একটি ব্যস্ত নগরী। আদি মাতা হাওয়া (আ) কে বেহেস্ত হতে বের করে দিয়ে এখানেই রেখে যাওয়া হয়েছিল বলে মুসলিম ইতিহাস দাবি করছে।

জেদ্দার পুবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত,
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

জেহাদ: جهاد (জ্বিহ্যাদ্ব); ৩টি কবিতায়। চেষ্টা, সাধনা। সমাজে ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিজের সর্বস্ব নিয়োগ করে চেষ্টা করার ইসলামী পরিভাষা।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর ঘোষবে কে জেহাদ?
(বাংলার আজিজ, সন্ধ্যা)

জোব্বা: جبة (জ্বুবাহ্); ১টি কবিতায়। সম্মুখ ভাগে খোলা এবং প্রশস্ত আস্তিন বিশিষ্ট দীর্ঘ আলখেল্লা।

জাব্বা জোব্বা দিয়ে ধোঁকা
দিবি আল্লাহর, ওরে বোকা।
(শহীদি ঈদ, ভাঙার গান)

জোয়ান: جوان (জ্বাওয়্যান)। যুবক।

কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
(কান্ডারী, হুঁশিয়ার, সর্বহারা)

জোহর: ظهر (জুহ্র); ২টি কবিতায়। দুপুরোত্তর সময়। প্রচলিত অর্থে এ সময়ে সম্পাদেয় ফরজ নামায।

খালেদ ! খালেদ ! ফজরে এলেনা, জোহর কাটানু কেঁদে

(খালেদা জিঞ্জীর)

জৌলুস: جلوس (জুলূস)। শব্দটি বসা, উপবেশন করা এ জাতীয় অর্থ জ্ঞাপকই হবে। সম্ভবত এখানে অলংকারিক অর্থ, রুপ-সৌন্দর্য-আভা-জ্যোতি, প্রকাশ করছে।

চাঁদের জৌলুস তাহারি রওশনি মাখি'।
(গুল বাগিচা-৫০)

জওহার: جوهر (জ্বাওহার)। সার নির্যাস, মূল্যবান পাথর, অণু।
(হৃত-ক্যাটালগ)

জওয়াব: جواب (জ্বাওয়্যাব); ৪টি কবিতায়। জলাশয়, প্রশ্নোত্তর।
কি দিবি মোহাম্মদে জওয়াব।
(শহীদি-ঈদ, ভাঙার গান)

জবর: جبر (জ্বাব্‌র্‌); অত্যাচার করা, কারো আর্থিক অবস্থা ভাল করে দেয়া, শক্তি প্রয়োগ করা। বিষম।

ফোঁস করে ফের। বিষ কি জবর।
(ঠ্যাং ফুলী, ঝিঙে ফুল)

(ح)

হালাল: حلال ('হালাাল); ৫টি কবিতায়। বৈধ।

... সব হারাম
আমাদের কাছে; শুধু হালাল
দুশমন খুন লাল সে লাল।
(দু:শাসনের রক্তপান, ভাঙার গান)

হালিমা: حليمة (হালীমাহ্‌); ২টি কবিতায়। ক্ষমাশীল নারী, সম্মানিয়া, ধীর-স্থিরা। মুহাম্মদ (স) এর ধাত্রীর নাম। ইনি আরবের 'বনু সায়াদ' গোত্রের নারী। এ গোত্রের ভাষা ছিল খাঁটি ও বিশুদ্ধ আরবী। এই মহিলার ধাত্রীত্বে শৈশব কেটেছিল বলে মুহাম্মদ (স) পরিণত জীবনে চমৎকার আরবী ভাষী হয়েছিলেন।

শিশুরে হেরিয়া হালিমার চোখে অকারণে কেন ধরেনা জল
(পরভৃত, মরু-ভাস্কর)

Dhaka University Institutional Repository

হাশর: حشر ('হাশর); ৮টি কবিতায়। তীক্ষ্ম শ্রবণ শক্তি, তীক্ষ্ম বর্শা, তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, একত্র করা। মুসলিম পরিভাষার পরকালের এমন একটি বিশেষ স্থানও বিশেষ মুহূর্তের ধারণা, যেখানে মহাপ্রলয়োত্তর সকল মানুষকে চূড়ান্ত বিচারের জন্যে আল্লা'র সমীপে হাজির করা হবে।

রোজ হাশরের বিচার দিনে
(জুলফিকার-৮)

হাসান: حسن (হাসান); ৬টি কবিতায়। সৎ, উত্তম, সুন্দর। হযরত আলী (রা) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসান (রা:)। যিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে বিষ প্রয়োগে শহীদ হন।

হাসানের মত পিব পিয়ালা সে জহরের
(মোহররম, অগ্নিবীণা)

হাসিল: حاصل ('হাছিল); ৩টি কবিতায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পর অবিশিষ্টাংশ, মূলধন। ব্যবহারিক অর্থে-অর্জন।

হল না আর কিছুই হাসিল,
(রুবাইয়াৎ ই হাফিজ-৫৮)

হাসীন: حسين ('হাসীন); ১টি কবিতায়। সুন্দর, সুদর্শন।

আস্‌ল ছুটে হাসীন্‌ ঊষা নও বেলালের শিরীন সুরে।
(ভোরের সানাই, সন্ধ্যা)

হায়দরী: حيدري (হায়দ্বারী)। পুরুষ সিংহবৎ সাহসিকতা। হযরত আলী (রা:) এর উপাধি 'হায়দার' এর পদান্তর। যেমন-আলী হায়দার (রা:)।

জাগো, ওঠ মুস্‌লিম, হাঁকো হায়দরি হাঁক,
(মোহররম, অগ্নি বীণা)

হায়াত: حيوة ('হায়াহ্‌); ১টি কবিতায়। জীবন, জীবৎকাল।

তব হাত হতে আব হায়াত
লুটে নিল ইউরোপ এজিদ !
(রীফ সর্দার, সন্ধ্যা)

হিস্‌সা: حصة ('হিছ্‌ছাহ); ৩টি কবিতায়। অংশ।

মোদের হিস্‌সা আদায় করিতে ঈদে
দিল হুকুম আল্লা তা'লা।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

(ঈদের চাঁদ, নতুন চাঁদ)

হিসাব: حساب ('হিসাব); ১৪টি কবিতায়। গণনা, অঙ্ক।

আয় গুনাহ্‌গার ক্ষতির হিসাব চুকিয়ে নে তোর এই বেলা
(কৈশোর, মরু-ভাস্কর)

হুকুম: حكم ('হুকুম); ১০টি কবিতায়। শাসনকার্য পরিচালনা করা, বিচার মীমাংসা করা, নির্দেশ প্রদান করা।

ও ভাই নিত্য নতুন হুকুম জারি
(ধীবরদের গান, সর্বহারা)

হুজুর: حضور ('হুদূর); ৪টি কবিতায়। কাছে ঘেষা, উপস্থিত হওয়া।

ও ভাই হাজার ক'রেও ঐ হুজুরদের
পাইনে মনের তল।
(ধীরবদের গান, সর্বহারা)

হুর/হুরী: حور ('হূর); ১১টি কবিতায়। পরিচ্ছন্নতা, স্বর্গের অপ্সরী।

উহু উহু করি' কাঁচা ঘুম ভেঙে ওঠে নীলা হুরী,
(চাঁদনী রাতে, সিন্ধু হিন্দোল)

হেজাজ: حجاز (হিজ্বাঝ); ২টি কবিতায়। প্রতিরোধক, দুইটি বস্তুর মধ্যস্থলে অবস্থানকারী। লোহিত সাগরের তীরবর্তী পশ্চিম আরবের একটি অঞ্চলের নাম।

উর্‌জ্‌ য়্যামেন্‌ নজ্‌দ হেযাজ্‌ তাহামা ইরাক শাম
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

হেফাজত: حفاظة ('হিফাজাহ্‌); ২টি কবিতায়। রক্ষণাবেক্ষণ করা, সার্বক্ষণিকভাবে কোন কাজ করতে থাকা।

তিনি তোমার হেফাজতে দিবেন ক্ষুধার রুটি;
(কবিতা ও গান-১৩৪)

হেরা: حراء ('হিরাা'); ৬টি কবিতায়। মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। এ পাহাড়ের একটি অপ্রশস্ত গুহায় মুহাম্মদ (স) জীবনের চত্বারিংশ বর্ষের দিনগুলো ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটান এবং এ অবস্থাতেই আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। এটা ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা।

যেথা হেরা গুহার আঁধারে প্রথম
ইসলামের জ্যোতি লভিল জনম

Dhaka University Institutional Repository

(কবিতা ও গান-১৪১)

হোকবা: حقبة ('হুক্বাহ্); ১টি কবিতায়। সুদীর্ঘ, সময়। প্রতি হোকবায় আশি বছর বলে ধারণা করা হয়। অর্থাৎ 'হোকবা' শব্দটি সময় পরিমাপের একক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সেই খানেতে করবে তারা বহু হোকবা অবস্থান।
(সূরা নাবা, কাব্য আমপারা)

হোতামা: حطمة (হুত্বামাহ্); ১টি কবিতায়। পিষ্টক। একটি নরকের নাম।
নিশ্চয় নিক্ষিপ্ত হবে সে যে "হোতামার"
(সূরা হুমাজাত, কাব্য আমপারা)

হোসেন: حسين ('হুসায়ন); ৬টি কবিতায়। শব্দটি 'হাসান এর ক্ষুদ্রার্থক। হযরত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা) এর কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম 'হুসায়ন (রা)। ইনি ৬০ হিজরীতে কারবালায় একটি প্রতারণামূলক যুদ্ধে য়াঝীদ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। যোগ্যতার বিচারে ইনিই ছিলেন ইসলামী খিলাফতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। হযরত মু'আবিয়ার (রা) একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কারণে ইমাম হোসেন খিলাফতের। ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হন এবং মুয়াবিয়া-পুত্র য়াঝীদের নিষ্ঠুরতার কারণে তিনি সপরিবারে অসহায়ভাবে প্রাণ হারান। তাঁর এ ট্রাজেডী মুসলিম উম্মাহকে দ্বিধা বিভক্ত করে দেয়।

হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের
(মোহররম, অগ্নিবীণা)

হোবাশা: الحبشة (আল'হাবাশাহ্)। হাবশা। লোহিত সাগরের তীরবর্তী আফ্রিকীয় মুসলিম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্র ইথিউপিয়া।

হোবাশা জোরশ কত পরদেশে ঘুরিল তরুণ বণিকবর
(খাদিজা, মরু ভাস্কর)

হারাম: حرام ('হারাম); ১৫টি কবিতায়। অবৈধ এবং নিষিদ্ধ বস্তু।
বেহেস্তে যা হারাম নহে
মর্ত্যে হবে হারাম তা কি?
(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৬১)

হামদ: حمد (হাম্‌দ); ১টি কবিতায়। প্রশংসা করা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আরবী ভাষার উপর একচেটিয়া মুসলিম ফলে মুসলমানী ব্যাখ্যানুযায়ী শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর

প্রশংসা করার জন্যেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। শব্দটি নজরুল তাঁর একটি গানের শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

(কবিতা ও গান-২৭৩)

হজ্জ: حج (হাজ্জ); ৫টি কবিতায়। পণ করা, যুক্তি তর্কে প্রাধান্য লাভ করা। শাস্ত্রিক পরিভাষায় পুণ্যার্জনের আশায় নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বছরের নির্ধারিত সময়ে মক্কার কা 'বা গৃহ প্রদক্ষিণ ও আরাফাত ময়দানে অবস্থান করাকে হাজ্জ বলে। এটা সমর্থ মুসলমানের উপর অলঙঘ্য করণীয়।

হজের অধিক পাবি সওয়াব
এক হলে সব মুসলিমে।
(গুল-বাগিচা-৭৭)

হদ্দ: حد ('হাদ্দ); ১টি কবিতায়। শেষ সীমা, সীমা-রেখা, আইনের আওতা।

হদ্দ হলেন বৌদি ভেবে,
(সর্দাবিল, চন্দ্রবিন্দু)

হযরত: حضرة ('হাদ্‌য়াহ); ৯টি কবিতায়। নিকটবর্তী, সম্মান সূচক সম্বোধন।

'জুলফিকার' আর 'হারদরী' হাঁক হেথা আজো হযরত আলীর-
(শাত্‌ ইল আরব, অগ্নিবীণা)

হরফ: حرف ('হার্‌ফ); ৩টি কবিতায়। পার্শ্ব, সীমা, অক্ষর।

সুর্মা-রেখার কাজল হরফ নরনাতে আর লেখবো না।
(বিরহ বিধূরা, পূর্বের হাওয়া)

হলকুম: حلقوم ('হুল্‌কুম); ১টি কবিতায়। কণ্ঠনালী।

হলকুমে হানে ত্যাগ ও কে ব' সে হাতিতে?
(মোহররম, অগ্নিবীণা)

হসরত: حسرة ('হাস্‌রাহ); ২টি কবিতায়। দু:খ, ব্যথা-বেদনা, আকাঙ্খা।

মিটেনা হসরত।
(কবিতা ও গান ১২৯)

হাইওয়ান: حيوان ('হায়ওয়্যান); ১টি কবিতায়। জীবজন্তু।

হায়ওয়ান-সাথে মিলানো হাত
(রীফ, সর্দার সন্ধ্যা)

হাওয়া: حواء ('হাওয়া'); মানব জাতির আদি মাতা, হযরত আদম (আ) এর সহধর্মিণী বিবি হাওয়া (আ) । ইহাকে আদি মানব আদম (আ) এর বাগ পাঁজরের একটি হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে বলে কিতাবী ধর্মগুলো দাবি করছে। এঁরই ভুলের জন্যে মানব জাতিকে স্বর্গ ছেড়ে মর্তে বাসা বাঁধতে হয়েছে।

চলে গেল 'হাওয়া', 'আদম', 'শিশু' ও 'নুহ' নবী-
(অনাগত, মরু ভাস্কর)

হাকিম: حكيم ('হাকীম); ২টি কবিতায়। প্রাজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী, শাসক।

ডাকো হাকিম কপট চতুর
(রুবাইয়াৎ ই হাফিজ-৫)

হাজির: حاضر ('হাদির); ৪টি কবিতায়। শহুরে লোক, উপস্থিত।

মাধবি কুঞ্জেত হাজির।
(বাসন্তী, সিন্ধু-হিন্দোল)

হাজী: حاجي ('হাজ্জ্ব); ২টি কবিতায়। হজ্জব্রত পালনকারী।

'আরবের হাজী মিঞা বা পরে, থুড়ি।।
(খিঁচুড়ি জন্তু, চন্দ্রবিন্দু)

হাজেরা: حاضرة ('হাদিরাহ); ১টি কবিতায়। শহর, জনপদ, সম্মুখবর্তী। হযরত ইব্রাহীম (আ) এর একজন স্ত্রী ও ইসমাঈল (আ) এর মায়ের নাম।

মা হাজেরা হোক মায়েরা সব
(শহীদি ঈদ, ভাঙার গান)

হাদিস: حديث ('হাদীচ); ৬টি কবিতায়। কথা-বার্তা, নতুন ঘটনা, নতুন বস্তু। রাসূলুল্লাহর (স:) কথা, কাজ ও সম্মতির ইসলামী পরিভাষ।

কোরান হাদিস সবাই বলে
(রুবাইয়াৎ ই হাফিজ-৬১)

হানাফী: حنفي ('হানাফী); ১টি কবিতায়। ধর্মে দৃঢ়তা। ইমাম আ ম আবু হানীফা (৭০০-৬২ খ্রি.) প্রদত্ত কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে শরীয়তের বিধিগত যে কাঠামো গড়ে ওঠে সে শররী কাঠামোই হানাফী মাযহাব নামে পরিচিত। এ মাযহাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহনশীলতা, উদারতা, সহজতা, যুক্তি গ্রাহ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা। ইমাম আবু হানীফা ইসলামী আইনের মূল ভিত্তি হিসাবে কুরআনকেই একচেটিয়া প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মাত্র ১৭/১৮ টি হাদীস শুদ্ধ

হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বরং প্রয়োজনে তিনি কিয়াসের আশ্রয় নিতেন। পরিবেশ-প্রতিবেশ তাঁর কাছে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতো। এসব কারণেই মুসলিম বিশ্বের সিংহ ভাগ মানুষ তাঁর অনুসারী।

হান্‌ফী ওহাবী লা-মযহাবীর তখনও মেটেনি গোল,
(খালেদ, জিঞ্জীর)

হানিফ: حنيف ('হানীফ); ১টি কবিতায়। ধর্মানুরাগী।

কর্মেতে হানীফ হয়ে কেবল আল্লার
করুক তাহারা পূজা, উপাসনা আর।
(সূরা বাইয়েনাহ্ল কাব্য আমপারা)

হাফিজ: حافظ ('হাফিজ)। সমগ্র কুরআন শরীফ যারা মুখস্থ করেন মুসলমানগণ তাদের হাফিজ বলেন। ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজ (মৃত্যু-১৩৮৯ খ্রি.) ও হযত কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ। তিনি ইরানের শিরাজে জন্ম গ্রহণ করেন। কবিতায় তিনিই উদ্দিষ্ট।

দাও সেই রুমী, সাদী, হাফিজ
(গুল বাগিচা-৭৮)

হাফিজা: حافظة/ حفيظة ('হাফীজাহ্); ১টি কবিতায়। মুখস্থকারীনি, তত্ত্বাবধায়িকা। মুহাম্মদ (স:) এর ধাত্রী হালীমার একটি কন্যার নাম। এই মেয়েটি মুহাম্মদ (স) এর সময়বস্কা ছিলেন।

হালিমার দুই কন্যা 'আনিসা ও 'হাফিজা' ছুটি
(প্রত্যাবর্তন, মরু-ভাস্কর)

হাবীব: حبيب ('হাবীব); ৯টি কবিতায়। বন্ধু। বন্ধু অর্থক আরো অনেক শব্দ আরবীতে থাকলেও আল্লাহ মুহাম্মদ (স) কে স্বীয় বন্ধু হিসাবে বরণ করতে 'হাবীব' শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন-ইব্রাহিম (আ) এর জন্যে 'খলীল'।

... বিশ্বের পিতা যার
'হাবীব' বন্ধু, হারায়ে পিতায় সে এল ধরা মাঝার।
(আলো আঁধারী, মরু ভাস্কর)

(خ)

খতিয়ে: خط (খাত্ব)। ব্যবহারিক শব্দটি মূল শব্দের মূল শব্দের আলংকারিক রুপ। চিঠি, লিপি, ঋণপত্র, আঁচড় বা ঘর্ষণ। হিসাব নিকাশ করা, বিবেচনা করা।

আয় গুনাহগার, লাভ লোকসান খতিয়ে নে তোর এই বেলা,
(কৈশোর, মরু-ভাস্কর)

খতীব: خطيب (খাত্বীব); ১টি কবিতায়। বক্তা । জুমু'আর নামাযে যিনি মুছল্লিদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন।

তুই খতীব নতুন ভাষায়,
(জুলফিকার-৩)

খবর: خبر (খাবার); ১৮টি কবিতায়। সংবাদ, ঘটনা, হাদীস।

খবর বেরোয় দৈনিকে।
(কামাল পাশা, অগ্নিবীণা)

খবুজ: خبز (খুব্ঝ): ২টি কবিতায়। রুটি।

শুক্নো খবুজ খোর্মা চিবায়ে উমর দারাজ-দিল
(খালেদ, জিঞ্জীর)

খলিফা: خليفة (খালীফাহ্); ৫টি কবিতায়। স্থলাভিষিক্ত। ইসলামী খিলাফাতের প্রধান ব্যক্তির খেতাব।

দাও সেই খলিফা সে হাশ্মত
(গুলবাগিচা-৭৮)

খয়বর: خيبر (খায়বার); ২টি কবিতায়। মদীনার প্রায় দুই'শ মাইল উত্তরে একটি ইয়াহুদী অধ্যুষিত উর্বর অঞ্চল। এই রণাঙ্গনে হযরত আলী (রা) অভূত পূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন (৬২৮ খ্রি)।

বীরত্ব শেখ্ খয়বরী-দ্বারা
ভগ্নকারী আলী'র কাছে
(রুবাইয়াৎ ই হাফিজ-৪৫)

খাওয়ালা: خولة (খাওলাহ্)। হরিণী। জনৈকা ইতিহাস খ্যাতা মুসলিম নারী।

মোদের খাওয়ালা জগতের আলা বীরত্বে গরিমায়।
(কবিতা ও গান-৭১)

খাজনা: خزانة (খাঝানাহ্); ২টি কবিতায়। টাকশাল, ধনাগার।

খাজনা তারি দিলি না, যে দ্বীন-দুনিয়ার রাজা;
(কবিতা ও গান-১৭২)

খাদিজা: خديجة (খাদ্বীজ্বাহ); ২টি কবিতায়। যে রমনী উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই সন্তান প্রসব করে। বিত্তবর্তী বিধবা আরবী রমণী খাদীজা বিনতে খুয়ায়লিদ। যিনি চল্লিশ বছর বয়সে পঁচিশ বর্ষী টগবগে যুবা মুহাম্মদ (স:) কে তাঁর তৃতীয় স্বামী রুপে বরণ করেছিলেন।

এসেছে আমিনা আব্দুল্লা কি, এসেছে খদিজা সতী?
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-তিরোভাব, বিষের বাঁশী)

খাদেম: خادم (খাদ্বিম); ১টি কবিতায়। সেবক, চাকর।

এরাই মানব-জাতির খাদেম, ইহারাই খাক্‌সার,
(বক্‌রীদ, শেষ সওগাত)

খান্নাস: خناس (খান্নাাস)। আত্ম-গোপক। শয়তান।

কুমন্ত্রণা দানকারী “খান্নাস” “শয়তান”
(সূরানাস, কাব্য আমপারা)

খারেজীন: خارجين (খাারজ্বীন); ১টি কবিতায়। দল ছুট, অনিয়মিত বা অনাবাসিক ছাত্র। ইসলামের ইতিহাসে হি্জ্বরী ছত্রিশ সালে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা) এর মধ্যে সংঘটিত সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা) এর সিদ্ধান্তে বিদ্রোহ করে যে বার হাজার মুসলমান বেরিয়ে যায় পরে তারা ‘খারেজী সম্প্রদায়’ নামে পরিচিত হয়। অবশ্য কবিতায় উদ্দিষ্ট ‘খারেজিন’ এরা নন।

রোয়ে “ওয়্যা-হোবল” ইবলিস খারেজীন-
কাঁপে জীন!
(ফাতেহা ই দোয়াজ দাহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

খালাসী: خلاصي (খালাছী); ১টি কবিতায়। মুক্তক, উদ্ধারক। ব্যবহারিক অর্থে জাহাজে বা সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী। ভারি বস্ত ওঠানো নামানোর কাজে নিযুক্ত ভৃত্য।

আমরা মুটে কল-খালাসী।
(শ্রমিকের গান, সর্বহারা)

খালী: خالي (খালী); শূণ্য, অবিবাহিত নারী পুরুষ। শুধুমাত্র।

মলয়-শীতলা সুজলা এদেশে-আশিস করিও খালি-
(চিরঞ্জীব জগ্‌লুল, জিঞ্জীর)

খালেক: خالق (খাালিক্ব); ১টি কবিতায়। স্রষ্টা, নব আবিস্কর্তা।

Dhaka University Institutional Repository

মেরা মালিক, মেরা খালিক, মেরা মাবুদ হায় তু।
(কবিতা ও গান-২৭৩)

খালেদ: خالد (খ্যালিদ); ৪টি কবিতায়। চিরস্থায়ী। ইনি ইসলামের ইতিহাসের অপরাজিত সিপাইসালার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)। সাইফুল্লাহ খিতাব প্রাপ্ত এ সেনাধ্যক্ষ হযরত উমার (রা) কর্তৃক পদচ্যুত হন।

আমার আদেশ-খালেদ ওলিদ সেনাপতি থাকিবেনা,
(খালেদ, জিঞ্জীর)

খালেদা: خالدة (খ্যাল্লিাহ)। চিরস্থায়ীনি। তুরস্কের মুসলিম গুণবতী নারী খালেদা এদিব (১৮৮৪-১৯৬৪)। তিনি একজন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও স্বাধীনতা কামী দন্ডিত হয়ে তিনি দেশ ত্যাগ করেন।[১১৯]

লক্ষ খালেদা আসিবে, যদি এ নারীরা মুক্তি পায়।
(কবিতা ও গান-৭১)

খাস: خاص (খ্যাছ); ২টি কবিতায়। বিশিষ্ট, বাছাইকৃত, উত্তম।
ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস্ দিন
(মোহররম, অগ্নি বীণা)

[১১৯] সম্পাদক, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১০ম খণ্ড, (১৯৯১), পৃ. ৬-৯

Dhaka University Institutional Repository

খিঞ্জীর: خنزير (খিঞ্জীর)। শুকর।

তারা খিঞ্জীর, যার জিঞ্জীর গলে ভূমি চুমি 'মুরছায়।
(রণ-ভেরী, অগ্নিবীনা)

খিমা: خيمة (খীমাহ্); তাঁবু, কুটির।

বেহুশ খিমাতে সকিনা অসহ বেদনা সয়ে।
(গুলবাগিছা-৭৫)

খিলাফৎ: خلافة (খিলাফাহ্) ১টি কবিতায়। কোন দায়িত্ব গ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ, ইসলামী সরকারের পরিভাষা।

খিলাফৎ তুমি চাওনি ক' কভু, চাহিলে-আমরা জানি,-
(খালেদ, জিঞ্জীর)

খুৎবা: خطبة (খুৎবাহ্); ৩টি কবিতায়। বক্তৃতা, বিবৃতি। জুম'আর নামাযের পূর্বে মুসল্লিদের উদ্দেশে ইমামের প্রদেয় ভাষণ।

খোৎবা পড়বি মসজিদে
(জুলফিকার-৩)

খেজাব: خضاب (খিদাব); ১টি কবিতায়। রাঙাবার উপকরণ বিশেষ। যাদ্বারা, বিশেষ করে, শুশ্রু রাঙানো হয়ে থাকে।

বাবু দেন মেথে দাড়িতে 'খেজাব'
(প্যাক্ট, চন্দ্রবিন্দু)

খেতাব: خطاب (খিত্বাব); ২টি কবিতায়। জন ভাষন, বক্তৃতা, চিঠি, বার্তা। ব্যবহারিক অর্থে উপাধি, পদবি ইত্যাদি।

শুধু পড়ছ কেতাব, নিচ্ছ খেতাব, নিমক হারাম বে-ঈমান।।
(মিলন-গান, ভাঙার গান)

খেদিভ: خديو (খিদ্বীভ)। ফারসীতে অর্থ হচ্ছে খুদাওয়ান্দ এবং আরবীতে খুদায়বিয়ৎ খোদাওয়ান্দ, সম্রাট, শক্তিধর এবং উঝীর ইত্যাদি। খেদীত একটি রাজকীয় উপাধি। এটি মধ্য যুগে মুসলিম শাসকদের জন্যে ব্যবহৃত হত। ১৮৬৭ সনে তুর্কী সুলতান আব্দুল আজীজ মিসরের গভর্নর ইসমাঈল পাশাকে এই উপাধি প্রদান করেন। ১৯২৪ সনে মিসরের উপর ইংরাজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সে দেশের মুহাম্মদ আলী বংশের সকল শাসকের জন্যে সাধারণ ভাবে খেদীভ উপাধি ব্যবহৃত হত। ১৯১৪ সনে নতুন শাসক সুলতান উপাধি ধারণ করেন। যা ১৯২২

সনের শে ফেব্রুয়ারি ইংরাজ কর্তৃত্ব অবসানের পর সে দেশের শাসকদের উপাধিতে পরিণত হয়। অধিকাংশ ইউরোগীয় রচনায় খেদীভ এর জন্যে ভাইসস শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১২০]

মিসরে খেদিভ ছিল বা ছিলনা, ভুলেছিল সব লোক,
(চিরঞ্জীব জগ্‌লুল, জিঞ্জীর)

খেলাত: خلعة (খিল্ 'আহ); ১টি কবিতায়। সম্মান স্বরুপ প্রদত্ত পোষাক।

তোর একার তরে দেননি খোদা দৌলতের খেলাত।
(কবিতা ও গান-১৩৯)

খেলাফ: خلاف (খিলাাফ); ১টি কবিতায়। পরিপন্থা, বিরুদ্ধাচরণ।

শরীয়তের আজ খেলাফ করে বেদম আমি করব ভুল।
(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৭৯)

খেসারত: خسارة (খাসাারাহ্); ১টি কবিতায়। নোঙরামী, ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া।

তুমি নানান ছলে খেলাফ করে বেদম আমি করব ভুল।
(কবিতা ও গান-১২৯)

খেয়াল: خيال (খিয়াল); ৩টি কবিতায়। ছায়া মূর্তি, ভূত, কল্পনা ধারণা।

নাইকো খেয়াল গোলাম গুলোর হারাম এ সব বন্দী-গড়ে।
(আনন্দময়ীর আগমনে, কবিতা ও গান-১৮)

খৈয়াম: خيام (খিয়্যাম); তাঁবু নির্মাতা। এটা ইরানের জ্যোতির্বিদ ও বিখ্যাত কবি উমার খিয়ামের নাম। তিনি একদিকে পঞ্জিকা সংশোধন ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞান গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অন্যদিকে কাব্য চর্চা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রুবাইয়াৎ বিশ্বাব্যাপী পরিচিত।

সেই জামী খৈয়াম সে তব্‌রিজ
(গুল বাগিচা-৭৮)

[১২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

(د)

দখল: دخل (দ্বাখ্‌ল); ২টি কবিতায়। প্রবেশ। ব্যবহারিক অর্থে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা।

সুতা কেটে আর বস্ত্র বুনিয়া কেল্লা করিবে ওরা দখল !
(পূজা-অভিনয়, নির্ঝর)

দজলা: دجلة (দ্বিজ্‌লাহ); ২টি কবিতায়। ইরাকের পূর্বাঞ্চলীয় টাইগ্রীস নদী।

দু'চোখ ঝলিয়া আশার দজলা ফোরাত পড়িছে গ'লে !
(খালেদ, জিঞ্জীর)

দজ্জাল: دجال (দ্বাজ্জ্বাল); ৩টি কবিতায়। মহা প্রতারক। মহা প্রলয়ের পূর্বে আসন্ন এক অসুর, যে নানাভাবে প্রতারিত করে মানুষের ঈমান হরণ করবে বলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন।

দাজ্জাল শেষ যুগে আবির্ভূত হয়ে উলুহিয়্যা বা খোদায়ী শক্তির দাবী করবে। সে নানাভাবে প্রতারিত করে মানুষের ঈমান হরণ করবে বলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন। ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তার প্রথম প্রকাশ ঘটবে। সে সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্ব নিয়ে নিবে, কিন্তু ঈসা (আ)-এর আগমনে সে প্রকম্পিত হবে এবং ঈসা (আ)-এর হাতেই তার মৃত্যু হবে।[১২১]

তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া ফেরাউন দজ্জাল।
(চিরঞ্জীব জগলুল, জিঞ্জীর)

দর্জা: دروجة (দ্বারাজ্বাহ্‌); ১টি কবিতায়। ধাপ, মর্যাদা।

এই মাসে যা করবি সওয়াব দর্জা হাজার গুণ
(কবিতা ও গান-১১৩৩)

দফতর: دفتر (দ্বাফ্‌তার); ১টি কবিতায়। খাতা, নোট বই, ফাইল। ভাল অর্থে প্রশাসনিক কর্মালয়।

ভবিষ্যতের দফতরে লেখা রহিল সে কথা, ও বাণী যেন গো খোদ খোদার
(শাক্‌কুস সাদ্‌র, মরু ভাস্কর)

দলিজ: دهليز (দ্বিহ্‌লীঝ)। দেউড়ী, বৈঠক খানা।

অদূরে 'দলিজে' মোত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন-রোল
(পরভৃত, মরু-ভাস্কর)

---

১২১ ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ১১৫-১১৬।

দলিল: دليل (দ্বালীল)। পথ প্রদর্শক, গাইড, রাস্তা। প্রমাণ।

দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা-নাই দলিল,
(ঈদ-মোবারক, জিঞ্জীর)

দাউদ: داؤد (দ্বাউদ্ব); ৪টি কবিতায়। প্রধান চারজন রসূলের অন্যতম। এর উপর যাবূর কিতাব অবতীর্ণ হয়। হাদীসের ভাষ্য মতে, ইনি মানব সন্তানদের মধ্যে সব চাইতে সুদর্শন ও সুকণ্ঠী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সময় কাল খ্রি পূর্ব এক হাজার অব্দ।

দাউদ নবীর শিরিন-স্বর ঐ বেণু বীণার মধুর গৎ।
(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৯১)

দাওত: دعوة (দ্বা'ওয়াহ্); ৪টি কবিতায়। আহ্বান, আমন্ত্রণ।

'আদাওতীর' এ দাওতে কে যাবি মৃত্যুতে প্রাণ করিয়া পণ?
(উঠিয়াছে ঝড়, ঝড়)

দাওয়াই: دواء (দ্বাওয়াা); ৩টি কবিতায়। রোগের প্রতিষেধক, ঔষধ।

ধীর চিত্তে সহ্য কর, দু:খ সুখের এই দাওয়াই
(রুবাইয়াত ই ওমর খৈয়াম-১৪৬)

দাখিলা: دخيلة (দ্বাখীলাহ্); প্রবিষ্ট, অনু প্রবিষ্ঠ, কাজ কর্মে অংশীদার। দরবারী অর্থে এমন প্রমাণ পত্র যাতে নিবন্ধিত ভূমির মালিকানা ও অবস্থান নির্ণিত থাকে।

চোখে চোখে পেশ দাখিলা চেক
(নওরোজ, জিঞ্জীর)

দাবী: دعوي (দ্বা'ওয়াা)। অধিকার, স্বত্ব।

হয়তো যা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবি।
(সত্য কবি, ফণি-মনসা)

দামেশ্ক: دمشق (দ্বিমাশ্ক্ব)। দ্রুতগামী ব্যক্তি। মুসলিম আরব রাষ্ট্র সিরিয়ার রাজধানী। এটা উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম খিলাফতের ও রাজধানী ছিল।

রুদ্র মাতম্ ওঠে দুনিয়া-দামেশ্কে-
(মোহররম, অগ্নি বীণা)

দ্বীন: دين (দ্বীন); ৯টি কবিতায়। জীবন পদ্ধতি, অভ্যাস, ধর্ম।

বেঁচে যাবে তুমি, বাঁচিবে দ্বীন,
(শহীদি ঈদ, ভাঙ্গার গান)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়া: دنيا (দুন্য়া); ২১টি কবিতায়। পৃথিবী, ভু-পৃষ্ঠ।

নীল সিয়া আস্মান, লালে লাল দুনিয়া–
(মোহররম, অগ্নি-বীণা)

দুলদুল: دلدل (দুল্দুল্); ৩টি কবিতায়। বড় কাজ, পৃষ্ঠদেশে দাগ থাকা। রসুলুল্লাহ (স) এর একটি খচ্চর-বাহনের নাম।

হবে "দুলদুল" আসওয়ার পাবে আল্লার তলোয়ার হাতে।
(এক আল্লাহ "জিন্দাবাদ" শেষ সওগাত)

দেরেম: درهم (দ্বির্হাম); ভার, নগদ অর্থ। রৌপ্য মুদ্রা। মরক্কো এবং আরব আমিরাতের মুদ্রার নাম।

হেরেম বাঁদীরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল্
(নওরোজ, জিঞ্জীর)

দোওয়া: دعاء (দু'আ); ২টি কবিতায়। প্রার্থনা করা।

দোওয়া কর তোমরা সবে,
(কবিতা ও গান-১)

দোকান: دكان (দুক্কান)। বিপণী।

এই সদাগর এই দোকান
(কৈশোর, মরু-ভাস্কর)

দোর্রা: درة (দ্বির্রাহ্)। চাবুক, দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি।

মেরেছ দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের' পরে।
(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

দৌলৎ: دولة (দ্বাউলাহ্) ৬টি কবিতায়। সময় বা সম্পদের আবর্তন। আধুনিক অর্থে রাষ্ট্র।

পচা দৌলৎ; -দু'পায়ে দল !
(অগ্র-পথিক, জিঞ্জীর)

(ذ)

জিকির: ذكر (যিক্র); ১টি কবিতায়। বার বার আওড়েয় বাক্য, স্মরণ, সুনাম। প্রচলিত অর্থে আল্লাহর নাম জপ করা।

আল্লাহর নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে;
(কবিতা ও গান-১২৩

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

(ر)

রওজা: روضة (রাওদাহ্); ২টি কবিতায়। বাগান, শস্য-শ্যামল ভূমি। মু'হাম্মাদ (স) এর পবিত্র সমাধিক্ষেত্রের ভক্তিমূলক নাম।

"আমার সালাম পৌঁছে দিও নবীজীর রওরাজায়;'
(কবিতা ও গান-৭৪)

রকম: رقم (রাক্বাম); ১টি কবিতায়। লিখন, সংখ্যা, প্রকার, এক প্রকার রেশমী বস্ত্র।

তোরা কতই রকম দিস্ 'সেস্'
(প্রাথমিক শিক্ষা বিল, চন্দ্রবিন্দু)

রজব: رجب (রাজ্বাব); ১টি কবিতায়। লজ্জাবোধ করা। আরবী বর্ষ পঞ্জীর ৭ম মাস।

'রজব শাবান পবিত্র মাস বলে গোঁড়া মুসলমান'
(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-৫৪)

রদ: رد (রাদ্দ); ৪টি কবিতায়। ফিরিয়ে দেয়া, প্রত্যাহার করা, রহিত হয়ে যাওয়া।

'ভাল করার থাকলে কিছু মদ খাওয়া মোর হত রদ।'
(রুবাইয়াৎ-ই: ওমর খৈয়াম-৬৪)

রবাব: رباب (রাবাাব); ১টি কবিতায়। বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

রবার ববে কাঁদিবে রমল
সুরের কোমল রেখাবে।
(কবিতা ও গান-৪৯৮)

রমজান: رمضان (রামাদাান); ৩টি কবিতায়। দাহক। আরবী পঞ্জিকার নবম মাস। এ মাস ব্যাপী মুসলমানগণ রোযা পালন করেন বলে এর আরেক নাম 'রোজার মাস'

'পান পিয়াসার তরে তবে সৃষ্ট বুঝি এ রমজান।'
(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-৫৪)

রমল: رمل (রাামাল); ২টি কবিতায়। বালুকা। আরবী কাব্যে একটি ছন্দের নাম।

'চপল রমল' ছন্দ সে'
(গানের মালা-১৬)

রশিদ: رشيد (রাশীদ্ব); ১টি কবিতায়। সৎপথের অনুসারী, টিকেট বা ছাড়পত্র।

'নিয়ে রাখ্ আগাম রশিদ।।'
(গুল-বাগিচা-৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

রসূল: رسول (রাসূল); ৮টি কবিতায়। সংবাদ বাহক, দূত। আল্লাহর পক্ষ হতে স্বতন্ত্র পুস্তক ও শরীয়ত প্রাপ্ত নবী।

'আল্লা, রসূল, ইসলাম শের-মারা শম্‌শের।'
(খালেদ, জিঞ্জীর)

রহম: رحم (রাহ্‌ম); ৬টি কবিতায়। মমতা, অনুগ্রহ, দয়া।

'আন্‌ রহম মা ফাতেমার।'
(জুলফিকার-৩)

রহমান: رحمان (রাহ্‌মান); ৩টি কবিতায়। সীমাহীন অনুগ্রহ পরায়ন। পরম দাতা।

শহীদের শির-সেরা আজি। .... রহমান কি রুদ্র নন?
(কোরবাণী, অগ্নি-বীণা)

রহিমা: رحيمة (রা 'হীমাহ)। পরম করুণাময়ী, পরম দয়াবতী। মুসলিম ইতিহাসের জনৈকা গুণবতী নারীর নাম।

"রহিমার কত মহিশা কাহার তাঁর সম সতী কেবা,"
(কবিতা ও গান-৭১)

রহীম: رحيم (রা'হীম); ১টি কবিতায়। অতিমাত্রায় অনুগ্রহ পরায়ণ। পরম দয়ালূ।

'তুমি রহিমুর রহমান আমি গুণাহ্‌গার বান্দা'
(কবিতা ও গান-১২৬)

রাজি: راضي (রাাদী); ৩টি কবিতায়। আনন্দিত, সম্মত।

'মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে হইল রাজি,
(সত্যাগ্রন্থী মোহাম্মদ, মরু-ভাস্কর)

রাবেয়া: رابعة (রাাবি'আহ)। চতুর্থা। ইনি মুসলিম ইতিহাসের প্রথম তপস্যীনি। তিনি রাবেয়া বসরী নামে পরিচিতা।

'এস তা পসিনী রাবেয়া ওঠ শুকতারা'
(কবিতা ও গান-২৬৫)

রাহত: راحة (রাা'হাহ্‌); ১টি কবিতায়। খাবা, হাতের তালু, আনন্দ।

'সুখরণ করতে রাহত'
(কবিতা ও গান-৮৭৬)

রিজিয়া: راضية (রাাদিয়্যাহ)। সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্তা। ইনি মুসলিম ভারতের একমাত্র মহিলা সম্রাজ্ঞী (১২৩৬-৪০ খ্রি.)। তিনি ইলতুতমিশের উত্তরাধিকারীনি ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

'রাজ্য শাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষর।'
(কবিতা ও গান-৭১)

রিশ: ريس (রারস) স্পর্ধা, প্রদর্শন, প্রাধান্য বিস্তার।

'বুকেতে নাহিক জোশ তেজ রিশ,
(জীবনে যাহার বাঁচিল না, নির্ঝর)

রীশ: ريش (রীশ)। প্রাচুর্য, সম্পদ।

মুখেতে কেবল বুলন্দ রীশ।
(জীবনে যাহারা বাঁচিল না, নির্ঝর)

রীফ: ريف (রীফ); ১টি কবিতায়। উর্বর, দেশে, গ্রাম্য এলাকা, মরক্কোর উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য উপকূলীয় অঞ্চল। মরক্কো।

'মোর চেয়ে প্রিয় রীফ-বাসী।'
তোর এ পাহাড়ী ছেলে মেয়ে।
(রীফ-সর্দার, সন্ধ্যা)

রুজু: رجوع (রুজু); ১টি কবিতায়। প্রত্যাবর্তন করা।

আঁধার ঘোরে জীবন-খেলার নূতন পালা রুজু।
(কবিতা ও গান-৮৫)

রুমী: رومي (রূমী)। ইনি মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মরমী কবি জ্বালালুদ্দীন রুমী (১২০৭-৭৩) খ্রি। খোরাসানের বলখে জন্ম গ্রাহক এ সূফী পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের কেনায়ায় বাস করতেন বলে রুমী হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। শামস তিবরিবীর প্রভাবে তিনি বিজ্ঞান চর্চা ছেড়ে অধ্যাত্ম চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি "নৃত্যশীল দরবেশ" নামক সূফীদের সাধন পদ্ধতির প্রবর্তক। তাঁর প্রধান গ্রন্থ মাহনাকী। উপমহাদেশের ধর্মীয় বক্তাগণ তাঁর কবিতার উদ্বৃতি দিয়ে বক্তব্য সরস ও সহজবোধ্য করেন।[১২২]

দাও সেই রুমী সাদী হাফেজ
(গুলবাগিচা-৭৮)

রুয়ৎ: رأية (রু 'য়াহ্); ১টি কবিতায়। চোখে দেখা। সাক্ষাৎ।

'হবে মোবারক রুয়ৎ',
(জুলফিকার-১০)

---

১২২ সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩১-২

Dhaka University Institutional Repository

রুবাই: رباعية (রুবাা 'ঈয়্যাহ্)। চার অবয়ব বিশিষ্ট, চতুষ্পদী কবিতা।

'হাফিজ উমর শিরাজ পালায়ে লেখে 'রুবাই'।
(নওরোজ, জিঞ্জীর)

রূহ: روح (রুহ্); ৫টি কবিতায়। আত্ম।

'আহ আমার রুহে মিশে'
(কবিতা ও গান-৮৮০)

রেওয়াজ: رواج (রাওয়্যাাজ); ১টি কবিতায়। ব্যাপকতা লাভ করা, জনপ্রিয়তা অর্জন করা। প্রচলিত অর্থে প্রথা।

'হেজাজি আচার-মত রেস্ম রেওয়াজ বত'
(সম্প্রদান, মরু-ভাস্কর)

রেজওয়ান: رضوان (রিদ্ওয়াান); ১টি কবিতায়। পরম তুষ্টি, আত্ম তৃপ্তি, বেহেস্তের দ্বাররক্ষীয় নাম।

'বেহেস্ত-দ্বারী রেজওয়ান চায় কোথায় পাবে মিষ্টি ফল'
(কৈশোর, মরু-ভাস্কর)

রেসম: رسم (রাস্ম); ১টি কবিতায়। রীতি-নীতি, প্রথা।

'হেজাজি আচার-মত রেসম রেওয়াজ যত'।
(সম্প্রদান, মরু-ভাস্কর)

(ز)

জগলুল: زغلول (ঝাগলূল); ১টি কবিতায়। দুগ্ধ পোষ্য শিশু, সপ্রতিভ ব্যক্তি। ইনি বিশ শতকের মিসরীয় নৃপতি ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা।

জগলুলে পেয়ে ভুলে ছিল ওরা সুদান-হারার শোক।
(চিরঞ্জীব জগলুল, জিঞ্জীর)

জব্বুর: زبور (ঝাবূর); ১টি কবিতায়। লিখিত বস্তু, জ্ঞানগর্ভ পুস্তক। প্রধান চারটি ঐশী গ্রন্থের প্রথমটি। এটি হযরত দাউদ (আ) এর উপর অবতীর্ণ হয়।

জব্বুর তওরাত ইঞ্জিল যাহার আসার বাণী
(নও কাবা, মরু-ভাস্কর)

জমজম: زمزم (ঝাম্ঝম); ৩টি কবিতায়। প্রচুর পানি, অল্প অল্প পান করা এবং দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বল। মুসলিম ইতিবৃত্তে এর উৎপত্তিক কাহিনী হযরত ইব্রাহীম

Dhaka University Institutional Repository

(আ) ও তদীয় স্ত্রী-পুত্র হাজেরা-ইসমাঈলের সাথে সম্পৃক্ত। কূপটি কা'বা গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে স্থানে কৃষ্ণ প্রস্তর অবস্থিত তার বিপরীত দিকে। চৌদ্দ ফুট গভীর এই কূপের উপরে ১টি গম্বুজ আছে। মুসলমানগণ এ কূপের পানি পবিত্র ও স্বাস্থ্যপ্রদ মনে করে পান করেন। ইসলাম পূর্বকালে জুমহুরীগণ তাদের সমুদয় সম্পদ নিক্ষেপ করে কুপটি ভরে ফেলেছিল। পরে মুহাম্মদ (স) এর দাদা আবদুল মুত্তালিব কূপটি আবিষ্কার করে পূণঃখনন করেন এবং উহার চতুর্দিকে পাকা প্রাচীর তুলে দেন। ৯০৯ খ্রি জমজমের পানি উপচে বন্যা হয়, যাতে কয়েক জন হাজী প্রাণ হারান।[১২৩]

মোরা একা গৃহ-মক্কাতে আমি আনি জমজম-পানি।
(কবিতা ও গান-২৯)

জাকাত: زكوة (ঝাকাাহ্); ৫টি কবিতায়। প্রবৃদ্ধি, পরিশুদ্ধি, নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদে নির্ধারিত পরিমাণ কর বছরে একবার নির্ধারিত খাতে প্রদানের ইসলামী পরিভাষা।

বুক খালি করে আপনারে আজ দাও যাকাত
(ঈদ-মোবারক, জিঞ্জীর)

জুলেখা: زليخاء (যালীখা); ৪টি কবিতায়। আঝীঝ ই মিসরের স্ত্রী। হযরত ইউসুফ (আ) যখন তাঁর বিমাতা-ভ্রাতাদের দ্বারা কূপে নিক্ষিপ্ত হয়ে এবং আরব বনিকদের দ্বারা মিসরে আনীত হয়ে বহু মূল্যে আজীজ ই মিসরের দ্বারা ক্রীত হন, তখন তাঁকে যে ঘরটিতে থাকতে দেয়া হতে ঐ ঘরে আজীজ ই মিসরের স্ত্রী, এই যালীখাহ্ য়ূসূফকে দেখা শোনা করতেন। ইউসুফ (আ) এর বয়স তখন সাত বছর। পরিণত বয়সে ইউসুফ (আ) এতই সুদর্শণ যুবক হন যে, যে কোন নারীই তাঁর দর্শনে মোহিত হত। স্বভাবতই জুলেখা ইউসুফের প্রতি আসক্ত হলেন। একদিন নির্জণ-বন্ধ ঘরে যালীখা ইউসুফ (আ) কে কামোন্মাদনায় ঝাপটে ধরলে ইউসুফ (আ) ছুটে পালান। একটি শিশুর অলৌকিক সিদ্ধান্তে ইউসুফ (আ) নির্দোষ প্রমাণিত হন। তবুও আজীজ ই মিসর নিজের লোকলজ্জা ঢাকবার জন্যে নিষ্পাপ ইউসুফকে জেলে পাঠান। সাত বছর পর ইউসূফ (আ) কারামুক্ত হয়ে প্রথমে মিসরের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে মিসর রাজ তাঁর অনুকূলে রাজ্য ভার ছেড়ে দিলে ইউসুফ (আ) মিসরের বাদশা হন। ইতোমধ্যে আজীজ ই মিসরের মৃত্যু হলে যালীখা বিধবা হন এবং

---

[১২৩] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ (আ) এর সাথে তার পরিণয় হয়। কুরআনের সূরা য়ূসুফে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।[১২৪]

হায় জুলেখা মজ্‌ল বৃথাই
ইউসোফের ঐ রুপ দেখে
(জুলফিকার-১৯)

জামানা: زمانة (ঝামাানাহ্‌); ৪টি কবিতায়। ঝামান শব্দের রুপভেদ। সময়, কাল।

নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যায় জামানার অভিশাপ,
(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

জিয়ারত: زيارة (ঝিয়াারাহ্‌); ১০টি কবিতায়। সাক্ষাৎ করা, প্রদক্ষিণ করা, পর্যবেক্ষণ করা। প্রচলিত অর্থে মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থলে উপস্থিত হয়ে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা।

মেটেনি কদম জিয়ারত আশা
(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৩১)

জায়তুন: زيتون (ঝায়তূন); ৩টি কবিতায়। ঝায়তুন বৃক্ষ বা উহার ফল। কুরআন কারীমে আল্লাহ এ বৃক্ষের নামে কসম করেছেন।

শপথ “তীন” “যায়তুন” সিনাই পাহাড়
(সূরা তীন, কাব্য আমপারা)

জোহরা: زهراء (ঝাহ্‌রাা); ৬টি কবিতায়। শুভ্র-কমনীয় কায় রমণী।

মোদের পুণ্যে জোহরার মত সুরুপা য়ুরুপা দীপ্যমান
(আমানুল্লাহ, জিঞ্জীর)

(س)

(কবিতা ও গান ১৯)

শিরাজী: سراجى (সিরাাজ্বী); ২টি কবিতায়। সূর্যোলোক।

নবমী চাঁদের ‘সসারে’ ও কে গো চাঁদিনী শিরাজী ঢালি’

সওয়াল: سوال (সাওয়াাল)। কিছু চাওয়া, জিজ্ঞাসা করা।

(হৃত-ক্যাটালগ)

---

[১২৪] মাওলানা মহিউদ্দীন খান, কোরআনুল কারীম, পৃ. ৬৫৪-৬৫৬, ৬৬০, ৬৬৩-৪, ৬৭৩

সকীনা: سكينة (সাকীনাহ্); ৩টি কবিতায়। স্থিরতা। তৃপ্তি, শান্তি, ইমাম ‘হুসায়ন তনয়া’ ‘সকীনাহ’। ইনি কারবালায় নব বর কাসিমকে হারিয়ে বৈধব্য প্রাপ্তা হন।

‘কস্কণ পঁইচি খুলে ফেলে সকীনা।’
(মোহররম, অগ্নি-বীণা)

সনদ: سند (সানাদ্দ); ৩টি কবিতায়। আশ্রয়, পর্বত, সূত্র। হাদীস বর্ণকদের ক্রমধারা। সার্টিফিকেট।

‘পণ্য বেহেশ্‌তী সনদ’।
(জুলফিকার-১৯)

সফর: سفر (সাফার); ১টি কবিতায়। ভ্রমণ করা, যাত্রা করা,
‘এল আজ সফর করে সফর চাঁদে চাঁদ মুসাফের।’
(শৈশব লীলা, মরু-ভাস্কর)

সাইমূম: سموم (সামূম); ২টি কবিতায়। লূ-হাওয়া।
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি’
সাইমুম-ঝড়ে।
(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

সাকি: ساقى (স্যাক্বী); ২৫ টি কবিতায়, পানীয় পরিবেশক,
শারাবান তহুরা লাও সাকী লাও ভর্
(শারাবন তহুরা, পূবের হাওয়া)

সাকিম: سقيم (সাক্বীম); ২টি কবিতায়। রুগ্ন।
নূর জাহানের দূর সাকিম
(নওরোজ, জিঞ্জীর)

সাত্তার: ستار (সাত্তার); ১টি কবিতায়। মহা গোপক। আল্লাহর গুণাত্বক নাম।
আয়্ সাত্তার ! আয়্ গাফ্‌ফার !
করদে বেড়া পার !
(কবিতা ও গান-২৭৩)

সা’দ: سعد (সা’দ); ১টি কবিতায়। সৌভাগ্য। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) সিপাহসালার খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে পদচ্যুত করে সম্ভবত ইহাকে সেনা প্রধানের দায়িত্ব দেন।

একে একে সব রেখে দিলে তুমি সা ‘দের চরণ’ পরি !
(খালেদ, জিঞ্জীর)

Dhaka University Institutional Repository

সাদী: سعدي (সা 'দ্বী)। ইরানের শ্রেষ্ঠ সূফী কবি প্রতিভা শেখ মুছলেহ উদ্দীন সিরাজীয় নাম (১১৭৫-১২৯৫ খ্রি.)। মেধা, প্রতিভা, সততা, জ্ঞান পিপাসা, জীবন-বৈচিত্র্য ইত্যাদিতে ভরপুর এক কিংবন্তী তিনি।

দাও সেই রুমী সাদী হাফিজ
(গুল বাগিচা-৭৮)

সালাম: سلام (সালাাম); ১৮টি কবিতায়। অক্ষর, ত্রুটি মুক্ত, শান্তি। মুসলমানী অভিবাদন।

কে ভাই ? হাঁ, হাঁ, সালাম।
(কামাল পাশা, অগ্নি বীণা)

সাহারা: سحراء (ছ 'হ্রাা'); ১৬টি কবিতায়। মরুভূমি, মরুময় প্রান্তর।

মরু সাহারা গোবীতে সব্‌জার জাগে দাগ!
(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আর্বিভাব, বিষের বাঁশী)

সায়েলা: سائلة (সাাইলাহ্)। প্রশ্নকারীনি।

আজিকে ছায়েলা লায়েলা চুমায় লাল যোগী।
(ঈদ মোবারক, জিঞ্জীর)

সিজদা: سجدة (সিজ্বদ্বাহ); ৬টি কবিতায়। ভূমিতে ললাট স্থাপন করা, আল্লাহর উদ্দেশে শির নত করা।

খোদার আমরা কবিগো সেজ্‌দা, রাসুলে করি সালাম,
(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

সিজ্জিন: سجين (সিজ্জীন); ১টি কবিতায়। চিরস্থায়ী কয়েদ। মুসলিম শাস্ত্রানুযায়ী এটি বিশেষ স্থানের নাম, যেখানে মৃত্যুর পর অবিশ্বাসীদের আত্মা সমূহকে বন্দি করে রাখা হয় এবং এখানেই তাদের পার্থিব জীবনের যাবতীয় কর্মের ফিরিস্তি সংরক্ষিত থাকে।

জান কি, সে সিজ্জিন কি? লিখিত কেতাব
(সূরা তাৎফিক, কাব্য আমপারা)

সিনাই: سينين (সীনীন); ১টি কবিতায়। সিনাই নাম প্রান্তর। এখানে তূর পর্বত অবস্থিত। জায়গাটির অবস্থান মিসরে, লোহিত সাগরের উত্তর তীরে।

শপথ 'তীন' 'জায়তুন' 'সিনাই' পাহাড়
(সূরা তীন, কাব্য আমপারা)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সিন্দাবাদ: سندباد (সিন্দ্‌বাদ্‌)। আরব্য রজনী নামক বিখ্যাত উপাখ্যানের একজন নায়ক। ঐ কাহিনীতে তিনি একজন দু:সাহসী নাবিক হিসাবে বহু ধনরত্নের অধিকারী হন এবং একজন সৎ মানুষ ও বিপদ গ্রস্থের পরম বন্ধু হিসাবে চিত্রিত হন।

ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিন্দাবাদের বাহন সাজো।
(আজাদ, নতুন চাঁদ)

সিরাজ: سراج (সিরাাজ্‌)। দীপ, সূর্য্য। এটা সম্ভবত নওয়াব সিরাজ উদ দৌলার নাম। তিনি বাংলার সর্বশেষ মুঘল শাসক এবং বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বীর শহীদ। তাঁর ষড়যন্ত্র মূলক পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে (১৭৫৭ খ্রি) বাংলায় বানিয়ার ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয়।

প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, সিরাজ, রানা প্রতাপ, আকবর।
(কবিতা ও গান-৩০০)

সুদান: سدان (সুদ্দাান); ১টি কবিতায়। এটি লোহিত সাগরের তীরবর্তী আফ্রিকার একটি আরব মুসলিম রাষ্ট্র। এর রাজধানীর নাম খার্তুম।

জগলুলে পেয়ে ভুলে ছিল ওরা সুদান হারার শোক।
(চিরঞ্জীব জগলুল, জিঞ্জীর)

সুন্নী: سنى (সুন্নী)। যে নিয়ম মেনে চলে। মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশের উপদলীয় পরিচয়।

শিয়া-সুন্নী লা-মাবহাবী এ জামায়াতে
(কবিতা ও গান-১২৭)

সুলতান: سلطان (সুল্‌ত্বাান); ১টি কবিতায়। আইন সঙ্গত অধিকার, সাম্রাজ্য, সম্রাট।

সুলতান হ্যায়, - আয় সাত্তার।
(কবিতা ও গান -২৭৩)

সুলতানাৎ: سلطنة (সাল্‌ত্বানাহ্‌); ১টি কবিতায়। সাম্রাজ্য, রাজত্ব।

শারব নিয়ে বসো, ইহাই মহমুদেরই সুলতানৎ,
(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৯১)

সুলতানা: سلطانة (সুল্‌ত্বানাহ্‌); ৩টি কবিতায়। সম্রাজ্ঞী।

এস বাংলার চাঁদ-সুলতানা
(হেম প্রভা, ফণি মনসা)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সেলিম: سليم (সালীম)। নিরাপদ, সতেজ, স্বচ্ছন্দ, পরিণত। এটা মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পারিবারিক নাম। তিনি ক্ষমতায় থাকা কালে (১৬০৫-২৭ খ্রি.) বর্ধমানের জায়গিরদার শের ই আফগানের বিধবা স্ত্রী নূরজাহানের রুপে মোহিত হয়ে তাকে বিয়ে করেন (১৬১১)।

তব প্রেমে উন্মাদ ভুলিল সেলিম সে যে রাজাধিরাজ
(বুল বুলধ: দ্বিতীয় খন্ড-১৮)

সোলেমান: سليمان (সুলায়মান); ২টি কবিতায়। পদার্থকে ক্ষয়ের মাধ্যমে রূপ পরিবর্তন করা। এটি একজন রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রাপ্ত নবীর নাম। এঁর পিতা হযরত দাউদ (আ) যিনি যাবূর কিতাব প্রাপ্ত হন। এঁদের সময় কাল খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দ।

পাতাল গহরে কাঁদে জিন, পুন ম'লো কিরে সোলেমান?
(ফাতেহা ই দোয়াজ দাহম-তিরোভাব, বিষের বাশী)

সোহেলী: سهيلي (সুহায়লী)। সৌভাগ্য সূচক একটি বিশেষ নক্ষত্র।

গ্রহ তারা মোর সোহেলিরা নিশি জাগে তার সন্ধানে।
(আর কত দিন, নতুন চাঁদ)

(ش)

শওকত: شوكة (শাওকাহ্); ১টি কবিতায়। কাঁটা, কাঁটাবিদ্ধ হওয়া। বীরত্ব।

'কোথায় সে শান শওকত'
(জুলফিকার-২)

শরবত: شربة (শুরবাহ্); ১টি কবিতায়। পিপাসা নিবৃত্ত হওয়ার মত পানি।

'নিত্য দিয়াছ মৃত এ জাতিরে অমৃত শরবত'
(কবিতা ও গান-৯১)

শারাব: شراب (শাররাব); ২৯ টি কবিতায়। পানীয় দ্রব্য।

আমরা শরাব পান করি তাই শ্রীবৃদ্ধি ঐ পানশারার,
(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-১২৩)

শরীক: شريك (শারীক); ২টি কবিতায়। অংশী, সংশ্লিষ্ট।

তবু অজ্ঞানে বদি শয়তানে শরিকী স্বত্ব আনে'
(গোঁড়ামি ধর্ম নয়, শেষ সওগাত)

শরীফ: شريف (শারীফ); ৩টি কবিতায়। ভদ্র, মর্যাদাবান, মর্যাদা সম্পন্ন।

'পরনি ক শিরে শরীফি তাজ'

Dhaka University Institutional Repository

(রীফ-সর্দার, সন্ধ্যা)

শরীয়ত: شريعة (শরী 'আহ্); ১টি কবিতায়। মুসলিম বিধান।

'শরীয়তের আজ খেলাফ করে বেদম আমি করব ভুল।
(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-৭৯)

শহদ: شهد (শাহ্দ)। মধু।

'নামে মাখা যাঁর শিরিন শাহদ'
(কবিতা ও গান-১৪৫)

শহীদ: شهيد (শাহীদ্ব); ২টি কবিতায়। সাক্ষী, উপস্থিত ব্যক্তি, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে প্রাণোৎসর্গী ব্যক্তি।

'শহীদের দেশ ! বিদায় ! এ অভাগা আজ নোয়ার শির'।
(শাত্-ইল-আরব, অগ্নিবীণা)

শয়তান: شيطان (শায়ত্বান); ২৯টি কবিতায়। পাষন্ড, পামর, পাপাত্মা। মুসলিম ধর্মানুযায়ী আদম (আ:) কে সিজদা করা সংক্রান্ত আল্লাহর আদেশ সরাসরি অমান্য করে অভিশপ্ত হয়ে যাওয়া ইবলীস-এর কুখ্যাত নাম। তার আর এক নাম আছে আঝাঝিল।

'প্রহরী সেকানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান।

(পাপ, সাম্যবাদী)

শাদ্দাদ: شداد (শাদ্দাদ্ব); শক্তিমান, ক্ষমতাবান। আদের দ্বিতীয় পুত্র ও বাদশা। সে ঐশী গ্রন্থে বেহেস্তের বর্ণনা শুনে বর্তমান দক্ষিণ ইয়েমেনের রাজধানী এডেনের পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলে বেহেস্ত নির্মাণের নির্দেশ দেয়। নির্মাণ শেষে আত্মীর স্বজন সহ তা দেখতে গেলে সদর দরজায় পৌঁছুতেই তার মৃত্যু হয়।

'আজি বান্দা যে ফেরউন শাদ্দাদ, নমরুদ মারোয়ান'

(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

শাবান: شعبان (শা 'বাান); ১টি কবিতায় মুসলমানী বর্ষগণনার অষ্টম মাস।

'রজব শাবান পবিত্র মাস বলে গোঁড়া মুসলমান।'

(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-৫৪)

শাম: شام (শাম): ২টি কবিতায়। উত্তর দিক। উত্তরাঞ্চল। আরব ভূ-খন্ডের উত্তর সীমানায় অবস্থিত একটি এশীয় মুসলিম-আরব রাষ্ট্র। প্রচলিত নাম- সিরিয়া।

‘শামবাসী ওরা সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ’।

(খালেদ, জিঞ্জীর)

শামিল: شامل (শামিল); ৫টি কবিতায়। আবেষ্টক। প্রচলিতার্থে অন্তর্ভূক্ত।

‘সকলের পিছে নহে বটে তবু জমাতে শামিল নয়।

(খালেদ, জিঞ্জীয়)

শাফায়াত: شفاعت (শাফা ‘আহ্); ৭টি কবিতায়। সুপারিশ করা, আকাংখা প্রকাশ করা।

‘শাফায়াত চাহিনা আমি’

(কবিতা ও গান ৭৩)

শাহাদাত: شہادت (শাহাদাহ্); ৪টি কবিতায়। সাক্ষ্য, সার্টিফিকেট, সত্যায়ন।

শাহাদাতের বাণী আধো আধো বোলে।।

(চাঁদনী রাতে, সিন্ধু-হিন্দোল)

শিয়া: شيعة (শী ‘আহ্); ২টি কবিতায়। অনুবর্তী, অনুসারী, দল। ইয়াজীদের বাহিনীর হাতে কারবালায় ইমাম হুসায়নের (রা:) নির্মম ট্রাজেড়ী থেকে উদ্ভত ইমাম হুসায়ন ও হযরত আলী (রা:) এর পরিবারের প্রতি সমাবেদনা ও সহানুভূতিকে আশ্রয় করে পরবর্তী কালে মুসলিম সমাজে ইমাম হুসায়ন তথা আলী (রা:) পন্থি যে রাজনৈতিক উপদলের জন্ম হয় উহাই ইসলামের ইতিহাসে শী‘আতু আলী বা শী‘আহ্ সম্প্রদায় নামে খ্যাত। ইসলামের ইতিহাসের একটি দুঃখজনক ঘটনা হতে উদ্ভত এ দলটি কালে এত অধিক পরিমানে প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়া চরমপন্থি হয়ে পড়ে যে, এঁরা ‘ইসলামী খিলাফাহ’ বিষয়ক শরয়ী বিধানেও মৌলিক পরিবর্তন দাবি করে, যা কুরআন ও হাদীস কর্তৃক সমর্থিত নয়। আবদুল্লাহ ইবনে সাবাহ নামে একজন ধর্মান্তরিত ইহুদীর ‘ওয়াসী’ ছিলেন। তিনিই ইসলামী খিলাফতের একমাত্র হকদার। এ হক চলবে পুরুষানুক্রমে। সুতরাং অন্য যাঁরা মুসলমানদের খলীফা হয়েছেন ওটা ছিল ক্ষমতার অবৈধ দখলদারিত্ব। হক পন্থি মুসলিম সমাজ এদের উক্ত দাবি সমর্থন না করায় এরা মুসলিম সমাজের একটি ফেরকা হিসাবেই চিহ্নিত হয়। এদের আনাগোনা অবশ্য রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর সাথে সাথেই শুরু হয়েছিল। হযরত

উসমান (রা:) এর শাহাদাত এদের কারণেই হয়েছে বলে মনে করা হয়। যাই হোক বর্তমানে এরা ইরানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।[১২৫]

‘হিংসায় সিয়া শিয়াদের তাজে’

(সুব্‌হ-উম্মেদ; জিঞ্জীর)

শীষ: شيث (শীচ): ১টি কবিতায়। হিব্রু (ঝযবরয), ইংরেজী সেথ। তিনি আধি মানব দম্পতির তৃতীয় জোড়ের সন্তান। পিতা আদম (আ:) এর ১৩০ বছর বয়সে এবং অগ্রজ হাবীলের মৃত্যুর পঞ্চম বছর তাঁর জন্ম হয়। তিনি ৯১২ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর একজন পুত্রের নাম ঊহড়পয (আনুস)। তিনি নবুয়াতি সিল্‌সিলার দ্বিতীয় নবী। পিতা আদমের (আ:) মৃত্যুকালে তাঁর উপর অবতীর্ণ ৫০ খানা ‘ছ হীকাহ’ শীচের কাছে রেখে যান। শীচ (আ) মৃত্যুকালে পিতৃরাজত্বের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান স্বীয় পুত্র আনুসকে। তিনি প্রস্তর ও কর্দম যোগে কা’বা গৃহ সংস্কার করেন। যৌবনে তিনি সহোদরা হায়ুরাকে বিয়ে করেন। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে নসটিকে (এহড়ংঃরপ) তথা মর্মজ্ঞ নামে একটি শীচিয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে মিসরে। এদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর আত্মা আদম (আ:) হতে শীচের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে আল মুকান্না নামে এদেরই একজন নবুয়্যত দাবি করেছিল।[১২৬]

চলে গেল ‘হাওয়া’ ‘আদম’ ‘শিশ’ ও ‘নূহ’ নবী .....

(অনাগত, মরু-ভাস্কর)

শুকরানা: شكران (শুকরাান); ১টি কবিতায়। কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞ হওয়া।

‘খোদারে স্মরিয়া ভেজিল শোকর জুড়িয়া পানি।’

(খাদিজা, মরু-ভাস্কর)

শেখ: شيخ (শায়খ); ২টি কবিতায়। বয়োবৃদ্ধ, পথ প্রদর্শক, নেতা।

কনুই দেখে, “ব্যাপার কি এ, এ পথে যে শেখ সাহেব”।

(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম-১৩২)

শেয়ার: شعر (শি’র); ৩টি কবিতায়। ছন্দোবদ্ধ বাক্য, কবিতা।

শেয়ার;-শারাবি জমশেদি গজল “জানাজায়”

---

[১২৫] মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯), পৃ. ১৪০-৬
[১২৬] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১স খণ্ড, পৃ. ৪৫৬-৭

গাহিও আমার

(ওমর খৈয়াম গীতি, নজরুল গীতিকা-৬)

শোহরত: شهرة (গুহ্‌রাহ্‌); ১টি কবিতায়। প্রসিদ্ধি, প্রচারিত হওয়া, অনুপম।

শোহরত দাও, নওরাতি আজ ! হর ঘরে দীপ জ্বালাও !

(কামাল পাশা, অগ্নি-বীণা)

সীমার: شيمار (শীমাার)। উচ্ছৃঙ্খল, গুন্ডা। ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে ইয়াজীদ বাহিনীর পক্ষ হয়ে এই ব্যক্তিই তার অন্য সহযোগীদের নিয়ে ইমাম হুসায়নকে শহীদ করেছিল। তার পূর্ণনাম-শীমার বিল জাওশান।

সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারের ও ছোয়াতে।

(মোহররম, অগ্নিবীণা)

(ص)

সওয়াব: صواب (ছাওয়াব); ২টি কবিতায়। সঠিক, নির্ভূল, পরিণতি। প্রচলিত অর্থে-পূণ্য।

'সওদা করে ফিরবে তীরে সওয়াব মানিক ভরি।'

(কবিতা ও গান-১৪৬)

সদর: صدر (ছাদ্দর); ১টি বিতার। বক্ষ, বক্ষের উঁচু অংশ। ব্যবহারিক অর্থে কোন কিছুর প্রধান অঙ্গ বা অংশ।

'এলো অনাগত তারি প্রাসাদের সদর দরজা দিয়া'

(চিরঞ্জীব জগলুল, জিঞ্জীর)

সন্দুক: صندوق (ছুন্‌দ্দুক্ব)। বাক্য, তহবিল।

'ঐ বন্দুক তোপ, সন্দুক তোর প'ড়ে থাক্‌, স্পন্দুক বুকথায়'

(রণ-ভেরী, অগ্নি-বীণা)

সবুর: صبر (ছাব্‌র); ৫টি কবিতায়। ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, বিরত থাকা।

'আজ দিলের নাই সবুর।'

(নওরোজ, জিঞ্জীর)

সাদিক: صادق (ছাদ্দিক্ব); ১টি কবিতায়। সত্যবাদী, সমুজ্জল, প্রকাশমান।

"সাদিক"-সত্যবাদী বলে তারা ডাকিত নবীরে ভক্তি ভরে'

সাফ: صاف (ছাফ); ৭টি কবিতায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দীর্ঘ লোম বিশিষ্ট ভেড়া। কবিতায় নির্মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বুজ্‌দিল্‌ ঐ দুশমন সব বিলকুল সাফ হো গিয়া !

(কামাল পাশা, অগ্নি বীণা)

সাফা: صفاء (ছাফা'); ১টি কবিতায়। মক্কার একটি ছোট পাহাড়। এ পাহাড়ের পাদদেশেই মুহাম্মদ (স:) সমবেত আরববাসীকে সর্ব প্রথম তাওহীদের প্রকাশ্য দাওয়াত দেন।

....সাফ-মারওয়ান গিরি যুগ সে আওয়াজে

কাঁপিতে লাগিল।

(দাদা, মরু ভাস্কর)

সাবেঈন: صابئين (ছাবিয়ীন); ১টি কবিতায়। এটি ছাবিয়ুন শব্দের বহু বাচক। নক্ষত্র পূজক ধর্মত্যাগী।

'সাবেঈন'

তাবেঈন

হয়ে চিল্লায় জোর "ওই ওই নাবেদীন"।

(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

সালাত: صلوة (ছালাহ্‌); ১টি কবিতায়। প্রার্থনা, অনুগ্রহ, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা। নামায।

ঐ শোন শোন "সালাতে"র ধ্বনি

(অবতরণিকা, মরু ভাস্কার)

সিদ্দিক: صديق (ছিদ্দীক্ব); ২টি কবিতায়। সদা সত্য ভাষী, সত্যনিষ্ঠ।

সিদ্দিকের আন সাচ্চা মন

(জুলফিকার-৩)

সুফী: صوفي (ছুফী)। ইসলাম ধর্মের আধ্যত্মিক সাধক।

ঐ খাঁটি মদ্‌ -সুফীর দল্‌

পাপের মা কয়? আ দুত্তোর।

Dhaka University Institutional Repository

(দীওয়ান ই হাফিজ, নির্ঝর-৫)

সুরত: صورة (ছুরাহ্); ৩টি কবিতায়। ছবি, মুর্তি। প্রচলিত অর্থে সুদর্শন।

প্রিয়ার মতন ও মদ মদির সুরত-ওয়ালী বরতে দাও।

(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-১৯)

সেরেফ: صرف (ছিরফ)। খাঁটি, সন্দেহাতীত, কেবল।

তাই হলি সব সেরেফ আজ

কা পুরুষ আর ফেরেববাজ

(বিদ্রোহী বাণী, বিষের বাঁশী)

সোরাই: صراحي (ছুরাা 'হী)। পানীয় রাখবার পাত্র।

এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিলকে আর,

(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-৬১)

সালাহউদ্দীন : صلاح الدين । ক্রুসেড যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সিপাহশালার গাজী সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী।

দাও সেই সালাহ্উদ্দীন আবার

পাপ দুনিয়াতে চলুক জেহাদ।

(গুল-বাগিচা)

(ض)

জইফ: ضعيف (দা'ঈফ)। অসহায় দুর্বল ব্যক্তি, শারীরিক ভাবে সামর্থ্যহীন ব্যক্তি।

ছিল হেজাজের প্রবীণতম সে জইফ, "আবু উমাইয়া",

(নওকাবা, মরু-ভাস্কর)

জামিন: ضمين/ ضمن (দিমান/দামীন); ১টি কবিতায়। পৃষ্ঠপোষক, যিম্মাদার।

এখন তুই হয়েছিস জামিন আমার-

(রাঙা জবা-৫)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

(ط)

তালাক: طلاق (ত্বালাাক্ব); ২টি কবিতায়। শরীয়াত অনুমোদিত রীতিতে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করা।

বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চ'ষে।

(খালেদ, জিঞ্জীর)

তালিব: طالب (ত্বাালিব); ১টি কবিতায়। সন্ধানী, আকাঙ্খী। এখানে নবী-পিতৃব্য আবু তালিব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব উদ্দিষ্ট।

বৃদ্ধ তালিব শুনিয়া পরম ভাগ্য মানি

(খাদিজা, মরু ভাস্কর)

তাহেরা: طاهرة (ত্বাাহিরাহ্); ১টি কবিতায়। পবিত্রা রমণী।

"তাহেরা" শুদ্ধাচারিণী সাধবী আরব দেশে

(খদিজা, মরু-ভাস্কর)

তুর: طور (ত্বর): ৪টি কবিতায়। প্রাচীন মিসরের একটি পর্বত। এর সাথে হযরত মূসা (আ) এর স্মৃতি জড়িত। এর অপর নাম সিনাই পর্বত। আল্লাহ লোহিত সাগরের অদূরে অবস্থিত এই তুর ই সিনীন পর্বতেত কসম খেয়েছেন। এর নিকট প্রেরিত হওয়ার পূবে আল্লাহর সাথে কথা বলেন। বর্তমানে আত্ তুর নামে একটি ছোট শহর গড়ে উঠেছে। এটি সিনাই উপদ্বীপের সর্ব দক্ষিণে বিন্দুরাস মুহম্মদ হতে প্রায় ৫০ মাইল দূরত্বে সুয়েজ উপসাগরের তীরে জাবাল ই মুসার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তুর পর্বতটি বর্তমানে জাবাল ই মুসা নামে পরিচিত।[১২৭]

নরে কুর্শির

পুরে 'তুর' শির

(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

তেহরান: طهران (ত্বিহ্রাান); ১টি কবিতায়। যে মানুষকে ভূগর্ভ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এটি আধুনিক ইসলামী ইরানের রাজধানী। অবস্থান: ৫১°-২৫ পূর্ব দ্রাঘিমা, ৩৫°-৪১ উত্তর অক্ষাংশ। তিহরান গড়ে উঠেছে আশপাশের বিভিন্ন বড় বড় শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে। রায় শহরের অবনতি শুরু হয় ১২২০ খ্রি মোঙ্গল আক্রমণে

[১২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৯

Dhaka University Institutional Repository

বিধ্বস্ত হবার পর। নিজেদের পুরুষাক্রমনিক জমিদারী আস্তাবাদ হতে বেশি দূরে না যাওয়া এবং উত্তর পারস্যের তুর্কী গোত্র সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষার সুবিধা ইত্যাদি কারণে কাজার শাসকগণ তিহরানকে রাজধানী রুপে নির্বাচনে করেছিল। ৬টি জেলা নিয়ে তিহরান প্রদেশ গঠিত।[১২৮]

মেসের ওমান তিহারান-স্মরি' কাহার বিরাট নাম,
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম

(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

তোওয়া: طوي (তুওয়া); ১টি কবিতায়। টিলা। সিনাই পর্বতের নিকটস্থ একটি উপত্যকা, নাম 'ওয়াদী তুওয়া। হযরত মূসা (আ) ফিরআউনের কাছে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে এখানে আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন।

পূত'তওয়া প্রান্তরে" ফেরাউনের বরাবর,

(সূরা নাজেয়াত, কাব্য আমপারা)

(ظ)

জালিম: ظالم (জ্বালিম); ১টি কতিায়। নিপীড়ক, অত্যাচারী।

জালিম ওরা অত্যাচারী !

(কামাল পাশা, অগ্নিবীণা)

জুলুম: ظلم (জুল্‌ম); ১৩টি কবিতায়। অত্যাচার, অন্ধকার, অন্যের অধিকার হরন।

জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই।

(ঈদের চাঁদ, নতুন চাঁদ)

জাহির: ظاهر (জ্বাহির); ১টি কবিতায়। প্রকাশমান, প্রবল।

কাঁখার ভিতর জ্বরের জারি !

(পিলে-পঁটকা, ঝিঙেফুল)

---

[১২৮] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩খণ্ড, (১৯৯২), পৃ. ২৬-৩৬

(ع)

আইন: عين ('আয়ন): ১০টি কবিতায় ও গানে। চক্ষু, উৎস, সতর্ক প্রহরা, গুপ্তচরবৃত্তি। বাংলা বিধি বিধান (ষধ্যি) অর্থে গৃহীত শব্দ।

আইন খাতার পাতায় পাতায় মৃত্যুদণ্ড লেখা,
(চিরঞ্জীব জগলুল, জিঞ্জীর)

আওরত: عورة ('আওরাহ্); ১টি গানে। নারীর গুপ্তাঙ্গ, গোপনীয় বিষয়। শব্দটি মহিলা বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

ছুটিয়া আসিল পথে মর্দ ও আওরত
(কবিতা ও গান-১১৬)

আকিকা: عقيقة ('আক্বীক্বাহ); ১টি কবিতায়। যে চুল নিয়ে মানব শিশু বা পশু শাবক জন্ম গ্রহন করে। নবজাতকের মঙ্গলার্থে জবাইকৃত বিশেষ পশু।

'আসিল 'আকিকা' উৎসবের প্রিয় বন্ধু স্বজন যত।
(দাদা, মরু-ভাস্কর)

আকিদা: عقيدة ('আক্বীদ্বাহ্); ১টি কবিতায়। বিশ্বাস। কোন ধর্মে বা শাস্ত্রে আস্থা পোষণ কর।

জমিন ও আসমান কি জর্রে জর্রে কা আকিদা হ্যায়-
(কবিতা ও গান-২৭৩)

আক্কেল: عقل ('আক্বল); ১টি কবিতায়। জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, আশ্রয়, অনুভব করা।

তুই উত্তম মধ্যম খা'স তবু হ'লনা আক্কেল।
(গীতি শতদল-৯১)

খাইবে পোলাও কোরমা কাবাবু!
আয় কে শুনিবি কথা আজব!
(জীবনে যাহারা বাঁচিল না, নির্ঝর)

আজম: عجم ('আজাম); ১টি কবিতায়। অসভ্য, বিদেশী, অনারব, পারস্য।

জাগে ফয়সল্ ইরাক আজমে,
(জুলফিকার-১)

আজরাইল: عزرائيل ('ইঝ্‌রাঈল); ৩টি কবিতায়। আল্লাহর সাক্ষাৎ, আল্লাহর তিরস্কার, আল্লাহর মদদ। এটি জীবের প্রাণ সংহারের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেস্তার নাম।

Dhaka University Institutional Repository

একি বিস্ময়! আজরাইলের ও জলে ভর ভর চোখ।
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-তিরোভাব, বিষের বাঁশী)

আজাজিল: عزازيل ('আঝাঝীল); ৩টি কবিতায়। বাইবেলের অুধুবষ শব্দ হতে উদ্ভুত হলে অর্থ হবে মরু দৈত্য। কুরআনে শব্দটি উক্ত নেই। ইসলামী বর্ণনা মতে, বিতাড়িত হওয়ার পূর্বে ইবলিসের এই নাম ছিল। তার আরেক নাম শায়ত্বান। হযরত আদম (আ:) এর পূর্বে পৃথিবীতে জীনদের বসতি ছিল। ফেরেস্তাদের আল জিন্না সম্প্রদায় ভূক্ত ইবলিসকে ঐ সময় জিনদের শাসক করে পাঠানো হলো। পরে প্রায় দুই হাজার বছার পর্যন্ত জীনরা পৃথিবীতে হানাহানির সৃষ্টি করে রাখে। তখন ইবলিসকে আসমানে ডেকে নিয়ে সৃষ্টির কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। এ সময় সে এত বেশি ইবাদত করেছিল যে, তাকে জীনের পর্যায় থেকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ফেরেস্তার মর্যাদা দেয়া হল। পরে হযরত আদম (আ) এর প্রতি বিদ্বেষ হেতু সে অভিশপ্ত ফেরেস্তার মর্যাদা দেয়া হল। পরে হযরত আদম (আ) এর প্রতি বিদ্বেষ হেতু সে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়।[১২৯]

আজরাইল ও সে পারেনি এগুতে যে আজাজিলের আগে,
ঝুঁটি ধরে তার এনেছে খালেদ, ভেড়ী ধরে যেন বাথে।
(খালেদ, জিঞ্জীর)

বেলালের ও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে,
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-তিরোভাব, বিষের বাঁশী)

আজাব: عذاب ('আযাব); ১টি কবিতায়। শাস্তি, কষ্ট সাঁড়াশী। শব্দটি ইহকালের কৃতকর্মের জন্যে পরকালে প্রাপ্তব্য শাস্তি অর্থে বিশিষ্ট।

গোর আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার পাইবে রেহাই।
(কবিতা ও গান-১২৩)

আজীজ: عزيز ('আঝীঝ): ১টি কবিতায়। অতীব সম্মানিত, মহা পরাক্রান্ত, প্রিয়। ইনি আব্দুল আজীজ বি, এ, খান বাহাদুর (১৮৬৭-১৯২৬)। নোয়াখালী জেলার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ, ধর্ম প্রচারক, সমাজকর্মী এবং ইংরেজী শিক্ষা ও নারী শিক্ষার অগ্রদূত। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিম গ্রাজুয়েট ছিলেন। মেয়েদের পড়া শোনায় উৎসাহী করা ব্যবস্থা করার জন্যে তিনি বরিশালের সুহৃদ সম্মিলনী নামে একটি প্রতিষ্ঠান এবং নিজের কিছু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে যান। তিনি চট্টগ্রামেই বেশি কাল

---

[১২৯] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬

Dhaka University Institutional Repository

অতিবাহিত করেন। তিনি সাহিত্যিক হাবীবুল্লাহ বাহার ও শামছুন্নাহর মাহমুদের নানা। তিনি কবি নজরুলকে অত্যন্ত যত্ন করতেন। কবি নজরুল ইসলাতম তাঁর নামে বাংলার আজিজ কবিতাটি রচনা করেন।[১৩০]

সবার 'আজীজ' সবার প্রিয়, আবার গাহ গান।
(বাংলার আজীজ,সন্ধ্যা)

আতর: عطر ('আত্বির)। সুঘ্রাণ, সুগন্ধি।

আতর সুবাসে কাতর হলো গো পাথর দিল।
(ঈদ মোবারক, জিঞ্জীর)

আতিক: عتيق ('আতীক্ব)। স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত, সর্বোত্তম। এটা মুহাম্মদ (স) এর প্রথমা স্ত্রী খাদিজা (রা) এর দ্বিতীয় স্বামীর নাম। এর মৃত্যুর পর খাদিজা (রা) রসুলুল্লাহ (স) কে পতি হিসাবে গ্রহণ করেন।

বিধবার বেশে রহি কতকাল বরিল খদিজা 'আতীক' বীরে।

(শাদী মোবারক, মরু ভাস্কর)

আদ: عاد ('অ্যাদ্দ); ১টি কবিতায়। মানুষ। হযরত হূদ (আ) এর সম্প্রদায়।

ভীমবাহ ঐ ইরামীর "আদ" দের পরে

(সূরা ফজর, কাব্যে আমপারা)

আনিসা: عانيسة ('আনিসাহ্); ১টি কবিতায়। সুস্থ সবল সুশ্রী স্ত্রীলোক। মোহাম্মদ (স) এর ধাত্রী হালিমার দুই কন্যার মধ্যে এক জনের নাম।

হালিমার দুই কন্যা 'আনিসা' হাফিজা'র ছুটি।

(প্রত্যাবর্তন, মরু ভাস্কর)

আব্বাস: عباس ('আব্বাস); ২টি কবিতায়। সিংহ, বীর পুরুষ। ইনি সম্ভবত উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালীদ (৭০৫-৭১৫ খ্রি) এর পুত্র, যিনি বাইজানটাইনীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রামে খিলাপত বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে বীরোচিত ভূমিকার জন্যে ষশস্বী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চাচার সহযোগিতায় রোমকদের পূর্বাঞ্চলীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ তুয়ানা অধিকার করেন। ৭১২ খ্রি সাইলিসিয়ার সেবাস টেম্পল এবং

---

[১৩০] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৬

৭১৩ খ্রি অহঃড়রপয দখল করেন। তিনি ৭৫০ খ্রি মহামারীতে মৃত্যু বরণ করেন।[১৩১]

আব্বাস সব তুমি হে বীর

গেন্ডুয়া খেলি’ অরি শিরে,

(রীফ সর্দার, সন্ধ্যা)

আমামা: عمامة (‘আমামাহ্); ৩টি কবিতায় মোট ৫ বার। পাগড়ী, ভেলা, ঘন্টা। হাঁকে বীর, শির দেগা, নাহি দেগা আমামা।

(মোহররম, অগ্নিবীণা)

আম্মান: عمّان (‘আম্মান); ১টি কবিতায়। মধ্য প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্র জর্ডনের ১৯২১ খ্রি। এর আগে দামেশক হতে বাগদাদে দারুল খিলাফাতের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে এটি একটি জৌলুসহীন শহর ছিল। অবশ্য শহরটি অনেক প্রাচীন। খ্রি পূর্ব একাদশ শতাব্দে হযরত দাউদ (আ) এর কর্তৃত্ব গ্রহন করেছিলেন। হযরত সোলায়মান (আ) এর আমলে ও এর স্বাধীন মর্যাদা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে শহরটি ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে ওঠে।[১৩২]

(হৃত-ক্যাটালগ)

আরজু/আরজি: عرض (‘আর্‌দ)। প্রস্থ, আসবাবপত্র, বিনীত নিবেদন।

ফুল মালা দিয়া না করি’ বরণ করিত মামুলি আর্জি পেশ।

(আমানুল্লাহ, জিঞ্জীর)

আরাফাত: عرفة (‘আরাফাহ্); ৬টি কবিতায়। চিনে ফেলা, অজানা বিষয় জানা, অপরিচিতের সাথে পরিচিত হওয়া। মক্কা নগরী হতে দশ মাইল দূরবর্তী আরাফাত ময়দান। উভয়ে মিলিত হয়েছিলেন। তাদের স্মৃতির উদ্দেশে নির্দিষ্ট তারিখে এখানে অবস্থান করা হজ্জের ফরজ কাজের একটি।

এই বাংলায় তোমরা আনিও মুক্তির আরাফাত।

(মোবারকবাদ, নতুন চাঁদ)

---

[১৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৯

[১৩২] প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩-৪

আরব: عرب ('আরাব); ১১ টি কবিতায় মোট ২১ বার। আনন্দিত হওয়া, চিহ্ন অবশিষ্ট থাকা। এটি মধ্য প্রাচ্যের আরবী ভাষা ভাষি অঞ্চলের ভৌগোলিক নাম।

এই বন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,

(সাম্যবাদী)

আরবী: عربی ('আরাবী); ৬টি কবিতায় মোট ৬ বার। আরবী ভাষা, আরবদেশের লোক, সাদা বর্ণের যব, যবের খোসা।

যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,

য়ুনানী মিস্রি আরবি কেনানি;-

(শাত্-ইল-আরব, অগ্নিবীণা)

আরশ: عرش ('আর্শ); ১১টি কবিতায় মোট ১২ বার। সিংহাসন, মান-মর্যাদা, সামিয়ানা, মঞ্চ, তাঁবু, উপজাতি।

কেঁপেছে আরশ আস্মানে

(কুরবাণী, অগ্নিবীণা)

আরিফ: عریف ('আরীফ); ২টি কবিতায়। দক্ষ কর্মী, জ্ঞানী, বিশিষ্ট ব্যক্তি। এটি একটি পেশা গত পদবী। আরবদেশে সম্ভবত রসূলুল্লাহ (স:) এর পূর্বে এবং তাঁর সময় কালে কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যত আরিফদের অস্তিত্ব ছিল। তবে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর শাসনে এদের পদবী অনুমোদন করেননি। মদীনার খলিফাগণ এবং উমাইয়্যা বংশের শাসনামলে সংশ্লিষ্ট গোত্র হতে মনোনীত আরিফগণ বিভিন্ন গোত্রহতে রাজস্ব আদায় করে খলীফাগণ কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তাদের নিকট জমা দিত। কাদিসীয়্যাহ্ যুদ্ধের পর কুফার সৈন্যবাহিনী অনেক গুলো ইউনিটে বিভক্ত করে একজন আরীফের অধীনে একটি দল (عرافة) ন্যস্ত করা হয়। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপী আরীফের সামরিক পদ বহাল ছিল। বর্তমানে ইরাক ও সিরিয়ায় একজন আরীফ দশজন সৈন্যের নেতৃত্ব দেন।[১৩৩]

কোথায় সে 'আরীফ' কোথা সে 'ইমাম' কোথা সে শক্তিধর?

মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁপে ত্রিভুবন থরথর।

(আজাদ, নতুন চাঁদ)

---

[১৩৩] প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৬

Dhaka University Institutional Repository

আলম: عالم (আলাম); ৩টি কবিতায়। বিশ্ব জগৎ।

দেয়'মোবরকবাদ 'আলম,

(জুলফিকার-১০)

আলী: على ('আলী); ৬টি কবিতায় মোট ৭ বার। উচ্চ, উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন, মজবুত, সম্ভ্রান্ত। এটি মুহাম্মদ (স) এর জামাতা ও ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) এর নাম।

বীরত্ব শেখ্" খয়বরী"-দ্বারা

ভগ্নকারী' আলীর"কাছে,

(রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ-৪৫)

আলেম: عالم ('আলিম); ১টি কবিতায়। জ্ঞানী। বাঙালি সমাজে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষিতদের এ নামে ডাকা হয়।

ভাবিত নিরক্ষর নবী ঘরে সকলে আলেম মোহাম্মদ।

(পরভৃত, মরু-ভাস্কর)

আশেক/আশিক: عاشق ('আশিক্ব); ৯টি কবিতায়। প্রেমিক, আসক্ত।

জিজ্ঞাসিল, 'আজ কি তবে শ্রান্ত আশেক্ ঘুমিয়েছে"?

(প্রিয়ার দেওয়া শরাব, নির্ঝর)

আসর: عصر ('আছ্‌র); ২টি কবিতায়। প্রবাহমান সময়, দিবানিশি, দিবসের শেষ ভাগ, কারাগার। এটি দিবসের তৃতীয় এবং মধ্যবর্তী নামাযের নাম, যা সম্পাদন বিষয়ে কুরআনে বিশেষ ভাবে জোর দেয়া হয়েছে।

খালেদ ! খালেদ! ফজরে এলেনা, জোহর কাটানু কেঁদে,

আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি শুধু বৃথা তহ্‌রিমা বেঁধে।

(খালেদ, জিঞ্জীর)

Dhaka University Institutional Repository

আসা/আষা: عصاء ('আছা'); ২টি কবিতায়। ছড়ি, লাঠি। বনি ইসরাঈলের নবী হযরত মুসা (আ) এর আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ মু'জ্বিঝার নিদর্শন।

পয়গম্বর মুসার তবু ত ছিল 'আষা' অদ্ভুত,

(চিরঞ্জীব জগলুল, জিঞ্জীর)

আয়েব: عيب ('আয়ব)। ত্রুটি, অকর্মণ্যতা।

'ঢাকেন মোদের সকল আয়েব'

(মৌলবী সাহেব, পরিশিষ্ট-২য় খন্ড)

আয়েশ: عائش ('আইশ্); ১টি কবিতায়। সুখী ব্যক্তি, শৌখিন।

'আয়েশ্ করে বিয়ের মেয়ের

বাড়বে বয়েস চৌদ্দ,

(সর্দা-বিল, চন্দ্রবিন্দু)

আয়েশা: عائشة ('আইশাহ্); ১টি কবিতায়। এটি 'আয়িশ-এর স্ত্রীবাচক শব্দ। এটি হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রা) এর কন্যা এবং রসূলুল্লাহর একমাত্র কুমারী ও কিশোরী স্ত্রী হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা) এর নাম। রসূল (স) এর সাথে মাত্র ছয় বৎসর বয়সে এর বিয়ে হয়।

মাতা আয়েষার কাঁদনে মুরছে আসমানে তারা ডরে!

(ফাতেহা-ই-দোয়াজ্ দহম-তিরোভাব, বিষের বাঁশী)

ইজ্জত: عزة (ইঝ্ঝাহ); ২টি কবিতায়। মান মর্যাদা, প্রাবল্য, শক্তি, তীব্র বৃষ্টি।

'রাখিতে ইজ্জত ইসলামের'

(শহীদি ঈদ, ভাঙার গান)

ইমারত: عمارة ('ইমারাহ); ১টি কবিতায়। আবাদী, বাসগৃহ, ভিত্তি।

ধন্না দিইনি টাকাওয়ালাদের পাকা ইমারতে কভু,

(টাকাওয়ালা, শেষ সওগাত)

ইরাক/ইরাকী: عراق ('ইরাক্ব); ২টি কবিতায়। নদীর তীর, পবর্তসীমা, বাড়ীর উঠান। এটি পারস্যোসাগরীয় একটি একনায়ক শাসিত আরব রাষ্ট্র এর পূর্ব নাম মেসোপটেমিয়া বা নাহারায়ন।

নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু, ইরাকের টুটা তখত।

(বার্ষিক সওগাত, জিঞ্জীর)

ইল্লিন: عليّون ('ইল্লয়্যুন); ১টি কবিতায়। ঊর্ধ জগৎ। মৃত্যুর পর মুসলিম পূণ্যাত্মাদের চূড়ান্ত বিচার দিবসের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এ স্থানে থাকতে দেয়া হয় বলে মুসলমানদের বিশ্বাস।

লেখা"ইল্লিয়নে" সব কার্য সমুদয়

যত সৎলোকের সে।

(সূরা তাৎফিফ্, কাব্য আমপারা)

ইশক: عشق ('ইশ্‌ক্ব); ৩টি কবিতায়। অনুরাগ, প্রেম, কারো প্রতি মনের ঝোঁক, কারো ভালবাসায় মজে যাওয়া।

খাই ইশকের, ঘাত শমশের ফের নিই বুক নাঙগায়।

(রণ-ভেরী, অগ্নিবীণা)

ঈদ: عيد ('ঈদ); ১৫ টি কবিতায়। যা ঘুরে ঘুরে আসে, যাতে লোক অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম বর্ষের প্রধান দুইটি ধর্মীয় পার্বণের ধর্মীয় পরিভাষা।

'আজ আল্লাহর নামে জান্ কোরবানে ঈদের মত পূত বোধন'।

(কোরবানী, অগ্নিবীণা)

ঈসা: عيسى ('ঈসাা); ৮টি কবিতায়। উদ্ধার কর্তা। ঈসা মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ)। ক্রিশ্চিয়ানদের নবী। ইনি প্রধান চারজন রসূলের অন্যতম। ক্রিশ্চিয়ানরা ভ্রান্তি বশত তাঁকে ঈশ্বর-পুত্র বলে মনে করে। তাদের এ ও বিশ্বাস, তিনি শুলে আত্মহুতি দিয়ে উম্মতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে তিনি প্রভু যীশু (ঈযৎরংঃ) নামে পরিচিত। তিনি ইঞ্জীল কিতাব পেয়েছিলেন; বর্তমানে তিনি অলৌকিক ব্যবস্থাপনায় চতুর্থ আসমানে অবস্থান করছেন এবং মহা প্রলয়ের কাছাকাছি সময়ে পৃথিবীতে পূণরাবির্ভূত হবেন বলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন। কুরআনে এ রকম ধারণা দেয়া হয়েছে।

উহারি পরম রুপ দেখে ঈসা হল নাকি সংসারী?

(আর কত দিন, নতুন চাঁদ)

ঈসাই: عیسوی ('ঈসুভী); ১টি কবিতায়। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত, ক্রিশ্চিয়ানগণ, খ্রিষ্টাব্দ।

চাহিয়া রহিল সবিস্ময়ে ইহুদি আর ঈসাই সব,

(অবতরণিকা, মরু-ভাস্কর)

উমর: عمر (উমার); ৩টি কবিতায়। যিনি আবাদ করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা এবং রসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণী হাফছা (রা) এর পিতা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)।

শুক্‌নো খবুজ খোর্মা চিবায়ে উমার দারাজ-দিল্

(খালেদ, জিঞ্জীর)

উরজ্: عرض ('উর্‌দ)। পার্শ্ব, মধ্য। প্রাচীন আরব ভূ-খন্ড'র একটি অংশ। এ অঞ্চলটি নিজ্‌দের দক্ষিণ সীমান্ত হতে পারসিক উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত্ য়ামামা, বাহরায়ন, আম্মান ও হাদরা মাউত এর অন্তর্ভূক্ত।[১৩৪]

'উরজ য়্যামেন নজদ হেজাব তাহামা ইরাক শাম'

(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

উরস: عرس ('উর্‌স); ১টি কবিতায়। বিবাহ উৎসব, বাসর যাপন, বিয়ে উৎসবের ভোজ।

তোমারি উরসে কোন্‌চিতোরের চিতার ভস্ম-রেখা গো?

(কবিতা ও গান ৫)

উসমান: عثمان ('উছ্‌মান); ২টি কবিতায়। অজগরের বাচ্চা, সুন্দর কলম। ইসলামী ফিলাফতের তৃতীয় খলীফা ও রসূল-জামাতা হযরত 'উছমান ইবনে'আফ্‌ফান (রা)। ইহাকে 'কুরআন-সংস্কলক' বলে অভিহিত করা হয়।

আবু বকর, উমর, উস্‌মান, আলী হাইদর
দাঁড়ী এ সোনার তরণীর, পাপী সব নাই নাই আর ডর,

(চন্দ্র বিন্দু-৪২)

ওকায: عكاظ ('উকাজ); ১টি কবিতায়। আরবী ভাষাবিদদের মতে, শব্দটি 'হাবস (বাধা প্রদান), 'আক্‌য' (একত্র হওয়া) এ রকম ধাতু হতে উদ্ভূত। এটি তায়েফ ও নাখলার মধ্যবর্তী একটি খেজুর বাগানের নাম। এ স্থানটি ইসলাম পূর্বকালের নিয়মিত মেলা এবং একটি যুদ্ধের জন্যে বিখ্যাত। মেলা বসত তিন পর্যায়ে। প্রথম

[১৩৪] মুহাম্মদ হাদিসুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস, প্রথম পত্র (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮), পৃ. ৪৩

পর্যায় চলতো বছরের যুলক্বাদা মাসের এক থেকে বিশ তারিখ পর্যন্ত। এটায় চলতো প্রধানত সাহিত্যালোচনা। একুশে যুলক্বাদা থেকে বসত দশ দিনের সাজান্না অনুষ্ঠান। তৃতীয় দফায় (১-৮ ই যুলহিজ্জা) চলতো সপ্তাহ ব্যাপী যুলমাজায মেলা। মাসাধিক কাল ব্যাপী অনুষ্ঠেয় মেলাটি নানা কাজের ও বিনোদনের কেন্দ্রে পরিণত হতো। এর একটি খারাপ দিক ছিল এই, এ মেলায় বংশ গৌরব প্রচারের অনুষ্ঠান ও হত। তাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দেখা দিত মাঝে মধ্যে। সে জন্যে ইসলামের আবির্ভাবের পর কিছু কিছু ভাল এবং প্রগতিশীল দিক থাকা সত্ত্বে ও রেওয়াজটি আর বহাল থাকেনি।[১৩৫]

এ মহা-রণের জন্মে প্রথম "ওকাজ" মেলায়,
(সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, মরু-ভাস্কর)

ওজ্জা: عزى ('উঝ্‌ঝা); ১টি কবিতায়। সম্মানিতা মহিলা, সচরাচর দেখা যায় না এরুপ গুণ সম্পন্না মহিলা। প্রাচীন কাবা গৃহে রক্ষিতা কুরাইশ গোত্রের একটি দেবীর নাম।

"লাৎ" ও "ওজ্জা"র কিরবনা পূজা, জানি না আল্লা বই।
(সাম্যবাদী, মরু-ভাস্কর)

এবাদত: عبادة ('ইবাদ্দহ্); ২টি কবিতায়। পুজা-অর্চনা কিংবা উপাসনার ইসলামী পরিভাষা।

তোর জনম যাবে বিফল যে ভাই
এই এবাদত বিনা রে।
(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৪৫)

এশা: عشاء ('ঈশা') ৩টি কবিতায়। রাতের অন্ধকার, রজনীর মূল ভাগ। সূর্যাস্তের ঘন্টা দেড়েক পর অনুষ্ঠেয় নামাযের নাম।

''এশা'র আজান কেঁদে যায় শুধু-নিঃঝুম নিঃঝুম।
(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

ওর্ফে: عرف ('উরফ): ১টি কবিতায়। পরিচিতি, কল্যাণ, সৎকর্ম, বীরত্ব, দানশীলতা। লোকে যে নামে পরিচিত হয়।

জল্লাদিনী ভাগ্যলক্ষ্মী, ওর্ফে ওগো গ্রহের ফের!
(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-১৭৬)

---

[১৩৫] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ওমরা: عمرة ('উমারা); ১টি কবিতায়। শিরস্ত্রাণ, পাগড়ী, মেরামত। কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ। সংক্ষিপ্ত হজ্জ ব্রত, যা পালনের জন্যে নির্দিষ্ট কোন সময় নেই।

হোমরা, চোমরা ওমরা যায়,
(রাউন্ড-টেবিল-কনফারেন্স, চন্দ্রবিন্দু)

ওমান: عمان ('উমান)। পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী প্রায় একলক্ষ বর্গ মাইলের একটি আরব-মুসলিম রাষ্ট্র। রসূলুল্লাহর জীবদ্দশায়-ই এখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে। এ অঞ্চলে হযরত আমর ইবনে আস রসুলুল্লাহ (স) প্রতিনিধি হিসাবে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৭৯৮ খ্রি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ১৮০০ সনে কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি এর রাজধানী মসকটে স্থায়ী ভাবে বসবাসের অধিকার লাভ করে। এতে ধীরে ধীরে দেশটি বৃটেনের কর্তৃত্বে চলে যায়। ১৮০২ ও ১৮৩৩ সনে যথাক্রমে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উমানের দু'টি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৮৬২ সালে এরা দুই পক্ষ উমানকে স্বাধীনতা দিতে সম্মত হলে ও বৃটেন তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে। ১৯৬৪ সনে পেট্রোল আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে দেশটি সমৃদ্ধির পথে পা বাড়ায়। এর আগে দেশের আয়ের প্রধান উৎস ছিল মৎস চাষ ও মুক্তা অনুসন্ধান।[১৩৬]

মেসের ওমান্ তিহারান-স্মরি কাহার বিরাট নাম,
(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

(غ)

গজল: غزل (গাঝল); ১৩টি কবিতায়। সূতা কর্তন, প্রেমালাপ, প্রেমের কবিতা। উপমহাদেশিক লোক ভাষায় ধর্মীয় সঙ্গীত।

হম্ দম্! হম্ দম্ দাও মদ, মস্ত করে গজল গেয়ে!
(নিকটে, পূবের হাওয়া)

গলদ: غلط (গালাত্ব); ১টি কবিতায়। ভুল করা।

ভাঙ্গব তাতেই ওদের গলদ।
(চাষার গান, নির্ঝর)

---

[১৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫-৮

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

গলিজ: غليظ (গালীজ); ১টি কবিতায়। কঠিন, মোটা, খসখসে, কর্কশ।

ধর্ম ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, গলিজ মুখে কোরান ভাঁজে।

(আনন্দময়ীর আগমনে, কবিতা ও গান-১৮)

গাজী: غازي (গাযী); ৫টি কবিতায়। যোদ্ধা, ইসলামী পরিভাষায় যুদ্ধ ফেরৎ সৈনিক।

ধ'রতে আসেন তুর্কী তাজী,

মর্দ গাজী মোল্লা!-

(কামাল পাশা, অগ্নি-বীণা)

গাফফার: غفار (গাফ্ফার); ১টি কবিতায়। অতীব ক্ষমা পরায়ণ।

আয় সাত্তার! আয় গাফ্ফার!

(কবিতা ও গান-২৭৩)

গাফিল/গাাফিলতি: غافل (গাাফিল); ২টি কবিতায়। অমনোযোগী, অসাবধান, অলস, আলস্য।

গাফেলতির ঘুম ভেঙে দাও

(কবিতা ও গান-১৫১)

গায়েব: غائب (গাাইব); ১টি কবিতায়। পরোক্ষ, গোপন, অজ্ঞাত বস্তু।

হেন দুর্দিনে আসিল যেন গো গায়েবী ধ্বনি,

(খাদিজা, মরু-ভাস্কর)

গুমরাহ: غمرة (গুমরাহ); অজ্ঞতা, অন্ধকার।

(হৃত-ক্যাটালপ)

গোলাম: غلام (গুলাাম); ৯টি কবিতায়। বালক, ক্রীত দাস।

তাহাদের ধরে গোলাম করিয়া ভরিতেছে কার ঝুলি?

(আজাদ, নতুন চাঁদ)

গোস্বা: غصة (গুচ্ছাহ্)। গলায় আটকা পড়া বস্তু, এমন মনোকষ্ট যাতে বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রচলিত অর্থে অভিমান।

গোস্বাতে আর পাইনে ভেবে কি করি আর দশাই !

(কামাল পাশা, অগ্নি-বীণা)

Dhaka University Institutional Repository

গাজ্জালী: غزالي (আল গাঝ্ঝালী); হরিণ শাবক। ইসলামী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, দার্শনিক, স্বীয় যুগের মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ। ইনি আবু হামীদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত্ তুসী (১০৫৮-১১১১ খ্রি)। তিনি ইসলামী বিশ্বের অন্যতম মৌলিক চিন্তাবিদ। জগত বিখ্যাত এহ্য়াউ উলূমুদ্দীন সহ তিনি চার শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা।

এল কি আল-বেরুণী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী

(খোশ আমদেদ, জিঞ্জীর)

(ف)

ফকির: فقير (ফাক্বীর); ৭টি কবিতায়। দরিদ্র, সংসার বিরাগী।

ফকির যোগী হয়ে বনে

(গুল-বাগিচা-৬২)

ফখর: فخر (ফাখ্‌র); ২টি কবিতায়। মান মর্যাদা প্রকাশ করা।

মার খাই আর তাহারি ফখর

করি হর্দম জগতময়।

(জীবনে যাহারা বাঁচিল না, নির্ঝর)

ফজর: فجر (ফাজ্‌র); ৩টি কবিতায়। ভোরের আলো, প্রত্যুষ কাল। সূর্যোদয়ের পূর্বে পাঠেয় নামায।

ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর

(গুল বাগিচা-৮৩)

ফজিলত: فضيلة (ফাদীলাহ্); ১টি কবিতায়। মাহাত্মা, গুণাগুণ।

পাপে মগ্ন ধরা যাঁর ফজিলতে

(কবিতা ও গান-১৫২)

ফজুল: فضول (ফুদূল); ২টি কবিতায়। এটা ফদল শব্দের বহু বাচক। অর্থ-পদ মর্যাদা, অতিরিক্ত। এ শব্দটি দ্বারা মুহাম্মদ (স) এর প্রাক নবুয়ত জীবনে তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিলফুল ফজুল কে নির্দেশ করা হতে পারে। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানটির কমপক্ষে তিন জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের নাম ছিল ফজল। এঁরা হলেন; ফজল ইবনে হারিছ, ফজল ইবনে ওয়াদাহ্ এবং মুফাজ্জাল। এ জন্যেই এ প্রতিষ্ঠানের উক্ত নাম হয়েছে বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন।

বলল, ফজুল ওর বচন

(কৈশোর, মরু-ভাস্কর)

ফতে: فتح (ফাত্'হ); ১টি কবিতায়। উন্মোচন, মীমাংসা, প্রাকৃতিক উৎস নির্গত পানি, বিজয়।

কিল্লা ফতে হো গিয়া !

(কামাল পাশা, অগ্নি-বীণা)

ফতোয়া: فتاوي (ফাত্ওয়াা); ৪টি কবিতায়। ধর্মীয় বিধানের ব্যাখ্যা দেওয়া।

ফতোয়া দিয়ে কাফের করে তাদের তারা এক কথায়

(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-১৩৮)

ফরজ: فرض (ফার্দ); ১টি কবিতায়। নির্লঙ্গ কর্তব্য, নদীর মোহনা। ইসলামে আল্লাহর আদিষ্ট কার্যাবলীকে ফরজ বলা হয়।

ফরজ তরক করে করলি

করজ ভবের দেনা।

(কবিতা ও গান-৭৯)

ফরিদ: فريد (ফারীদ্ব); ১ টি কবিতায়। একক, অনন্য, দুষ্প্রাপ্য মুক্তা, অতুলনীয়। ফরিদ পুরের নামকরণ হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর শিষ্য শেখ ফরিদ উদ্দিনের নামে। কবিতায় মাদারিপুর শান্তি সেনা বাহিনীর অধ্যক্ষ শ্রী যুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসকে তাঁর সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে।

স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর।

(পূর্ণ অভিনন্দন, ভাঙার গান)

ফয়সল: فيصل (ফায়ছাল)। বিচারক, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এখানে দু'জন ফায়ছাল অর্থ হতে পারেন। একজন ইরাকের প্রথম ফয়ছাল (১৮৮৩-১৯৩৩), যিনি ইরাকের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশকে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ও সমৃদ্ধ করেছেন। আর একজন সৌদি আরবের ফয়ছাল ইবনে আবদিল আঝীঝ ইবনে আব্দির রহমান

Dhaka University Institutional Repository

(১৯০৬-১৯৭৫ খ্রি)। তিনি কবি নজরুলের সুস্থাবস্থা পর্যন্ত ক্ষমতাসীন হতে না পারলে ও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বাদশাহ হন ১৯৬৪ সনে।[১৩৭]

জাগে ফয়সল ইরাক আজমে

(জুলফিকার-১)

ফাজিল: فاضل (ফাাদিল); ২টি কবিতায়। গুণবান, বিদ্বান, অতিরিক্তি।

ফাজল কিছুতে কমেনা আর !

(নওরোজ, জিঞ্জীর)

ফাতিমা: فاطمة (ফাাত্বিমাহ); ৯টি কবিতায়। দুগ্ধ ছাড়ানো শিশু। রসূলুল্লাহ (সা) এর কন্যা, হযরত আলীর (রা) সহধর্মিণী ও ইমাম হাসান-হুসায়নের মাতা ফাতিমা তাহুরা (রা)।

মাতা ফাতিমার লাশের উপর পড়িয়া কাতর স্বরে

(মিসেস এম রহমান, জিঞ্জীর)

ফাতেহা: فاتحة (ফাাতি'হাহ্); ১টি কবিতায় নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ফাতেহা ই দোয়াজ দহম। ফাতেহা ই দোয়াজ দহম বলতে ১২ ই রবিউল আউয়াল তারিখ মুহাম্মদ (স) এর জন্ম-মৃত্যু তথা আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবসই উদ্দিষ্ট।

(বিষের বাঁশী)

ফানা: فناء (ফানাা')। বিনষ্ট হওয়া, অধিক বয়স্ক হওয়া, বিলুপ্তি।

(হৃত-ক্যাটালগ)

ফ্যাসাদ: فساد (ফাসাাাদ); ২টি কবিতায়। কারো সম্পদ হরণ করা, ধ্বংস করা, ঝগড়া ঝাটি করা।

এই দুনিয়ার বেঁচে থাকা মস্ত থাকা একটা ফ্যাসাদ !

(কবিতা ও গান-২৯৮)

ফিলিস্তীন: فلسطين (ফিলিস্ত্বীন); ১টি কবিতায়। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব তীস্থ জর্দান সিরিয়া লেবানন ও মিশরের মধ্যবর্তী অধুনা ইয়াহূদী দখলিকৃত আরব রাষ্ট্র। দেশটি একাধারে মুসলমান ক্রিশ্চিয়ান ও ইয়াহূদীদের কাছে একটি পবিত্র ভূমি।

---

[১৩৭] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪খণ্ড, (১৯৯৩), পৃ. ৬৬২-৩

Dhaka University Institutional Repository

আসিলে ফিলিস্তীন, পারায়ে দুস্তর মরুভূমি,

(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

ফিরদৌস: فردوس (ফির্দাউস); ১৩ টি কবিতায়। লতা-গুল্ম-ফল শোভিত উদ্যান। বেহেস্তের সর্বোচ্চ শ্রেণি।

ফিরদৌস ছাড়ি' নেমে এস তুমি সেই শমশের ধরি'

(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

ফুরসত: فرصة (ফুর্ছাহ্)। অংশ, পানি লওয়ার পালা। প্রচলিত অর্থে অবসর বা সুযোগ।

আলাপের যে ফুরসত নেই, এসো এসো বেয়ান্।

(বেয়াই-বেয়ান, সংলাপে গান)

ফেকা: فقهة (ফিক্বহ); ৪টি কবিতায়। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত সুক্ষ্ম জ্ঞান।

নিঙাড়ি কোরান হাদিস ও ফেকা এই মৃতদের মুখে

(কৃষকের ঈদ, নতুন চাঁদ)

ফেজার: فجار (ফুজ্জার); ১টি কবিতায়। অনাচারী লোক সকল, পাপীষ্ঠারা। এটি হারবুল ফুজ্জার নামক প্রাক ইসলামী আরবের একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ। খ্রি ষষ্ঠ শতাব্দের শেষের দিকে নিষিদ্ধ মাসেই এ যুদ্ধ বেঁধেছিল বলে এ রকম নাম হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন।

'ফেজার' যুদ্ধ আসিল ভীষণ করাল বেশে।

(সত্যাগ্রহী মুহাম্মদ, মরু-ভাস্কর)

ফেরাউন: فرعون (ফির'আউন)। অবাধ্য, কুমির। প্রাচীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি। পাশ্চাত্য এ নামটিকে বলে ফারাও (চযধৎধড়য)। হযরত মুসা (আ) এর সময়কার ফিরআউন কর্তৃক বানু ইসরাঈলের উপর নিমম অত্যাচার ও বানু ইসরাঈলদের ত্রাণকর্তা হযরত মুসা (আ) এর সাথে দ্বন্ধে লিপ্ত হওয়ায় কুরআনে তার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। সে হযরত মুসা (আ) সহ বাহাত্তর হাজার বানু ইসরাঈলকে ধ্বংস করার জন্যে ধাওয়া করলে ঐশ্বরিক কায়দায় সৈন্য সামন্ত সহ নীল নদে ডুবে মরে। মৃত্যু মুহূর্তে সে আল্লাহর প্রতি আত্ম করায় আল্লাহ তার মৃতদেহ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ ফিরআউনের মৃতদেহটি শত শত বছর

Dhaka University Institutional Repository

ধরে থেবেসের নেক্রোপলিস এলাকায় মাটির আস্তরে অলৌকিক ব্যবস্থাপনায় অক্ষত রেখেছেন। সম্ভবত আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল এ রকম, সেই হাজারো বছর পূর্বে একটি মৃতদেহ যুগ যুগ ধরে রক্ষা করার মত প্রযুক্তি যখন মানুষের হাতে ছিল না তখন এ দেহটি মানুষের হাতে তুলে দিলে তার ধ্বংস ছিল নিশ্চিত। তাতে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি লজ্জিত হতে পারতো। সেজন্যে এতকাল ঐ মনি মানুষের জ্ঞানসীমা ও দৃষ্টি সীমার বাইরে রেখে রক্ষা করেছেন। পরে যখন মানুষ একটি মমি অজানা ভবিষতের জন্যে রক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন করল এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও বৈজ্ঞানিকতা নিয়ে মাতামাতি করতে শুরু করলো তখনই ফেরাউনের মরদেহ মানুষের সম্মুখে হাজির করলেন। মমিকৃত এ দেহ ১৮৯৮ খ্রি থেবেসের রাজকীয় উপত্যকা থেকে আবিষ্কার করেন মিঃ লরেট। থেবেস মিসরের লালসর এলাকা থেকে নীল নদের সরাসরি ওপারে। অধুনা যে কেউ কায়রো গিয়ে সেখানকার মিসরীয় জাদুঘরে রাজকীয় মমির কামরায় সংরক্ষিত ফিরআউনের মৃতদেহটি স্বচক্ষে দেখে আসতে পারেন। খ্যাত নামা মিশর তত্ত্ববিদ মিঃ মাসপেরো মনে করেন, মুসার (আ) সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে নীল নদে ডুবে মরা ফিরআউনটি ছিল মারনেপ্তাহ। জে দ্য মিসেলির মতে, ইয়াহুদীদের মিসর ত্যাগ ও মারনেপতাহর ডুবে মরার ঘটনাটি ঘটে খ্রি পূর্ব ১৪৯৫ অব্দের ৯ই এপ্রিল। উল্লেখ্য, গবেষকদের ধারণায় হযরত মূসা (আ) দুই জন ফিরআউনের শাসন কাল পেয়ে ছিলেন। একজনের স্ত্রী আছিয়ার গৃহে তিনি শৈশবে প্রতি পালিত হন-অপর জনের সাথে নবুয়তি জীবনে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। প্রথম ফিরআউনের নাম দ্বিতীয় রামেসিস। এর মৃত্যু হয় হযরত মুসা (আ) মাদ্য়ান-নির্বাসনে থাকা কালে। আছিয়া এরই স্ত্রী।[১৩৮]

তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া ফেরাউন দজ্জাল

(চিরঞ্জীব জগলুল, জিঞ্জীর)

ফোরাত: فرات (ফুরাাত); ৭টি কবিতায়। পরিচ্ছন্ন সুপেয় পানি। ইরাকের উত্তর-পশ্চিমস্থ ইউফ্রেটিস নদী। এ নদীর তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসায়নের সাথে ইয়াঝীদ যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

ফোরাতের নীরে নেমে মোছে আঁখি-প্রান্ত !

[১৩৮] আখতার উল আলম, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭-৩১৩

(মোহররম, অগ্নিবীণা)

ফোরারা: فوارة (কাওয়্যারাহ্); ঝরণা।

নিবু-নিবু ফোয়ারা বহ্নির ফিন্‌কির !

(আনোয়ার, অগ্নিবীণা)

ফৌজ: فوج (ফাউজ্ব); ১টি কবিতায়। দল, সেনা বাহিনী।

তীর হানে কালো-আঁখির ফৌজ,

(আয় বেহেস্তে কে যাবি আয়, জিঞ্জীর)

(ق)

কতল: قتل (ক্বাত্‌ল); ৩টি কবিতায়। হনন করা, ঘা দেয়া।

কেন হতেছিস তোরা কতল-গাহেতে জবেহ?

(আজাদ, নতুন চাঁদ)

কদম: قدم (ক্বাদ্বর); ৪টি কবিতায়। পা, পদক্ষেপ, সম্মুখে অগ্রসর হওয়া।

মেটেনি কদম জিয়ারত আশা

(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৩১)

কদর: قدر (ক্বাদ্বর); ৪টি কবিতায়। শক্তি, সামর্থ, পরিণাম চিন্তা, অনুমান, নিয়তি, মর্যাদা।

মাহে রমজান এসেছে যখন, আসিবে শবে কদর

(কেন জাগাইলি তোরা, নতুন চাঁদ)

কবজ/কবজা: قبضى (ক্বাবদ); ৩টি কবিতায়। হাতের মুঠোয় ধারণ করা, গুটিয়ে ফেলা, বিরত থাকা, মৃত্যু হওয়া।

খালেদের জান কব্‌জ্ করিবে ঐ মালেকুল মৌৎ?

(খালেদ, জিঞ্জীর)

কব্‌জি: قبضي (ক্বাবদী); ১টি কবিতায়। কব্‌জ্ শব্দের স্থানীয় ব্যবহার। মণিবন্ধ, হাতের কব্জা।

হেরিতেছে কাল, কব্‌জি কি মুঠি
(হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ, ফণি-মনসা)

কবর: قبر (ক্বাবর); ১৩টি কবিতায়। সমাধি, সমাধিস্ত, গোর।

চিরঞ্জীবী মেয়ে, তবু যাই ঐ কবরের ধূলি চুমি'।
(মিসেস এম রহমান, জিঞ্জীর)

কবুল: قبول (ক্বাবূল); ৫টি কবিতায়। গ্রহণ করা, মেনে নেয়া, সম্মুখে আসা, আরম্ভ করা।

মোর নিবেদিত দেহ মন প্রাণ কবুল করিও প্রিয়
(কবিতা ও গান-১১৩৬)

করজ: قرض (ক্বার্দ); ১টি কবিতায়। ঋণ, পৃথক হওয়া, মৃত্যুের কাছাকাছি হওয়া, পরোলোকে প্রাপ্তির আশায় কোন সৎ কর্ম করা।

করজ ভবের দেনা।
(কবিতা ও গান-৭৯)

কবুলিয়ৎ: قبولية (ক্বাবূলিয়্যাহ্); ১টি কবিতায়। কবুল শব্দের বিশেষ ব্যবহার, লিখিতভাবে সম্পত্তি বেচা- কেনার প্রক্রিয়া বিশেষ।

দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা-নই দলিল,
কবুলিয়তের নাই ব্‌লাই।
(ঈদ মোবারক, জিঞ্জীর)

কলম: قلم (ক্বালাম); ৭টি কবিতায়। পেরেক, লিপি, সৌকর্য, কলম।

ডুবে এক গলা নয়নের জলে তবে কি কলম ফোঁটে?
(আলো-আঁধারি, মরু-ভাস্কর)

কসম: قسم (ক্বাসাম); ৫টি কবিতায়। শপথ, পণ, সতিন।

কসম তার ভাই ভোরের বায় ভায়
(দীওয়ান ই হাফিজ-৩, নির্ঝর)

কসুর: قصر (ক্বুছ্র); ৩টি কবিতায়। ত্রুটি, অপরাধ, ছোট হওয়া।

পারত্ পক্ষে মার্‌তে কসুর
করেনি কেউ হুণ পাঠান।
(ডোমিনিয়ন স্টেটাস, চন্দ্র বিন্দু)

কহর: قهر (ক্বুহ্‌র); ১টি কবিতায়। প্রভাব-প্রতিপত্তি। অভিশাপ।

হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের,
(মোহররম, অগ্নি বীণা)

কায়েদ: قيد (ক্বায়দ্ব); ১টি কবিতায়। পদবেড়ী, বন্দী, পরিমাণ।

Dhaka University Institutional Repository

কাঠ-মোল্লার মৌলবীর
যুজদানে ইসলাম কায়েদ,
(রীফ-সর্দার, সন্ধ্যা)

কাজা: قضاء (ক্বাদাা); ১টি কবিতায়। মামলার রায়, ফরমান, ধর্মের কোন বিধান যথা সময়ে যথা নিয়মে পালন-সম্পাদন না করে পরে সম্পন্ন করা, পরিশোধ করা।

তুই হাজার কাজের অছিলাতে নামাজ করিস্ কাজা,

(কবিতা ও গান-১৭২)

কাজিয়া: قضية (ক্বাদিয়্যাহ); ২টি কবিতায়। নির্দেশ, বিরোধীয় বিষয়।

তাজিয়া মিছিলে একি কাজিয়ার খেলা, দেখে প্রাণ কাঁদে।
(মোহরর্ম, শেষ সওগাত)

কাজী: قاضي (ক্বাদী); ২ টি কবিতায়। বিচারক, মধ্যস্থক।

ফতোয়া দিলাম-কাফের কাজী ও
(আমার কৈফিয়ত, সর্বহারা)

কাতার: قطار (ক্বাত্বার)। রেল গাড়ী, বড় দল, শ্রেণী, পঙক্তি।

কাতারে কাতারে বসে দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়-
(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

কানুন: قانون (ক্বানুন); ১টি কবিতায়। নীতিমালা, আইন, বস্তুর মূল।

আইন কানুন আচার বিচার
(গীতি-শতদল-৯৯)

কাসিম: قاسم (ক্বাসিম); ২টি কবিতায়। বন্টক। ইনি হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা) এর পুত্র; ইমাম হুসায়ন (রা) এর কন্যা সাকীনার সদ্য বিবাহিত স্বামী। তিনি কারবালায় ইয়াঝীদ বাহিনীর সাথে একটি অসম ও প্রতারণা মূলক যুদ্ধে শহীদ হন।

কাঁদে কেরে কোলে করে কাসিমের কাটা শির?
(মোহররম, অগ্নি-বীণা)

কাসেদ: قاصد (ক্বাছিদ্ব); ১টি কবিতায়। সংকল্পক, দূত, অর্জক।

তোমার কাসেদ খবর নিয়ে ছুটল দিকে দিকে।
(কবিতা ও গান-১৬৬)

কায়দা: قاعدة (ক্বা’ইদ্বাহ্); ১টি কবিতায়। ভিত্তি, পদ্ধতি, শিষ্টাচার।

Dhaka University Institutional Repository

আদব কায়দা কোন দেশের
(জীবনে যাহারা বাঁচিল না, নির্ঝর)

কায়সার: قيصر (ক্বায়ছার); ১টি কবিতায়। সম্রাট। প্রাচীন রোমক সম্রাটের উপাধি। ইংরেজীতে এটাকে সীজার (Casesar) বলে।

কিংবা রুমের সিংহাসনে কায়সর সে শক্তি শূর-
(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৯৬)

কায়েনাৎ: كائنة (কাইনাহ্)। নতুন সৃষ্ট বস্তু, নব প্রবর্তিত বিষয়।

ওয়ে মারহাবা ওয়ে মারহাবা এয়্ সর্ওয়ারে কায়েনাত।
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিশের বাশী)

কায়েম: قائم (ক্বাইম); ২টি কবিতায়। দণ্ডায়মান ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠা।

ক'রে হিজরত কায়েম হলেন মদিনায় হযরত–
(কবিতা ও গান-১৩৮)

কায়েস: قائس (ক্বাইস); ৩টি কবিতায়। ধনুক নিক্ষেপক, তীরন্দাজা। পারসিক প্রণয় উপাখ্যান "লায়লী মজনু" এর মজনুর প্রকৃত নাম কায়েস।

কায়েসের খোঁজে পুন? কিছু নাহি জানি !
(তুমি মোরে ভুলিয়াছ, চক্রবাক)

কাহ্হার: قهار (ক্বাহ্হার); ১টি কবিতায়। প্রবল প্রতাপান্বিত, আল্লাহর গুন বাচক নাম। এ নামের গুন তিনি প্রকাশ করবেন চূড়ান্ত বিচারে দোষী সাব্যস্তদের জাহান্নামের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে।

সেদিন নাকি তোমার ভীষণ কাহ্হার-রুপ দেখে
(কবিতা ও গান-১১২)

কাৎরা: قطرة (ক্বাৎরাহ)। তরল পদার্থের বিন্দু, একফোটা।

ধুঁকে ম'লো, আহা, তবু পানি এক কাৎরা
(মোহররম, অগ্নি-বীণা)

কিম্মত: قيمة (ক্বীমাহ্)। মূল্য, অবয়ব।

বিনি-কিম্মতে হাসি-ইঙ্গিতে হেলা ফেলায়
(নওরোজ, জিঞ্জীর)

কিল্লা: قلعة (ক্বিল্'আহ্); ৩টি কবিতায়। দূর্গ।

কিল্লা ফতে হো গিয়া !
(কামাল পাশা, অগ্নি-বীণা)

কিসমত: قسمة (কিস্‌মাহ্‌); ১টি কবিতায়। ভাগ্য, অংশ, রুপ-সৌন্দর্য।

বদ-কিসমত শুধু রীফের
(রীফ-সর্দার, সন্ধ্যা)

কিয়ামত: قيامة (ক্বিয়াামাহ্‌); ১৯টি কবিতায়। ওঠা, জাগ্রত হওয়া,অনুষ্ঠিত হওয়া। মহা প্রলয় অনুষ্ঠানের দিন বোঝাবার জন্যেই শব্দটি মুসলিম সমাজে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

তমসাবৃতা ঘোর 'কিয়ামত' রাত্রি,

(খেয়াপারের তরণী, অগ্নি-বীণা)

কুওত্‌: قوة (ক্কুওয়াহ্‌)। শীক্ত, সামর্থ।

নাহি আর বাজুতে কুওত্‌

(জুলফিকার-৪)

কোরবাণী: قرباني (কুরবাান); ১৬টি কবিতায়। নৈকট্য লাভ করার মাধ্যম, যে বস্তু দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। মুসলমানগণ তাদের জাতীয় পিতা ইব্রাহিম (আ) বাপ-বেটার খোদায়ী পরীক্ষার স্মরণে যুলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখে যে পশু উৎসর্গ করে ওটাকে লোকভাষায় কোরবাণী বলা হয়।

এমনি দিনে কোরবাণী দেন
পুত্রে হজরত ইবরাহিম,
(গুলবাগিচা-৭৭)

কোরান: قرآن (কুরআন); ২৫টি কবিতায়। অধিক পঠিত হয় যে গ্রন্থ। নবুয়তের তেইশ বছর যাবৎ মুহাম্মদ (স) এর উপর আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীর গ্রন্থিত রুপ, যা লওহে মাহফুজে রক্ষিত ছিল।

সেই দরিয়ায় পারাপারের তরী ভাসে কোরআন।
(গুল বাগিচা-৭৯)

কোরেশ: قريش (কুরায়শ); ১টি কবিতায়। ক্ষুদে হাঙ্গর, ক্ষুদ্রাকৃতির রৌপ্য মুদ্রা। প্রাচীন আরবের একটি গোত্রের নাম। এ গোত্রে মুহাম্মদ (স) জন্ম গ্রহণ করেন।

ছিল কোরেশের সর্দার যত সে প্রাতে কা'বায় বসি'
(দাদা, মরু-ভাস্কর)

কৌম: قوم (ক্বাওম); ৩টি কবিতায়। গোত্র, সম্প্রদায়, দল।

দীন ইসলামের এই ক্যাওমি যোশ জিন্দা হোক।

(কবিতা ও গান-১১৩২)

(ك)

কওসর: كوثر (কাওছার); ১০টি কবিতায়। অফুরন্ত কল্যাণ, বিশেষ দান, বেহেস্তের একটি উৎসের নাম।

টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর, হাতে আব্ জম্ জম্ জাম।

(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

কাফন: كفن (কাফান); ৫টি কবিতায়। মৃতের গায়ে জড়াবার কাপড়।

আসমান-জোড়া কাল কাফনের আবরণ যেন টুটে–

(কৃষকের ‘ঈদ, নতুন চাঁদ)

কাফুর: كافور (কাফূর); কর্পূর।

ওরা “কাফুরের মত যাইবে ফুরায়ে”

(তৌবা, চন্দ্র বিন্দু)

কাফের: كافر (কাফির); ১৯টি কবিতায়। অস্বীকৃতি জ্ঞাপক, আবরক। ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসে অনস্থ ব্যক্তিকে এ অভিধা দেয়া হয়।

ওরাই কাফের, মানুষের ওরা তিলে তিলে শুষে প্রাণ-রুধির!

(যৌবন-জল-তরঙ্গ, সন্ধ্যা)

কাফেলা: كافلة (ক্বাফিলাহ্); ২টি কবিতায়। দূর ভ্রমণের যাত্রী দল, বাহিনী।

কাঁদিছে কাফেলা কারবালায়,
(রীফ সর্দার, সন্ধ্যা)

কা’বা: كعبة (কা’বাহ্); ১৭টি কবিতায়। চারকোণা গৃহ। মক্কা নগরীতে অবস্থিত মুসলমানদের তীর্থাগার। কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী এটি পৃথিবীর আদি গৃহ।

আজ কি আবার কা’বার পথে ভিড় জমেছে প্রভাত হতে।

(ভোরের সানাই, সন্ধ্যা)

Dhaka University Institutional Repository

কাবাব: کباب (কাবাাব); ৩টি কবিতায়। ভাজা মাংসের টুকরো, ফিতা।

আবু খায় কিনে গোস্ত কাবাব, হাবু খায় বড়ি পোস্ত,

(গীতি শতদল-১০০)

কামাল: کمال (কামাাল); ২টি কবিতায়। পরিপূর্ণতা, উৎকর্ষতা। আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮)।

ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,

(কামাল পাশা, অগ্নি-বীণা)

কারবালা: کربلا (কার্‌বালা); ৭টি কবিতায়। পদদ্বয়ের শৈথিল্য, শস্যকে ভূমি মুক্ত করার প্রক্রিয়া। ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী একটি প্রান্তর। এখানে ইমাম হুসায়ন ইয়াঝীদ বাহিনীর হাতে ৬০ হিজরী সনে সপরিবারে নির্মম ভাবে শহীদ হন।

মোহর্‌রম ! কারবালা ! কাঁদো" হায় হোসেনা"!

(মোহর্‌রম, অগ্নি-বীণা)

কালাম: کلام (কালাাম); ৮টি কবিতায়। কথা, অর্থবোধক বাক্য, বাণী।

তৌহিদ বাণী খোদার কালাম,

(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৩৪)

কায়কাউস: کیکاوس (কায়কাউস); ১টি কবিতায়। ইনি পারসিক কিংবদন্তির নায়ক। কায়ানী বংশের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়। কবি ফিরদাউসী তাকে কায়কোবাদের পুত্র বলেছেন। আবার কেউ কেউ তাকে কায়কোবাদের পৌত্র সাব্যস্ত করেন। তিনি দও দানার আনুগত্য লাভকারী এক যুদ্ধবাজ রাজা ছিলেন। দৈত্যাদির শক্তি ব্যবহার করে তিনি ঐতিহাসিক আল বুরজ পর্বতে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। একবার তিনি মাযিনদারান নামক এক শুভ্র দৈত্য শাসিত রাজ্যে প্রবেশ করেন। দৈত্য বাহিনী তার উপর আসমান থেকে প্রস্তর ছুঁড়ে তাঁকে বন্দি করে। ঐ বন্দি দশা হতে পরে বাদশাকে মুক্ত করেন ষাল এর পুত্র রস্তম। শেষ জীবনে তিনি স্বীয় পৌত্র কায়খুসরাও এর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে নির্জন সাধনায় মগ্ন হন।[১৩৯]

হাফিজ যখন আপন হারা কোথায় বা তোর কায়কাউস?

[১৩৯] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, (১৯৮৯), পৃ. ১৩৫-৬

Dhaka University Institutional Repository

(দিওয়ান ই হাফিজ, গজল-২, নির্ঝর)

কায়কোবাদ: كيقباد (কায়কুবাদ্দ); পারসিক রুপ কথার রাজা। তিনি কায়ানী ছিলেন। ফেরদৌসীর শাহনামার ভাষ্যনুযায়ী ইরানী ভূখন্ডকে আফরাশিয়ার তুরাণী আক্রমণ হতে রক্ষা করার জন্যে মহা বীর রুস্তমের পিতা যাল পাহলোয়ান জরথুস্ত্রীয়দের পুরোহিত মুবায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে কায়কোবাদের সাহায্য নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রুস্তম পর্বতে পৌঁছে কায়কোবাদকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করে উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। এদিকে কায়কোবাদ ও স্বপ্ন যোগে এ রকম ঘটনার ইঙ্গিত পান। যাইহোক, রাজা কায়কোবাদের সামরিক সহযোগিতা ও রুস্তমের বীরত্ব ব্যঞ্জক সেনাপতিত্বে আফরাশিয়ার পরাজয় হয়। কায়কোবাদ একশত বছর নির্বিঘ্নে রাজত্ব করে মৃত্যু বরণ করেন।[১৪০]

কায়কোবাদের কুল মুলুক?–এক তিন বরাবর তখতাউস।

(দীওয়ান ই হাফিজ, গজল-২, নির্ঝর)

কুফর: كفر (কুফ্‌র্); ২টি কবিতায়। অস্বীকৃতি, অবিশ্বাস। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকার ইসলামী পরিভাষা।

লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে।

(মোহররম, অগ্নিবীণা)

কুল: كل (কুল্ল); ১টি কবিতায়। সমগ্র, প্রত্যেকটি।

কুল মুলুকের কুষ্টি করে জোর দেখালে ক'দিন বেশ,

(কামাল পাশা, অগ্নিবীণা)

কুলসুম: كلثوم (কুলছূম); ১টি কবিতায়। গোলমাল। প্রাক ইসলামী আরবের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি "সাব'উল মু'আল্লাক্বাহ্"র অন্যতম কবি আমর ইবনে কুলসুম (মৃ ৬০০ খ্রি)।

আরবের যত গানের কবিরা'কুলসুম' ইমরুল কায়েস'।

(পরভৃত, মরু-ভাস্কর)

কুর্শি: كرسي (কুর্‌সী); ৩টি কবিতায়। কেদারা, সিংহাসন, জ্ঞান, রাজধানী, আল্লাহর কুদরৎ।

'আরশ কুর্শি ঝুঁকে পড়ে'

---

[১৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

(জুলফিকার-১০)

কেতাব: كتاب (কিতাাব); ৭টি কবিতায়। লিপিবদ্ধ, পত্র, পুস্তক।

ইসলাম কেতাবে শুধু, মুসলিম গোরস্তান

(জুলফিকার-৪)

কেনানী/কেনান: كنعان (কিন'আানী); ১টি কবিতায়। 'কিনউন' রাতের শেষ প্রহর। এটি ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের একটি অংশ। বর্তমানে এই অঞ্চলটি 'খলীল' নামক একটি শহরের আকারে বিদ্যামান। এখানে হযরত ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ) এর ক্ববর আছে। বাইবেলের ভাষ্যানুযায়ী এটি হযরত ইব্রাহিম (আ) এর নিকট আল্লাহর প্রতিশ্রুত দেশ।[১৪১]

যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী

য়ুনানী মিসরি আরবী কেনানী;

(শাত-ইল-আরব, অগ্নিবীণা)

কৈফিয়ৎ: كيفية (কায়াফিয়্যাহ); ১টি কবিতায়। রীতি, ধাঁচ, যথার্থ, কারণ দর্শানো, ওজর পেশ করা।

কৈফিয়াতের তলব তবু নিত্যি আসে, ছাড়ে না।

(কবিতা ও গান-১৭)

কলেমা: كلمة (কালিমাহ্); ৮টি কবিতায়। বাক্য, কথা, নিবন্ধ। ইসলামী বিশ্বাসের মূল মন্ত্র সমূহকে এক একটি কলেমা বলা হয়।

যাবি চল্ পথিক কলেমার জাহাজ-ঘাটায়।

(চন্দ্র বিন্দু-৪২)

(ل)

---

[১৪১] সম্পাদক, ইঞ্জিল শরীফ- বাংলা অনুবাদ (ঢাকা: বি.বিএস. ১৯৮০খৃ.), পৃ. ৭৩৪; মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, কোরআনুল কারীম (ঢাকা: বাদশা ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তা.বি.), পৃ. ৬৭৫

লওহ: لوح (লাওহ); ৩টি কবিতায়। শিলা, প্রস্তর, লেখা যায় এরূপ বস্তু। আল-কুরআন মুহাম্মদ (স) এর নিকট অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যে পত্রে লিখিত ছিল ওটার নাম ‘লাওহে মাহ্‌ফুয।

‘প্রাণের ‘লওহে কোরান লেখা’

(জুলফিকার-১৪)

লতিফা: لطيفة (লাত্বীফাহ); ১টি কবিতায়। অনুগ্রহ পরায়ণা, সূক্ষ্ম, কোমল, দেহাভ্যন্তরস্থ হৃদয়ের বিভিন্ন অংশের নাম।

‘ছয় লতিফার ঊর্ধে আমার আরফাত ময়দান।’

(‘কবিতা ও গান-১৪)

লহমা: لمحة (লাম্ ‘হাহ্)। দৃষ্টিপাত, ঔজ্জ্বল্য। প্রচলিত অর্থে-মুহূর্ত, অতি অল্প সময়।

এক লহমার হ’লে বধূ, হায় মনোরমা।

(এ মোর অহস্কার, জিঞ্জীর)

লাত: لات (লাত); ৪টি কবিতায়। জাহেলী-যুগের মক্কার কাবা গৃহে স্থাপিত কুরায়শ বংশের একটি বড় প্রতিমা। হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) মতে, এটি ছিল তাদের কোন একজন পূর্ব পুরুষের প্রতিকৃতি।

‘ভয়ে ভূমি চুমে ‘লাত্ মানত’-এর ওয়ারেশীন’

(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

লানত: لعنة (লা’নাহ)। অভিশাপ, বঞ্চনা।

‘লানত’ গলার গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে,;

(আনন্দময়ীর আগমনে, কবিতা ও গান-১৮)

লায়লী: ليلى (লায়লী); ১টি কবিতায়। ‘লায়লাহ্’ শব্দের ভিন্নরূপ। অর্থ রাত্রি। এটি আরবের একটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের নায়িকার নাম। তার নায়কের নাম কায়স। কিন্তু নায়ক তার প্রেয়সী লায়লীর জন্যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিল বলে আরবী ভাষায় তাকে ‘মজ্নূন’ বলা হতো। ফলে পুরো উপাখ্যানটি ‘লায়লী-মজনু’ নামে বিশ্বময় পরিচিতি হয়ে পড়ে। এ কাহিনীর আদি উৎস নির্ণয় করা কঠিন। তবে আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী তাঁর কিতাবুল আগানীতে মন্তব্য করেছেন, এ উপাখ্যানের আদি সূচক সম্ববত একজন উমাইয়্যা বংশীয় তরুণ, যে মাজ্নূন নামে

কতগুলো কাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছিল। ঐ কাহিনী গুলোতে কিছু কবিতা ছিল। ঐ কবিতায় সে তার জনৈকা জ্ঞাতি ভগ্নির সহিত ব্যর্থ প্রেমের 'আবেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই অনুমান শুধু অনুমানই। তবে কায়েসের নানান কাহিনীতে নাওফাল ইবনে মুসাহিক নামে একজন ঐতিহাসিকের সাক্ষাত মিলে। ইনি ৭০২ খ্রিষ্ঠাব্দে মদীনায় গভর্নর ছিলেন, এ থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, উপাখ্যানের নায়ক কায়স এ সময় জীবিত ছিলেন তবুও বলতে হয়, এ কাহিনীর উদ্ভাবক কবিতা সমূহের রচয়িতা এবং মাজ্নুন লায়লী'র কাহিনী গুলোর তথ্যাদি চিরকালই অজানা থেকে যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ কাহিনী গুলো অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় 'লায়লী মজনু শীর্ষক প্রথম কাহিনী কাব্য রচয়িতা দৌলৎ উজির বাহরাম খান (জন্ম: ১৩৪৫ খ্রি.)।[১৪২]

'লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া

মজনুগো আঁখি খোলো'

(কবিতা ও গান-৩০)

লেবাস: لباس (লিবাাস); ১টি কবিতায়। পোশাক-পরিচ্ছদ, আবরণ।

'দুনিয়াদারীর লেবাস পররে হাজীর বেশ।'

(কবিতা ও গান-১৩৮)

লোকসান: نقصان (নুক্‌ছাান); ৩টি কবিতায়। ক্রুটি, ক্ষতি।

'লোকসানেরই হিসাব দেখিস, লাভের কথা ভাব।

(বুলবুল: দ্বিতীয় খন্ড-৫৫)

লোবান: لبان (লুবাান); সুগন্ধি দ্রব্য। এক প্রকার আঠা জাতীয় বস্তু, যা সুগন্ধ লাভ করার জন্যে আগুনে জ্বালানো হয়।

'আতর লোবান ধূনা ধূপে।

সয়লাব সব থাক ডুবে'।

(নওরাজ, জিঞ্জীর)

(م)

মউজ: موج (মাউজ্); ৬টি কবিতায়। পানির ঢেউ।

---

[১৪২] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, (১৯৯৫), পৃ. ৫-১২

Dhaka University Institutional Repository

ফোরাতের মৌজ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে !
(মিসেস এম রহমান, জিঞ্জীর)

মউৎ: موت (মাউত); ১টি কবিতায়। মৃত্যু।

মউতের দারু পিইলে ভাঙেনা হাজার বছরী ঘুম?
(খালেদ, জিঞ্জীর)

মক্তব: مكتب (মাকতাব)। প্রাথমিক বিদ্যালয়, অফিস, লেখার টেবিল।

মক্তবের ঐ মৌলবি সাহেব
(মৌলবি সাহেব, পরিশিষ্ট-২)

মক্কা: مكة (মাক্কাহ্); ১৪টি কবিতায়। তন্ত্রবায়ের মাকু, পান পাত্র। আরবের আদি জনপদ। এখানে কা'বা গৃহ অবস্তিত।

মক্কার পানে সরল দৌড়।।
(তৌবা, চন্দ্রবিন্দু)

মখমল: مخمل (মাখমাল); ৩টি কবিতায়। কোমল চিকন ও স্থুল বস্ত্র বিশেষ, ভেলভেট (ঠবষাবঃ).

বিছানো মখমল শয্যা আরাম (আরাম-শয়ান)।
(সূরা গ্বাশিয়া, কাব্য আমপারা)

মগফেরাত: مغفرت (মাগ্‌ফিরাহ্); ১টি কবিতায়। ক্ষমা, অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া।

যে কাবায় কুল মগফেরাতে কর তুমি ইন্তেজার।।
(কবিতা ও গান-১৫৫)

মগরেব: مغرب (মাগ্‌রিব); ৩টি কবিতায়। অন্তস্থল। সূর্যাস্তের পর পরই অনুষ্ঠেয় নামায।

মগরেবের আজ নামাজ পড়িব আসিয়া তোমার দেশে
(খালেদ, জিঞ্জীর)

মঞ্জিল: منزل (মান্‌ঝিল); ৫টি কবিতায়। গন্তব্য স্থল, আবাস স্থল, পদ মর্যাদা।

খালেদ ! খালেদ ! পথ মঞ্জিলে ক্লান্ত উটেরা কহে,
(খালেদ, জিঞ্জীর)

মজনুন: منجنون (মাজ্‌নূন); ১০টি কবিতায়। পাগল। আদি রসের কাহিনীতে “লায়লীর” প্রেম পাগল “কায়েসকে” এ শব্দে বোঝাবার প্রচলন আছে।

হে “মজনুন” কোন্‌ সে “লায়লী”র

Dhaka University Institutional Repository

(সিন্ধু: দ্বিতীয় তরঙ্গ)

মজলিস: مجلس (মাজ্‌লিস); ৫টি কবিতায়। বসার স্থান, কমিটি, পরামর্শ সভা।

কার কথা ভেবে তারা মজলিসে দূরে একাকিনী সার্কী
(চাঁদনী রাতে, সিন্ধু হিন্দোল)

মজলুম: مظلوم (মাজ্‌লূম); ৫টি কবিতায়। অত্যাচারিত।

মজলুম যত মোনাজাত ক'রে কেঁদে কয় "এয় খোদা,"
(খালেদ, জিঞ্জীর)

মজা: مزح (মাঝ্'হ)। হাসি ঠাট্টা, উপহাস, আনন্দ।

দেখবি নাকি? মজা দেখবি নাকি?
(কবিতা ও গান-১১৪৯)

মর্জি: مرضي / مرضاة (মারদীয়/মারদাহ্‌); ১টি কবিতায়। সন্তুষ্টি, আনন্দ। প্রচলিত অর্থে- ইচ্ছে, কামনা, মনোভাব।

কার মর্জিতে তুই এলি হেথা
(লীগ অব নেশনস, চন্দ্রবিন্দু)

মতলব: مطلوب (মাত্‌লূব); ৩টি কবিতায়। ইচ্ছে, উদ্দেশ্য, চাহিদা, দাবি।

মতলব হাসিল কর তোমার
(রুবাইয়াৎ ই হাফিজ-৪৬)

মদিনা: مدينة (মাদ্বীনাহ্‌); ১৪টি কবিতায়। নগরী, শহর। আরবের প্রাচীন ইয়াসরীব শহরের পরিবর্তিত নাম।

শুনিয়া সকল কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে।
(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

মনকের: منكرة (মুন্‌কার); ১টি কবিতায়। অস্বীকৃতি জ্ঞাপক। কবরে মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদী প্রধান ফেরেস্তার নাম।

'মনকের' 'নকির' দুই ফেরেস্তা হিসাব রাখে জুড়ি।
(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৪৯)

মনসুখ: منسوخ (মান্‌সূখ); ১টি কবিতায়। রহিত।

'মনসুখ' করে দেন অসুরেরে, আনেন জগতে সাম্যবাদ
(কবিতা ও গান-২২১)

মফিদ: مفيد (মুফীদ্); ১টি কবিতায়। উপকারী।

তশতরিতে প্রেম মফিদ
(গুল বাগিচা-৭৭)

মরক্কো: مغرب (মাগ্‌রিব); ২টি কবিতায়। আটলান্টিক মহাসগারের পূর্ব তীরস্থ উত্তর আফ্রিকীয় একটি মুসলিম আরব রাষ্ট্র। রাজধানীর নাম রাবাত।

ওরা মরক্কো মর্দের জাত মৃত্যু মুঠার ‘পরে’
(খালেদ, জিঞ্জীর)

মরসুম: موسوم (মাওসিম); ৫টি কবিতায়। সময়, ঋতু।

মরশুমে ভাই শারাব খাঁটি।
(রুবাইয়াৎ ই হাফিজ-৬)

মশগুল: مشغول (মাশ্‌গূল); ৭টি কবিতায়। কর্মব্যস্ত।

বে খুদিতে মশগুল আমি
(রুবাইয়াৎ ই হাফিজ-৬)

মশাল: مشعل (মাশ্‌'আল)। মোমবাতি। প্রচলিত অর্থে ছোট দন্ডে তেল মাখানো চট জড়িয়ে তৈরি বড় বাতি বিশেষ।

জ্বাল্‌রে মশাল জ্বাল্‌ অনল !
(অগ্র পথিক, জিঞ্জীর)

মসজিদ/ম'জিদ: مسجد (মাসজ্বিদ্); ২০টি কবিতায়। মাথা নোওয়াবার স্থান। মুসলমানদের উপাসনাগার।

কারো মন্দির গীর্জার করে ম'জিদ মুসলমান !
(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

মসনদ: مسند (মাস্‌নাদ্); ২টি কবিতায়। সিংহাসন, সম্বন্ধিকৃত।

মোগলের মসনদ মিলায়েছে মাটিতে।
(বুলবুল, দ্বিতীয় খন্ড-৯৮)

মসীহ: مسيح (মাসী'হ); ১টি কবিতায়। জন্মগত ভাবে কল্যাণময়, এক চক্ষু বিশিষ্ট। হযরত ঈসা (আ) এর আর এক নাম।

আসিল কি ফিরে এত দিনে সেই মসীহ মহা মানব?
(অবতরণিকা, মরু-ভাস্কর)

মর্সিয়া: مرثية (মার্ চীয়্যাহ্); ৪টি কবিতায়। মৃত ব্যক্তির স্মরণে হা হুতাশ করা।

ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।

(মোহররম, অগ্নিবীণা)

মহফিল: محفل (মা'হ্ফিল); ৪টি কবিতায়। সম্মেলন স্থল।

শাদী'র মহফিল বসিয়া নওশার সাজে

(সম্প্রদান, মরু ভাস্কর)

মহব্বত: محبة (মু'হাব্বাহ্); ২টি কবিতায়। প্রীতি, বন্ধুত্ব।

যে দু'হাতে বিলাল দুনিয়ার খোদার মহব্বত।

(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৪০)

মহবুব: محبوب (মা'হ্বূব); ১টি কবিতায়। প্রিয়, প্রেমিক, প্রেমময়।

আজ সখা মাহবুবে বুকে পেতে দুখে কেন যেন কাটা বেঁধে,

(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-তিরোভাব, বিষের বাঁশী)

মহল: محل (মা'হাল্ল); ১৬টি কবিতায়। অবস্থান স্থল, বিপনী। এলাকা।

'নাচনের লাগিল ছোঁয়াচ এ তনুর কাচ-মহলায়।।'

(সুর-সাকী-৫৩)

ময়দান: ميدان (মায়দ্বান); ৯টি কবিতায়। খোলা জায়গা উম্মুক্তস্থান, মাঠ, চৌকা।

'ময়দানে লুটাবে রে লাশ এই খাস্ দিন'

(মোহররম, অগ্নি-বীণা)

মাজার: مزار (মাঝার); ২টি কবিতায়। পরিদর্শনস্থল। বুষর্গ ব্যক্তিদের সমাধি।

'হাজার হাজার চামড়া বিছারে মাজারে ঘুমায় শের'।

(খালেদ, জিঞ্জীর)

মাজেজা: معجزة (মু'জ্বিঝাহ্); ১টি কবিতায়। নবী-রসূলের দ্বারা এমন ঘটনার সংঘটন যার মর্মার্থ সাধারণ মানুষের বোধের অগম্য থাকে।

"বিভূতি"মাজেজা" যাহা পায় প্রভু আল্লার রাহে"।

(বক্রীদ, শেষ সওগাত)

মাতম: مأتم (মা'তাম); ৩টি কবিতায়। শোক প্রকাশক ক্রন্দন, বিলাপ,

'দেখিতে লাগিল 'ফেজার' দুপুরে মাতম্।

(সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, মরু-ভাস্কর)

মাদ্রাসা: مدرسة (মাদ্বরাসাহ্); ১টি কবিতায়। বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান।

'শুকায় কিনা শুষ্ক বিহীন বালক-সাথে মাদ্রাসায়।"

Dhaka University Institutional Repository

(রুবাইয়াই-ই-ওমর (খৈয়াম-১৬৫)

মানা: منع (মান') বারণ করা।

'সে মানা মানেনা, সখি কে কি জানেনা'
(নাট্যগীতি-৮)

মানে: معنى (মা'না); অর্থ, ব্যাখ্যা, মর্ম।

'স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই'।
(বিদ্রোহী বাণী, বিষের বাঁশী)

মানত: منوة (মানাাহূ); ৪টি কবিতায়। ইসলাম পূর্ব কা'বায় রক্ষিত মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের প্রতিমার নাম।

'ভয়ে ভূমি চুমে "লাত মানতেম" ওয়ারেশীন।'
(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

মাফ: معاف (মা'আফ); ৭টি কবিতায়, মুক্তি, ক্ষমা।

'মাফী চাই পা পী সবাকার'
(গুল বাগিচা-৮০)

মাফিক: موافق (মাওরাফিক্); ১টি কবিতায়। ঐক্যমত্য, অনুসার।

'ব্যারাম মাফিক ওষুধ দিলাম'
(সাইমন-কমিশনের রিপোর্ট-দ্বিতীয়ভাগ, চন্দ্রবিন্দু)

মাবুদ: معبود (মা'বূদ্ব); ১টি কবিতায়। উপাস্য। যার উপাসনা করা হয়েছে।

'মরা মালিক, মেরা খালিক, মেরা মাবুদ হা তু।'
(কবিতা ও গান-২৭৩)

মামুদ: محمود (মা 'হ্মূদ্ব); ১টি কবিতায়। প্রশংসিত। সবুক্তগীনের পুত্র মাহমুদ। ৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে গজনীর সুলতান হন। ১০০০-১০২৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ১৭ বার ভারতবর্ষ অভিযান করেন।

'কোথা চেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায় কালা পাহাড়?
(মানুষ, সাম্যবাদী)

মারওয়া: مروة (মাওয়াহ্); ১টি কবিতায়। মক্কার সাফা পাহাড় সংলগ্ন আর একটি পাহাড়।

'সাফা' 'মারওয়ান' গিরি-যুগ সে আওয়াজে কাঁপিতে লাগিল।'
(দাদা, মরু-ভাস্কর)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মারহাবা: مرحبا (মার'হাবাা); ৩টি কবিতায়। প্রশস্ত গৃহ। একটি অভিবাদক শব্দ। আধুনিক (?) তুর্কিয়া নাকি এ শব্দটি 'সালাম'-এর পরিবর্তে ব্যবহার করে।

"ওয়ে মারহাবা ! ওয়ে মারহাবা ! এয় সরওয়ারে কায়েনাতে।"
(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

মারুত: ماروت (ম্যারূত); ২টি কবিতায়। সিরিয় ভাষায় শব্দটির অর্থ-শক্তি। সম্ভবত এটা হিব্রু 'আযাইল এর স্মারক। হাবুত ও মাবুত মুসলিম উপাখ্যানের নায়ক। এদের সাথে সম্পৃক্ত আছে যোহরা নাম্নী এক নায়িকা। কাহিনীটি এরকম: তারা একবার মর্তের মানুষের পাপাচার নিয়ে আল্লাহর সামনেই অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করে। তখন আল্লাহ পরীক্ষা মূলকভাবে এ দু' জন ফেরেস্তাকে বসবাস করার জন্যে পৃথিবীতে পাঠান। এখানে এসে তারা মানুেষের মতই অপরাধ অপকর্মে লিপ্ত হয়। ঐ সমস্ত কুকীর্তির অন্যতম হচ্ছে, যোহরা নারী এক তিলোত্তমা তম্বীর প্রেমে পড়া ও তার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া। তখন আল্লাহ তাদের বন্ধু ফেরেস্তাদের ডেকে এ সমস্ত কীর্তি কলাপ অবহিত করেন। এদের বন্ধু ফেরেস্তারা তাতে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি মাথা নত করেন। এ দিকে উক্ত হারূত-মারূত ফেরেস্তাদ্বয়কে আল্লাহ তাদের কৃত কর্মের জন্যে ইহ ও পারলৌকিক শাস্তির যে কোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেন। তাতে তারা দুনিয়ার শাস্তিই বেছে নেয়। সে থেকে বেবিলন শহরের এই দুই ফেরেস্তা নিদারুণ প্রায়শ্চিত্য করে যাচ্ছে। এই দুইজন ফেরেস্তার কাহিনী অন্যান্য ঐশী গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। মদীনার ইয়াহূদীরা যে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করতো, তাদের দাবি অনুযায়ী, ঐ যাদু এই দুইজন ফেরেস্তার কাছ থেকে হযরত সুলায়মান (আ) শিখেছিলেন। অবশ্য কুরআন য়াহূদীদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। একটি মিসরীয় সূত্রানুয়ায়ী হারূত-মারূত সময়কাল ছিল মিসর রাজ 'আরয়াকে' এর আমল। 'তাফসীর ই বায়দাভী'র বক্তব্য হচ্ছে, এরা ফেরেস্তা ছিলেন না, বরং ফেরেস্তার মত আচরণ করতেন।[১৪৩]

'হারূত-মারূতে কি করেছে দেশ ধরণী সর্বনাশী'
(পাপ, সাম্যবাদী)

মারোয়ান: مروان (মার্‌ওয়্যান); এটা সম্ভবত হযরত মুরাবিয়া (রা) এর মৃত্যুত্তোর খিলাফতের মালিকানা সংক্রান্ত ডামাডোলের সময় মদীনার গভর্ণর ওয়ালীদ ইব্‌নে উতবা'র উপদেষ্টা মারওয়ান ইবনে হিকাম। এই লোক হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)

[১৪৩] সম্পাদক, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

এর বিরুদ্ধে চরম পন্থার মাধ্যমে কারবালা ট্রাজেডী সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।[১৪৪]

‘আজি বান্দা সে ফের্উন শাদ্দাদ নম্‌রুদ মারোয়ান’

(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

মাল: مال (মাল); ৬টি কবিতায়। সম্পদ।

‘দাও কোরবাণী জান্‌ ও মাল’

(শহীদি ঈদ, ভাঙার গান)

মাল্লা: ملاح (মাল্লা’হ); ২টি কবিতায়। নাবিক, নৌকার মাঝি।

‘আল্লা বলে মাল্লা তরুণ ঐ তুফানে লাখ হাজার’

(বিদ্রোহী বাণী, বিষের বাঁশী)

মালিক: مالك (ম্যালিক); ১১টি কবিতায়। স্বত্ত্বাধিকারী, রাজা।

‘কে মালিক? কে সে রাজা?

(ভাঙার গান)

মালাউন: ملعون (মাল্‘উন); ১টি কবিতায়, অভিশপ্ত, আল্লাহর রহমত হতে বহিস্কৃত।

‘বন্দী রহে এই মাসে শয়তান মালাউন’।

(কবিতা ও গান-১১৩৩)

মাশুক: معشوق (মা‘শূক্ব); ২টি কবিতায়। প্রেমিক, সুহৃদ।

‘মাশুক কি চম্‌নোঁও মে ফুল্‌তা নেই দোবারা ফুল’।

(সোহাগ, পূবের হাওয়া)

মিকাইল: مكائيل (মিকাঈল); ৩টি কবিতায়। ভারতবর্ষে ‘মীকা’ঈল। ইনি প্রধান চার খলিফার অন্যতম। বলা হয়েছে, মিকাঈল রসূলুল্লাহ (স) মেরাজে যাবার পূর্বে তাঁর বক্ষ উন্মোচন করেছিলেন। এবং বদরের যুদ্ধে যোগদাতা পাঁচ হাজার ফেরেস্তার মধ্যে ইনিও ছিলেন। কুরআনে সূরা বাক্কারায় এর নাম উক্ত হয়েছে। বানু

---

[১৪৪] মো: হাদীসুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস (উমাইয়া যুগ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৫

ইসরাঈলগণ মিকাঈলকে তাদের ভ্রাতা এবং জিবরাঈলকে তাদের শত্রু মনে করে।[১৪৫]

'মিকাঈল অবিরল'

(ফাতেহাই দোয়াজ দাহম-তিরোভাব, বিষের বাঁশী)

মিনার: منار (মানাার); ১২টি কবিতায়। আলোক স্তম্ভ, গম্বুজ, আজান পরিবেশনের জন্যে নির্মিত মসজিদ লগ্ন উঁচু স্থান।

'মিনারে মিনারে বাজে আহ্বান'

(নকীব, জিঞ্জীর)

মিসকিন: مسكين (মিস্‌কীন); ২টি কবিতায়। নিঃস্ব।

'আমরা কাঙাল, আমরা গরীব, ভিক্ষুক, মিসকিন;

(আর কত দিন, শেষ সওগাত)

মিসরি/মিসর: مصري (মিছরী) দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী আড়াল। জনপদ, শহর। উত্তর আফ্রিকীয় একটি আরব মুসলিম রাষ্ট্র। রাজধানী-কায়রো।

'মেসেরের শের, শির, শম্‌শের সব গেল একসাতে'।

(চিরঞ্জীব জগলুল, জিঞ্জীর)

মীনা: منوي (মিনাা); ১টি কবিতায়। সৌদি আরবে মক্কার নিকটবর্তী একটি উপ শহর। এখানে হাজীগণ ১০ যুলহজ্জ তারিখে পশু কোরবাণী করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ) সম্ভবত এখানেই পুত্র ইসমাঈল কে কোরবাণী করার চেষ্টা করেছেন।

'এই দিনই "মীনা" ময়দানে'

(কোরবাণী, অগ্নি-বীণা)

মুঞ্জরিল: منظور (মান্‌জুর); ১টি কবিতায়। দৃশ্যমান, অনুমিত, নিরীক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত, বিবেচনাধীন। প্রচলিত অথে-অনুমোদিত, গৃহীত, অনুমতি প্রাপ্ত।

'শুক্‌নো গাছে মুঞ্জরিল প্রাণ, দেখে যা'।

(গুল বাগিচা-৭৯)

মুজতবা: مجتبى (মুজ্বতাবাা); ১টি কবিতায়। গৃহীত, মনোনীত।

---

১৪৫ সম্পাদক, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

'মোহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মুজতবা'

(কবিতা ও গান-১৭৬)

মুনাকা: منفعة (মুন্ফা'আহ্); ১টি কবিতায়। ব্যবহার, কাজে লাগানো, লাভ।

'মুনাফা যে চাও বহুৎ'

(জুলফিকার-১২)

মুন্সেফ: منصف (মুন্ছিফ); ১টি কবিতায়। ন্যায় পরায়ন।

'হবি মুন্সেফ, হবি সাব্জজ'

(প্রাথমিক শিক্ষা বিল, চন্দ্রবিন্দু)

মুফতি: مفتى (মুফ্তী); ১টি কবিতায়। ধর্মীয় বিধানের ব্যাখ্যাকার।

'হে শহরের মুফ্তি। তুমি বিপথগামী কমতো নও;

(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-১৩৪)

মুরীদ: مريد (মুরীদ্ব); ২টি কবিতায়। সংকল্পক। কোন বুষর্গ ব্যক্তির অনুসারী।

'ইসলামে মুরীদ'

(জুলফিকার-৭)

মুলুক: ملك (মুলুক); ১১টি কবিতায়। রাজত্ব, রাজ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি।

'পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত।'

(কামাল পাশা, অগ্নি-বীণা)

মুশকিল: مشكل (মুশ্কাল); ৩টি কবিতায়। জটিলতা, সমস্যা।

'আনোয়ার ! মুশকিল

জাগা কুঞ্জশ-দিল'

(আনোয়ার, অগ্নি-বীণা)

মুশায়েরা: مشاعرة (মুশাা'আরাহ্); ২টি কবিতায়। কবিতা পাঠের আর জানানো।

তেমনি যখন গুলজার হয় শারাব-খানা, 'মুশায়েরা'

(শাখ-ই-নবাত্, ঝড়)

মুর্শীদ: مرشد (মুর্শিদ্ব); ৪টি কবিতায়। পথ প্রদর্শক।

Dhaka University Institutional Repository

'জানলাম শেষ জিজ্ঞাসিয়া দরবেশ এক মুর্শিদে'

(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-১৯২)

মুসল্লী: مصلى (মুছাল্লী); ১টি কবিতায়। নামায পড়ার স্থান।

'মুসল্লার কর শরাব রঙ্গিন'

(দীওয়ান-ই-হাফিজ-৩)

মুসলিম: مسلم (মুস্‌লিম); ৩১টি কবিতায়। আত্ম-সমর্পক, অনুগত।

'মুহাম্মাদ (স) এর অনুসারীবৃন্দ।

'মুসলিমে সারা দুনিয়াটার'

(কোরবাণী, অগ্নি-বীণা)

মুসা: موسي (মূসাা); ৯টি কবিতায়। লৌহ শিরস্ত্রাণের উপরিভাগ, ক্ষুর। ইয়াহুদীদের নবী। এর উপর 'তাওরাত' কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। ইয়ুহুদী, খ্রিষ্টান ও মুসলিম শাস্ত্রীর পুস্তকে এর জন্ম বৃত্তান্ত ও সমকালীন কায়েমী শক্তির শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সময়কালে মিসরে বানু ইসরাঈলের আটটি গোত্র ফির'আউনদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছিল। মুসা (আ) এদের ত্রাতা হিসাবে প্রেরিত হন। জ্যোতিষীদের বক্তব্যানুযায়ী ফির'আউন মূসার জন্ম ঠেকাবার জন্যে বানু ইসরাঈলের শত শত নবজাতক হত্যা করে। এতদসত্ত্বেও মূসা জন্মিলেন এবং খোদ ফিরআউনের রাজ মহলেই পালিত হন। এটা ছিল ফির'আউন দ্বিতীয় রামেসিস। মূসা (আ) যখন মাদয়ানে নির্বাসিত অবস্থার তখন এ ফির'আউন মৃত্যে বরণ করে। তার স্থলাভিষিক্ত হয় ফির'আউন মারনেপ্‌তাহ্‌। এর আমলে দেশে ফিরে এসে মুসা (আ) বানু ইসরাঈলীদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হন। ইতোমধ্যে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। এবং তুরপর্বতের সন্নিকটস্থ 'ওয়াদী আত্‌ তুওয়া' তে আল্লাহর সাথে কথা বলেন। মূসা (আ) যখন বানু ইসরাঈলীদের নিয়ে মিসর ত্যাগ করছিলেন খবর পেয়ে মারনেপ্‌তাহ্‌ ষাট হাজার কিবতী সৈন্য নিয়ে তাঁর গতিরোধ করে। তাতে মূসা (আ) অলৌকিকভাবে হাজার হাজার স্ববংশীয়কে নিয়ে পায়ে হেঁটে নীল নদ পার হয়ে যান। পক্ষান্তরে ফির'আউন তার দলবল সহ পানিতে ডুবে মরে। এভাবে মুসা (আ) এর নেতৃত্বে বানূ ইসরাঈলীরা ফির'আউনী গোলামী হতে মুক্তি পায়। এ ছাড়া ইসলামের ইতিহাস আর একজন মূসা রয়েছেন। তিনি মূসা

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে নাছীর। মরক্কোর শাসক থাকা কালে তাঁর নেতৃত্বে ও তারেক বিন বিয়াদের সেনাপতিত্বে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেন বিজিত হয়।

'আমারি মত কি ওরি ডাকে মূসা হল মরু-পথচারী?

(আর কতদিন, নতুন চাঁদ)

'নাহি খালেদ মূসা তারেক'

(জুলফিকার-৪)

মুসাফের: مسافر (মুসাাফির); ২০ টি কবিতায়। পরিব্রজাক, প্রবাসী।

'কত তরুণ মুসাফির পথ হারালো, হায়'।

(বুল বুল: দ্বিতীয় খন্ড-৯১)

মুসিবত: مصيبة (মুছীবাহ্); ১টি কবিতায়। বিপদাপদ।

'মুসিবত আসেনাকো, হয়না ক্ষতি'।

(কবিতা ও গান-১৩৭)

মুয়াজ্জিন: مؤذن (মুআয্যিন); ১২টি কবিতায়। ঘোষক। যে আজান দেয়।

'চল্ মসজিদে তুই শোন্ মোয়াজ্জিনের ডাক,'

(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৪৫)

মেজাজ: مزاج (মি'জাাজ্ব); ২টি কবিতায়। মিশ্রণদ্রব্য, মানসিক অবস্থা।

'খাট্টা-মেজাজ গাঁট্টা মারিহে'

(সুব্হ্-উম্মেদ, জিঞ্জীর)

মেরাজ: معراج (মি'রাজ্ব); ২টি কবিতায়। সিঁড়ি, পথ, ঊর্ধারোহণের অবলম্বন। নবুয়তের একাদশ সনে বোররাকে চড়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর আল্লাহর সান্নিধ্য যাত্রাকে মি'রাজ বলে।

'মেরাজের পথে হযরত যান চড়ে ঐ বোর্‌রাকে'

(জুলফিকার-১০)

মেশক: مسك (মিস্ক); ২টি কবিতায়। মুখোশ, সুগন্ধি।

'তব তরে হায় ! পথে রেখে যায় মৃগীরা মেশক-বু।'

(খালেদ, জিঞ্জীরা)

মেহনত: محنة (মিহ্নাহ); ১টি কবিতায়। চাকুরী, কাজ-মর্মে বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রম।

Dhaka University Institutional Repository

(মেহনতের সার'

(কবিতা ও গান-৩)

মেহেদী: مهدي (মাহ্দী); ৬টি কবিতায়। হিদায়াতকারী। হাদীসে খোলাফা-ই-রাশেদুনকে 'মাহদী' বলা হয়েছে। বিশেষ পারিভাষিক অর্থে শব্দটি প্রথম হাদীসেই ব্যবহৃত হয়। তাতে বোঝানো হয়েছে, শেষ যুগে এমন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হবে যিনি অধ:পতিত মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে চিৎপ্রকর্ষ আনয়নের নায়ক হবেন। প্রথম যুগের হাদীস গ্রন্থ সমূহে এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মুসলমানদের চরম দুর্দিনে যে প্রতিশ্রুত মাহদীর আবির্ভাব হবে তিনি আহলে বায়ত তথা হযরত ফাতিমা (রা) এর বংশেই আসবেন। তিনি উজ্জ্বল ললাট ও পরিমান কত নাসিকা বিশিষ্ট হবেন। তিনি হবেন আল্লাহর খলীফা। যাই হোক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বিষয়টি তেমন জরুরী মনে না করলেও শিয়াগণ এটাকে খুবই গুরুত্ব দেন।[১৪৬]

'চাইনা মেহেদী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের।

(খালেদ, জিঞ্জীর)

মোকাদ্দাস: مقدس (মুক্বাদ্দাস); ১টি কবিতায়। পুত-পবিত্র। সৌদী আরবের উত্তরে সিরিয় সীমান্তবর্তী দেশ প্যালেষ্টাইন। সম্ভবত মসজিদ ই আক্বসা 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' ওখানে অবস্থিত বলেই সেটি উক্ত নামে অভিহিত।

'বাণিজ্যে 'শাম' 'মোকাদ্দাসে', তুই যেন বাপ রোজ খাঁটি',

(কৈশোর, মরু-ভাস্কর)

মোকাম: مقام (মাক্বাম); ১টি কবিতায়। অবস্থান, অবস্থান স্থল।

'আখের মোকাম ফিরদৌস খোদার 'আরশ যথায় রয়।।'

(জুলফিকার-১১)

মোখতার: مختار (মুখতার); ১টি কবিতায়। ক্ষমতাবান, পছন্দকারী।

(কাঁদিবেন আমার মোখতার।।'

(গুল-বাগিচা-৮০)

মোখতাসর: مختصر (মুখ্তাছার); ১টি কবিতায়। সংক্ষিপ্ত।

---

[১৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-৯

Dhaka University Institutional Repository

'আজিকে আলাপ মোখতসর'

(নওরোজ, জিঞ্জীর)

মোজরা: ---- (মুজ্বাাররাাহ্); ১টি কবিতায়। কারো পাশে অবস্থান করা, কারো আশ্রয়ে আসা। একত্রিত হয়ে চলা, তর্ক-বিতর্ক করা।

প্রেমের পাপীর এ-মোজরায়।।

(আয় বেহেস্তে কে যাবি আয়, জিঞ্জীর)

মোজাদ্দেদ: مجدد (মুজ্বাদ্দিদ্ব); ২টি কবিতায়। নবায়ক, নূতন প্রথার প্রবর্তক, সংস্কারক। বিশেষত ইসলামের চিৎ-প্রকর্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এমন ব্যক্তি।

আজ ও ইসলাম আছে বেঁচে

তোমেরি বরে মোজাদ্দেদ।

(রীফ-সর্দার, সন্ধ্যা)

মোতলেব: مطلب (মুত্বালিব); ২টি কবিতায়। দাবি উত্থাপক। মুহাম্মদ (স:) এর দাদার নাম। সম্পূর্ণ রূপ হচ্ছে- 'আবদুল মুত্তালিব।

"কহিল মোত্তালিব বুকে চাপি' নিখিলের সম্পদ,-

'নয়নাভিরাম ! এ শিশুর নাম রাখিনু, 'মোহাম্মদ'।"

(দাদা, মরু-ভাস্কর)

মোতাকারের: متقارب (মুতাক্বাারিব); ২টি কবিতায়। কাছাকাছি হওয়া, পরবর্তী। আরবী কবিতার একটি ছন্দের নাম।

'মোতাকারিবের ছন্দে উটের সারি দুলে দুলে চলে;'

(খালেদ, জিঞ্জীর)

মোর্তুজা: مرتضى (মুরতাদাা); ১টি কবিতায়। পছন্দকৃত, মনোনীত। হযরত আলী (রা) এ অভিধায় অভিহিত।

এল কি আরব-আহবে আবার

মূর্ত-মর্ত-মোর্তুজা?

(সুব্হ্-উম্মেদ, জিঞ্জীর)

Dhaka University Institutional Repository

মোনাজাত: مناجات (মুনাাজ্বাহ); ৪টি কবিতায়। কানে কানে কথাবলা, মনের আকুতি নিবেদন করা।

মজলুম যত মোনাজাত ক'রে কেঁদে কয় 'এয় খোদা,

(খালেদ, জিঞ্জীর)

মোনাফেক: منافق (মুনাাফিক্ব); ২টি কবিতায়। কপট, দু'মুখো ব্যক্তি।

(মোনাফেক, তুমি সেরা বে-দীন।'

(শহীদি ঈদ, ভাঙার গান)

মোবারক: مبارك (মুবাারাক); ২টি কবিতায়। কল্যাণময়, বরকতপূর্ণ।

দেয় 'মোবারক বাদ' আলম

(জুলফিকার-১০)

মোশরেক: مشرك (মুশরিক); ২টি কবিতায়। অংশীবাদী। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন সত্তাকে সমকক্ষ মনে করে।

আহলে কিতাব আর মুশরিক যারা।

(সুরা বাইয়েনাহ, কাব্য আমপারা)

মোস্তফা: مصطفى (মুছত্বাফাা); ৩টি কবিতায়। নির্বাচিত, সম্মানিত। মুহাম্মদ (স) এর সম্মান সূচক উপাধি।

'তুচ্ছ কারণ-শারাব হারাম তাই হুকুমে মোস্তঢার'।

(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-৫৩)

মুস্তরি: مشترى (মুশ্‌তারী); ১টি কবিতায়। ক্রেতা, একটি নক্ষত্রের নাম।

'জোহরা তার মুস্তরিতে।'

(কবিতা ও গান-১১৪০)

মোসাহেব: مصاحب (মুছাহিব); ২টি কবিতায়। পার্শ্বচর, চাটুকার, নিকটজন।

'সাহেবগিয়াছে, মোসাহেবি করি' ফিরি দুনিয়ার পথে'

(কবিতা ও গান-২৪)

মোহর: مهر (মুহ্‌র); ৪টি কবিতায়। মুক্তিপণ, অর্থ, চিহ্ন। ইসলামী বিধানানুযায়ী স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় অর্থ।

'সে কোরান জাহাজ বোঝাই করে এনেছে সোনার মোহর'।।

(কবিতা ও গান-৭৩০)

মোহর্‌রম: محرم (মু 'হার্‌রাম); ৭টি কবিতায়। মর্যাদা সম্পন্ন, আরবী বর্ষ পঞ্জির প্রথম মাস, কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শ্বের নির্দিষ্ট এলাকা।

'ফিরে এল আজ সেই মোহররম মাহিনা.'

(মোহর্‌রম, অগ্নি-বীণা)

মোহসেন: محسن (মু 'হ্‌সিন); ১টি কবিতায়। অনুগ্রহ পরায়ণ, সৎকর্মী। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দানবীর হাজী মুহাম্মাদ মু'হ্‌সিন। ইনি ঔপনিবেশিক ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার অধিবাসী ছিলেন।

'সকল জাতির সব মানুষের বন্ধু হে মোহ্‌সিন !'

(মোহ্‌সিন স্মরণে, শেষ সওগাত)

মোহাম্মদ: محمد (মু 'হাম্মাদ); ১৩টি কবিতায়। অতি মাত্রায় প্রশংসিত। ঐশ্বরিক ধর্মের ইতিহাসে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর একটি নাম। এর আর একটি নাম, আ'হমাদ। ইনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীর কুরায়শ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। এর পিতার নাম আবদুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনাহ্‌। এর উপর অবতীর্ণ কিতাবের নাম আল-কুরআন। তাঁর অনুসারীগণ পৃথিবীতে মুসলমান বলে পরিচিত। অবশ্য পাশ্চাত্য বিদ্বেষ বশত এদের মুসলিম না বলে মোহামেডান (গড়যধসসধফধহ) বলতেই স্বচ্ছন্দবোধ করে। মাইকেল হার্ট তাঁর 'দ্যা হান্‌ড্রে' পুস্তকে একে জগতের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর নামোচ্চারণের সাথে সাথে মুসলমানগণ আরবী 'ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লা' বাক্যটি পরম শ্রদ্ধার সাথে পাঠ করেন। এর অন্যথাকে এঁরা শক্ত গুনাহ্‌ মনে করেন। তিনি ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

'এই সে কোরান, খোদার কালাম গলি'
নেমেছে ভুবনে মুহম্মদের অমর কণ্ঠে, ভাই।'

(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

'কেউ বলে হযরত মোহাম্মদ
কেউ বা কম্‌লীওয়ালা।'

Dhaka University Institutional Repository

(জুলফিকার-৯)

মৌলভী: مولوي (মাওলুভী); ২টি কবিতায়। আমার বন্ধু আমার অভিবাবক।

‘মৌ-লভী যত মৌলবী আর মোল্-লা’রা কন হাত নেড়ে’

(আমার কৈফিয়ত, সর্বহারা)

মৌলানা: مولانا (মাওলানা); ১টি কবিতায়। আমাদের বন্ধু, আমাদের অভিভাবক।

‘কোন শাস্ত্রী বা মৌলানা বলো, জেনেছে তাহার ভেদ?

(গোঁড়ামি ধর্ম নয়, শেষ সওগাত)

মৌলুদ: مولود (মাওলুদ); জন্মোৎসব। মুহাম্মদ (স) এর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আরবী ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ মোতাবেক আয়োজেয় অনুষ্ঠান।

(হৃত-ক্যাটালগ)

(ن)

নওয়াব: نواب (নাওয়্যাব); ৩টি কবিতায়। এটি নায়েব শব্দের বহু বাচক। প্রতিনিধি। মুসলিম আমলে ভারত বর্ষের স্বাধীন সুলতানদের উপাধি। ঔপনিবেশিক আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) বানিয়া ইংরাজ উপমহাদেশের বিশিষ্ট মুসলমানদের সম্মান সূচক এ উপাধি প্রদান করত।

তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু

(ক্ষমা করো হজরত, ঝড়)

নকির: نكير (নাকীর); ১টি কবিতায়। অস্বীকৃত, প্রতিবন্ধক, সুরক্ষিত দুর্গ। কবরে জিজ্ঞাসাবাদী ফেরেস্তার নাম।

‘মনকের’ ‘নকির’ দুই ফেরেস্তা হিসাব রাখে জুড়ি।

(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৪৯)

নকীব: نقيب (নাক্বীব): ১৬টি কবিতায়। বাঁশী, আহ্বায়ক, বিশিষ্ট ব্যক্তি, দলপতি।

অবরুদ্ধের দ্বারে যুদ্ধের হাঁক নকীব ফুকারি যায়।

(রণ ভেরী, অগ্নি-বীণা)

নজর: نظر (নাজ্র); ৪টি কবিতায়। দৃষ্টি, প্রতীক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, পুরস্কার।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

বিনি-মূল্যে দেয় বিলিয়ে সে যে বেহেশতী নজর।

(জুলফিকার-১২)

নজরুল: نظرل (নাজরুল)। এটি সম্বন্ধ পদ বাচক শব্দ। কবির নিজের নাম। পূর্ণ নাম, কাজী নজরুল ইসলাম।

আদম হইতে শুরু করিয়া এই নজরুল তক্ সবে

(পাপ, সাম্যবাদী)

নজির: نظير (নাজীর); ১টি কবিতায়। তুলা, সমকক্ষ, দৃষ্টান্ত।

ভুলে ও মনে হল না মোর স্বর্গ নরকের নজির।

(রুবাইয়াত ই ওমর খৈয়াম-৬৬)

নজ্জুম: نجام (নাজ্জাম); ১টি কবিতায়। শব্দটি 'মুনাজ্জেম' এর বিকৃত রুপ। জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষী।

'নজ্জুম' সব বলছে সবাই, আস্‌বে এ মঞ্জিল-

(কৈশোর, মরু-ভাস্কর)

নফর: نفر (নাফার); ২টি কবিতায়। অনূর্ধ দশ জনের একটি দল।

আপনার ঘরে হয়ে আছি সব গোলাম নফর মুটে।

(রাজা-প্রজা, সাম্যবাদী)

নফসী: نفسي (নাফ্‌সী); ২টি কবিতায়। আমার হৃদয়। কি জানি কি হয়-এ রকম ভাব।

দিল ফরমান, নফসি জপে, গণে পরমান !

(খালেদ, জিঞ্জীর)

নবী: نبى (নাবী); ১১টি কবিতায়। বার্তা বাহক। আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি, যিনি মানুষকে সত্যের পথ দেখান।

যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারা ও ধরিল হাল,

(মানুষ, সাম্যবাদী)

নবুয়ত: نبوة (নুবুওয়্যাহ); ২টি কবিতায়। নবীত্ব, নবীত্ব প্রাপ্তি।

দেখেছি এর পিঠের পরে নবুয়তের মোহর সিল,

Dhaka University Institutional Repository

(কৈশোর, মরু-ভাস্কর)

নমরুদ: نمرود (নামরুদ্দ); ২টি কবিতায়। মুসলিম পন্ডিতদের মতে নামরুদ শব্দটি তামার্রাদা হতে উৎপন্ন। এর অর্থ বিদ্রোহী। আবার নামরা শব্দের অর্থ বাঘিনী। মুসলমানী 'পুরাণের' এক জন নায়ক। এর সাথে হযরত ইব্রাহীম (আ:) কাহিনী জড়িত। সে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর সময়কার প্রবল প্রতি পত্তিশালী রাজা ছিল। সে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর জন্ম ঠেকাতে চেয়েছিল। কিন্তু ইব্রাহীম (আ) অলৌকিক তত্ত্বাবধানে একটি গোপন স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং দ্রুতবেড়ে ওঠেন। হযরত ইব্রাহীম (আ) নবুয়তি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নামরুদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে অগ্নিকান্ডে নিক্ষিপ্ত হন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি অগ্নি দহন থেকে রক্ষা পান। নমরুদ শব্দটি কুরআনে উল্লেখ নেই। এর সময় কাল খ্রি পূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী।[১৪৭]

আজো নম্রুদ ইব্রাহীমেরে মারিতে চাহিছে সর্বদাই

(তরুণের গান, সন্ধ্যা)

নসিহত: نصيحة (নাছী'হাহ্); ২টি কবিতায়। উপদেশ।

কাল নসিহত হো গা ফের?

(অগ্নিগিরি, শিউলি মালা)

নসীব: نصيب (নাছীব); ১৩ টি কবিতায়। অংশ, ভাগ্য, পাতা ফাঁদ।

দু'জনার হবে বুলন্দ-নসীব, লাখে লাখে হবে বদ্ নসিব?

(ঈদ-মোবারক, জিঞ্জীর)

নহর: نهر (নাহ্র); ৯টি কবিতায়। ধমক দেওয়া, রুক্ষ ধ্বনি দেওয়া, নদী, ঝরণা।

বহেনা শিরাজ-বাগের নহর, বুল বুল গেছে উড়ে।

(নিশীথ-অন্ধকারে, সন্ধ্যা)

নাকাড়া: نقرة (নাক্বরাহ্)। ক্ষুদ্র ঢাক জাতীয় বাদ্য যন্ত্র বিশেষ।

বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,

(মোহ্ররম, অগ্নি-বীণা)

---

[১৪৭] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৬২২-৪

Dhaka University Institutional Repository

নাজাত: نجاة (নাজ্বাহ্); ১টি কবিতায়। বৃক্ষ শাখা, মুক্তি।

সঞ্চয় তোর সফল হবে, পাবিরে নাজাত।

(কবিতা ও গান-১৩৯)

নাজেল: نازل (নাাঝিল); ২টি কবিতায়। অবতীর্ণ।

খোদার হাবিব হলেন নাযেল

(গুল-বাগিচা-৮৪)

নাদির: نضير (নাদীর)। সৌভাগ্যবান, কুসুমতি, সোনা। ইনি পারস্য রাজ নাদীর শাহ। ইরানের নেপোলিয়ন নামে খ্যাত এই নৃপতি ১৭৩৯ খ্রি দিল্লীশ্বর মুহাম্মদ শাহের সাথে এক তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হন, যা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে।

মামুদ, নাদির শাহ্, আবদালী, তৈমুর এই পথ বাহি

(আমানুল্লাহ, জিঞ্জীর)

নার: نار (নাার)। অগ্নি।

অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোজখের নার ভীতি

(পাপ, সাম্যবাদী)

নাহার: نهار (নাহার); ১টি কবিতায়। দিবস। এ ছাড়া কবি বিশিষ্ট মুসলিম লেখিকা চট্টগ্রামের সামছুন নাহার মাহমুদকে ও (১৯০৮-১৯৬৪) একই শব্দে অন্যত্র নির্দেশ করেছেন।

লায়লা চিরে আনলে নাহার রাতের তারা হার !
(বাংলার আজিজ, সন্ধ্যা)
'নাহার' এল রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।

(উৎসর্গ, সিন্ধু হিন্দোল)

নায়েব: نائب (নাাইব); অন্যের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, প্রতিনিধি, আইন সভার সদস্য।
হযরত রসূলের নায়েব।
(মৌলবি সাহেব, পরিশিষ্ট-২)

নিকাহ: نكاح (নিকা'হ); ১টি কবিতায়। বিয়ে করা।

নতুন করে করব নিকাই আঙুর-লতার কন্যাকে।

(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৫১)

Dhaka University Institutional Repository

নিজদ: نجد (নাজ্বদ); ১টি কবিতায়। আরবের একটি উচ্চ ভূমি ও প্রদেশ। এর অবস্থান হিজাঝের পূর্বে এবং সিরিয়া মরু ভূমির দক্ষিণে।

উর্‌জ য়্যামেন নজদ হেযাজ তাহামা ইরাক শাম
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

নিয়ামত: نعمة (নি'মাহ্‌); ৬টি কবিতায়। কল্যাণ, আল্লাহপ্রদত্ত কোন উত্তম বস্তু।

ধূলি-রেণু হয়ে উড়ে যাবে সব ইহাদের নিয়ামত।
(শোধ করো ঋণ, শেষ সওগাত)

নূর: نور (নূর); ৮টি কবিতায়। আলো, আলোক রশ্মি, লণ্ঠন।

আজকে রওশন জমীন-আসমান নও জোয়ানীর সুরখ নূরে।
(ভোরের সানাই, সন্ধ্যা)

নূহ: نوح (নূ'হ); ৩টি কবিতায়। সশব্দে বিলাপ করা। হযরত নূহ (আ) । ৯৫০ বর্ষী এ নবীকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়ে থাকে। তাঁর সময়ে সংঘটিত মহা প্লাবন এতই বিখ্যাত যে পরবর্তী কালের প্রায় সকল ঐশী গ্রন্থে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। হযরত নূ'হ (আ:) মহা প্লাবনে যে নৌকা ব্যবহার করেছেন উহার অবশিষ্টাংশের খোঁজে মার্কিন নভোচারী জেমস আরউইন ১৯৮৫ সালের ২৪ আগষ্ট তুরস্কের পূর্বঞ্চালীয় আরারাত পর্বতে আরোহণ অভিযান চালান। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে এ্যাপোলো-১৫ নভোযানের ফ্লাইট সদস্য হিসাবে জেমস আরউইন চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণ করেন। চন্দ্রাভিযান হতে ফিরে আসার কিছু দিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নতুন ধর্মে এসে তিনি নূহ নবীর নৌকা অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেন।[১৪৮]

নূহ আর তার প্লাবন-কথা শুনিয়ো না কো আর, সাকি,
(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৬৯)

নৃজজ: رجز (রাজ্বাঞ); ১টি কবিতায়। কাব্য চরণ, আরবী কবিতার একটি ছন্দের নাম।

'নৃজজ্‌' 'রমল' ছন্দ-দোলে দুলিয়ে তনু সে দেয় ছুট !
(কৈশোর, মরু-ভাস্কর)

নেকাব: نقاب (নিক্বাব); ৪টি কবিতায়। অবগুণ্ঠন, ঘোমটা।

চাঁদ মুখের নাই নেকাব?
(নওরোজ, জিঞ্জীর)

[১৪৮] আখতার উল আলম, বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান (ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৫), ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

নেশা: نشوة (নাশ্‌ওয়াহ্‌)। গন্ধ, প্রবল আকর্ষণ, মাদক দ্রব্য ব্যবহার জনিত মত্ততা।

পান ক'রে ওই ঢুলছে নেশায় দুলছে মহুল বন !

(চৈতী হাওয়া, ছায়ানট)

(و)

অক্ত/ওক্ত: وقت (ওয়াক্ত): শব্দটি কবি কাজী নজরুল ইসলামের কমপক্ষে দুটো কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ-সময়, সময়াংশ, মুহূর্ত। কবিতায় কবির ব্যবহার দেখুন–

তারি মাঝে কা'বা আল্লাহর ঘর দুলে আজ হর ওক্ত,
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

অছিলা/ওসিলা: وسيلة (ওয়াসীলাহ): ১ টি কবিতায়। অর্থ-মধ্যস্থ, নিমিত্ত, কারো কারণে।

তুই হাজার কাজের অছিলাতে নামাজ করিস কাজা।
(কবিতা ও গান-১৭২)

অজুহাত: وجوهات (ওয়াজুহাত)। কারণাদি, ওজর, আপত্তি।

উমর যেদিন বিনা অজুহাতে পাঠাইল ফরমান।
(খালেদ, জিঞ্জীর)

অহম: وهم (ওয়াহ্‌ম)। অনুমান, ভুল ধারণা।

মুক্তি দিলে আমার 'অহম' দু:খ থেকে আজ তুমি,
(দীওয়ান ই হাফিজ, নির্ঝর-২)

উকিল: وكيل (ওয়াকীল); ১টি কবিতায়। কারো পক্ষ থেকে কোন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি, বিবাহের ঘটক, আদালতের কুশলী।

চুম্বনেরি 'ফি' দিয়ে তাঁর কইলে ''সাবাস উকিল।''
(কবিতাও গান-১১)

উজির: وزير (ওয়াঝীর); ১টি কবিতায়। পরামর্শক, মন্ত্রক।

শা'জাদা উজির নওয়াব-জাদারা-রুপ-কুমার
(নওরোজ, জিঞ্জীর)

ওজন: وزن (ওয়াঝ্‌ন); ১টি কবিতায়। পরিমাপ করা, অনুমান করা।

তখন কম সে করে মাপে ও ওজনে।

Dhaka University Institutional Repository

(সূরা তাওৎফিক, কাব্য আমপারা)

ওজু: وضوء (ভুদূ); ৩টি কবিতায়। হাত মুখ ধৌত করা, পরিচ্ছন্ন হওয়া। মুসলিম বিধানে, সুনির্দিষ্ট রীতিতে মুখ মন্ডল-হস্ত যুগল-মস্তক-পদ যুগল ইত্যাদি ধারাবাহিক ভাবে ধৌত করার মাধ্যমে উপাসনার নির্মিত্তে পবিত্রতা অর্জন।

আব্‌জম্‌জম্ উথলি' উঠিছে তোমার ওজু'র তরে;
(খালেদ, জিঞ্জীর)

ওতন: وطن (ওয়াত্বান): ১টি কবিতায়। বাসস্থান, গবাদি পশু বাঁধার স্থান, স্বদেশ, মাতৃভূমি।

উলু! আপনা ওত্‌ন চল!
(শিউলি মালা, অগ্নি-গিরি)

ওফাৎ: وفات (ওয়াফাত); ১টি কবিতায়। মৃত্যু। মুসলিম সমাজে ধর্মীয় মর্যাদাবান ব্যাক্তিদের মৃত্যুকে এ নামে অভিহিত করা হয়।

শহীদ হয়েছে? ওফাত হয়েছে? ঝুট্‌বাৎ! আলবৎ!

(খালেদ, জিঞ্জীর)

ওলি: ولي (ওয়ালী); ১টি কবিতায়। বন্ধু, অভিভাবক, আল্লাহর প্রিয় বান্দা।

কোনো "ওলি" কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গাম্বর,

(গোঁড়ামি ধর্ম নয়, শেষ সওগাত)

ওলীদ: وليد (ওয়ালীদ্ব); ২টি কবিতায়। প্রসূত সন্তান, বালক। ইনি ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক, উমাইয়া খিলাফতের শ্রেষ্ঠ চার খলীফার অন্যতম (৭০৫-৭১৫ খ্রি)।

দাও সে হাম্‌জা সেই বীর ওলিদ

(গুল-বাগিচা-৭৮)

ওসিলা: وسيلة (ওয়াসীলাহ); ১টি কবিতায়। মধ্যস্থ, নিমিত্ত, কারো কারণে।

তুই হাজার কাজের অছিলাতে নামায করিস্ কাজা,

(কবিতা ও গান-১৭২)

ওহাবী: وهابى (ওয়াহ্‌হাবী); ১টি কবিতায়। নিতান্ত ক্ষমাশীল, পরম দাতা। শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী (১৭০৩-১৭৯২) অষ্টাদশ শতাব্দে ইসলামকে সকল প্রকার কুসংস্কার মুক্ত করার জন্যে সৌদী আরব থেকে মুসলিম দুনিয়া ব্যাপী যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন পরবর্তী কালে ঐ আন্দোলন এক শ্রেণীর

কুসংস্কার পীড়িত লোকের প্রচারণায় ওয়াহাবী মতবাদ বলে পরিচিতি লাভ করে। ঐ সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আধুনিক সৌদি আরব।

হানফী ওহাবী লা-ময্‌হাবীর তখনো মেটেনি গোল,
(খালেদ, জিঞ্জীর)

ওহী: وحي (ওয়া’ হুয়ুন)। ইঙ্গিত, গোপন বার্তা, গোপনে কারো অন্তরে কোন বিষয় সৃষ্টি করে দেওয়া, কারো নিকট প্রেরিত পয়গাম।

পাওনিক “ওহি” হওনি ক’ নবী, তাই ত পরান ভরি’
(উমর ফারুক, জিঞ্জীর)

ওহুদ: وحد (ভু’হুদ্ব); ১টি কবিতায়। একত্ব, অনুপমত্ব। এটি মদীনার তিন মাইল দূরবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। এখানে রসূল্লাহ (স:) কাফিরদের সাথে দ্বিতীয় বারের মত সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ নিজেদের ভুলে পরাজিত হন।

ঘোষিল ওহুদ “আল্লা আহাদ”।
(“সুব্‌হ্‌ উম্মেদ”, জিঞ্জীর)

ওয়াজ: وعظ (ওয়া’জ); ২টি কবিতায়। হৃদয় স্পর্শী উপদেশ বাণী, ধর্মীয় উপদেশ।

ওয়াজ্‌ নসিহত্‌ ক’রে তিনি
ঠিক রেখেছেন মোদের গ্রামে।
(মৌলবি সাহেব, পরিশিষ্ট ২)

ওয়াজিব: واجب (ওয়াজ্বিব): ১টি কবিতায়। অপরিহার্য দায়িত্ব। ইসলামী শরীয়তে, এমন কর্ম বা লঙ্ঘন করলে শক্ত গুনাহ হয়।

ফরজ ওয়াজেব আমি জানি না হে স্বামী
(কবিতা ও গান-৮৭৭)

ওয়ারেশীন: وارثين (ওয়াারিচীন); ১টি কবিতায়। এটি ‘ওয়ারিচ’ এর বহুবাচক শব্দ। উত্তরাধিকারী। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার।

ভয়ে ভূমি চুমে’লাত মানাত-‘এর ওয়ারেশীন।
(ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম-আর্বিভাব, বিষের বাঁশী)

ওয়ালেদ: والد (ওয়াল্লি)। পিতা।

ওয়ালেদেরই মতন বুজুর্গ
(মৌলবি সাহেব, পরিশিষ্ট-২)

(৫)

হাওয়া: هواء ('হাওয়াা'); ১টি কবিতায়। শূণ্যস্থান, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান। বায়ু।

..... 'চলিয়াছে দার্জিলিঙ্গে-
হাওয়া বদলাতে চড়ে রেলে।
(জীবনের যাহারা বাঁচিল না, নির্ঝর)

হাভিরা: هاوية (হাভীয়াহ); ১টি কবিতায়। মহাশূন্য, সন্তান হারা নারী, একটি দোজখের নাম। সপ্ত দোজখের মধ্যে এটাই কঠিনতম। হিন্দুশাস্ত্র বর্ণিত রৌরব নামক হয়ত এরই সমার্থক।

'হাভিয়া কি, তুমি জান কি সে?
(সূরা ক্বারেয়াত, কাব্য আমপারা)

হামজা: همزة (হাম্ঝাহ); ২টি কবিতায়। চোখ ইশারা করা, শক্ত হাতে চেপে ধরা চিবানো। মুহাম্মদ (স:) এর একজন পিতৃব্যের নাম, যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদ যুদ্ধে (৬২৬ খ্রি.) শত্রু-সেনাপতি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা নিহত আমির হামজার লাশের উপর চরম শত্রুতা চরিতার্থ করেছিল। চাচা আমি হামযার প্রতি অসীম ভালবাসা তদুপরি তার মৃতদেহের উপর হিন্দায় পাশবিক আচরণ এ সমস্ত কারণে মক্কা বিজয়কালে হিন্দা দম্পতি নিরূপায় হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও রসূলুল্লাহ (স) হিন্দাকে তাঁর সমক্ষে আসতে বারণ করেছিলেন।[১৪৯]

কত হামজারে মারে যাদুকরি, দেশে দেশে ফেরে উড়ি।
(খালেদ, জিঞ্জীর)

হাম্মাম: همام (হাম্মাম); ২টি কবিতায়। স্নানাগার, গোসল খানা।

আমি বলি, নরকের 'নার' মেখে নেয়ে আয় জ্বালা-কুন্ড সূর্যের হাম্মামে
(ঝড়, বিষের বাঁশী)

হারুত: هاروت (হায়ূত); ৩টি কবিতায়। একজন ফেরেস্তার নাম। একে তার সহযোগী 'মারূত'সহ মর্তের পরিবেশ প্রতিবেশ পরীক্ষা করার জন্যে স্বর্গ হতে পাঠানো হয়েছিল। তাতে মর্ত প্রেমে এরা দুজন মজে যাওয়ার মধ্যদিয়ে মর্তবাসী মানবের উপর তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দর্প চূর্ণ হয়েছিল।

"হারুত" "মারুত" ফেরেস্তাদের গৌরব রবি শশী
(পাপ, সাম্যবাদী)

---

[১৪৯] ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খণ্ড, (১৯৯৬), পৃ. ২৭৫-২৭৭।

হজম: هضم (হাব্‌ম); ২টি কবিতায়। কর্তন করা, চিবিয়ে খাওয়া। প্রচলিত অর্থে ভক্ষিত খাদ্য উদরে পরিপোক্ত হওয়া।

‘এত পিঠে’ খেয়ে কেমনে হজম
করে, করেনাকো চিৎকার।
(সাইমন-কমিশনের রিপোর্ট-প্রথম ভাগ, চন্দ্রবিন্দু)

হাশমত: هشمة (হাশ্‌মাহ্‌); ২টি কবিতায়। শুকনো বৃক্ষ উৎপাটন করা, নিক্ষেপ করা, শক্তি সামর্থ।

দাও সেই খলিফা সে হাশ্‌মত
(গুল বাগিচা-৭৮)

হাশিম: هشيم/هاشم (হাাশিম/হাশীম); ১টি কবিতায়। ভঙ্গুর, শুষ্ক বৃক্ষ, খড়, ভূমি। নিক্ষেপকারী, শুকনো রুটি গুড়োকারী।

উট্‌ মুখো সে সুঁটকো হাশিম
(পিলে পট্‌কা, ঝিঙেফুল)

হিজরত: هجرة (হিজ্বরাহ্‌); ২টি কবিতায়। বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা, এক দেশ ত্যাগ করে অন্যদেশে চলে যাওয়া। মুসলিম ইতিহাসে মুহাম্মদ (স:) কর্তৃক মক্কা ত্যাগ করে ইয়াস্রিব গমনের জন্যে শব্দটি একটি বহুল পরিচিত ও প্রচলিত পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। তখন থেকে ঐ জায়গাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে মদীনা তুন নবী, সংক্ষেপে মদীনা হয়ে যায়।

‘হিজরত করে হযরত কিরে
এল এ মেদিনী-মদিনা ফের?
(সুব্‌হ্‌ উম্মেদ, জিঞ্জীর)

হিজরী: هجرى (হিজরী); ১টি কবিতায়। হিজরত সম্বন্ধীয়। মক্কায় কাফিরদের বিরামহীন অত্যাচার নিপীড়ন ও বিরোধীতার প্রেক্ষাপটে আল্লাহর আদেশে মুহাম্মদ (স:) তাঁর নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসরে এবং ৫৩ বছর বয়সে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করার দিন হতে প্রণীত দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা:) এর শাসনকালে প্রবর্তিত চান্দ্র অব্দ। সৌর অব্দের সাথে এর বার্ষিক সময়ের ব্যবধান এগার দিন। তাতে প্রত্যেক ৩৩ সৌর বর্ষে ৩৪টি চান্দ্র বৎসর হয়। মুসলমানগণ এই হিজরী সন মোতাবেক রোযা, যাকাত, হজ্জ ও কুরবানী পালন করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন করিয়া হিজরী গণনা
হবে কি আবার মুসলিমের?
(সুব্‌হ্ উম্মেদ, জিঞ্জীর)

হিন্দ: هند (হিন্দ)। ভারত বর্ষ। আরব তথা মুসলিম ইতিহাসে এই উপমহাদেশ হিন্দা নামেই পরিচিত। আরবের প্রাচীন কবি কা’ব বিন যুহায়রের কবিতায় ও এ নামটি উল্লেখ আছে।

তুরান ইরান হেজাজ মেসের হিন্দ মোরক্কো ইরাক
(জুলফিকার-৬)

হিন্দা: هندة (হিন্দাহ্); ১টি কবিতায়। জাহেলী যুগের আরব গোত্রপতি আবু সুফিয়ানের স্ত্রীর নাম। এ মহিলা উহুদ যুদ্ধের শহীদ হযরত আমীর হামযার মৃতদেহ ছিঁড়ে কলজে বের করে জিভে্ চুষে মনের ঝাল মিটিয়েছিল।

‘খালেদ। খালেদ। জিন্দা হয়েছে আবার হিন্দা বুড়ি,
(খালেদ, জিঞ্জীর)

হিম্মৎ: همة (হিম্মাহ); ১টি কবিতায়। দৃঢ় সংকল্প, অতি বৃদ্ধ, খায়েশ। প্রচলিত অর্থে সৎসাহস।

তাই চাঁদ উঠল, এল না ঈদ, হিম্মৎ নাই উম্মিদ,
(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৪৭)

হেলাল: هلال (হিলাাল); ৩টি কবিতায়। নতুন চাঁদ, প্রথম বৃষ্টি, সুন্দরী বালিকা, কুপের তলদেশের পানি।

বেলাল ! বেলাল ! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আসমানে,
(কৃষকের ঈদ, নতুন চাঁদ)

হোবল: هبل (হুবাল)। ইসলাম পূর্বযুগে মক্কার কা’বা গৃহে রক্ষিত তিনশ’ষাট প্রতিমার মধ্যে এটি একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিমার নাম। শুধুমাত্র একটি নাবাতী শিলালিপি হতে এর সম্পর্কে জানা যায়। সেকানে ‘দূশারা’ ও ‘মানূতূ’ এর সঙ্গে হুবালের উল্লেখ আছে। প্রচলিত আছে যে, আমার ইবনে লুহাই এ মূর্তিটি মেসোপটেমিয়া হতে নিয়ে আসেন। এর দুর্বোধ্য নামটি উক্ত কাহিনীরই সমর্থক। কারণ আরবী ভাষায় এই

Dhaka University Institutional Repository

নামের কোন ব্যাখ্যাই গৃহীত হয়নি। চড়পড়পশ অনুমান করেছেন, নামটি হিব্রু হাবাআল শব্দ হতে উদ্ভত।[১৫০]

রোরে 'ওব্বা-হোবল্' ইবলিস খারেজিন–কাঁপে জীন্।
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম আর্ভিভাব, বিষের বাঁশী)

(ي)

ইউছুফ: يوسف (ইউসুফ); ৬টি কবিতায়। ছোট সুস্বাদু-হাল্কা খোসা যুক্ত কমলা লেবু। এটি হযরত ইয়াকুব (আ) এর দ্বাদশ পুত্র হযরত ইউসুফ (আ) এর নাম। ইনি নবুয়তি জীবনে মিসরের বাদশাহ হন এবং আজীজ-মেসেরের বিধবা স্ত্রী জুলেখাকে বিবাহ করেন। এই জুলেখা সুদর্শন পুরুষ ইউসুফ (আ) এর প্রেমে পড়ার কাহিনী প্রচলিত আছে।

গুল বাগিচার মিসর দেশে য়ূসোফ আমি রুপ কুমার
(রুবাইয়্যাৎ-ই-ওমর খৈয়াম-১৫৬)

ইউনুস: يونس (য়ূনুস); ১টি কবিতায়। তিনি ইউনুস ইবনে মাত্তা। বাইবেলে এ রকম বর্ণনাই আছে। কুরআনের দশম সূরাটি তাঁর নামে পরিচিত। কুরআনে তাঁকে য়ূআল নূন, ছাহিব আল' হূত, প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত নবী ইত্যাদিতে বিশেষিত করা হয়েছে।

মুসলিম "পুরাণে" তাঁর বিষয়ে চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত রয়েছে; তার সময় একই সাথে আরো পাঁচজন নবী দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বারটি বন্দি সম্প্রদায়কে বন্দি দশা হতে মুক্ত করার দায়িত্বপূর্ণ মূল মিশনটির সম্পুর্ন দায়িত্ব তার উপর চাপানো হয়। এতে তিনি এতই ব্যস্ত দিন কাটান যে, জুতো পরা কিংবা বাহনে আরোহণের অবস্র টুকু ও তিনি পাচ্ছিলেন না। এতে তিনি বিক্ষুব্ধ হন। নানা কারণে তিনি নিনিভা বাসী ৪০ দিনের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু ৩৭ দিন পর সমগ্র জনগোষ্ঠী তাদের অনিবার্য পরিণতির আলামত দেখতে পেয়ে সমস্ত পাপাচারের জন্যে মাফ চেয়ে আসমানি গযব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। এতে নবী ইউনুস আরো লজ্জিত হন এবং একটি যাত্রী বোঝাই নৌকায় চড়ে পালাতে গিয়ে নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। একটি বৃহদাকার মৎস তাকে গলাধকরণ করে ৪০ দিন পর একটি বেলাভূমিতে উদগীরণ করে। পরে আবার যখন তিনি লোকালয়ে ফিরে

[১৫০] সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬২

আসেন তখন একজন রাখাল তার আগমন বার্তা ঘোষনা করে এবং রাজা ঐ রাখালের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগকরে ইউনুস নবীর সহযোগী হন।[১৫১]

গেল 'সুলেমান;, গেল 'ইউসুফ' রুপ কুমার

(অনাগত, মরু-ভাস্কর)

ইহুদ/ইহুদী: يهود (য়াহূদ); ৩টি কবিতায়। এরা হযরত ইয়াকুব (আ) এর বংশধর। ইহুদ সম্ভবত বাইবেলে-ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত এর নাম। কারণ এঁকেই ইয়াহুদীদের পূর্ব পুরুষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা বারটি গোত্র ছিল। একত্রে সকলকে বানু ইসরাঈল বলা হত। এ বংশে অনেক নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন এবং নিজস্ব রাজ্য ও এদের ছিল। কিন্তু আল্লাহর চরম অবাধ্যতার জন্যে এরা ভাসমান জাতিতে পরিণত হয়। এরা ইসলামের উন্মেষ কাল হতেই ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। মুহাম্মদ (স) কে এরা কয়েকবার প্রাণ নাশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। আবার এ যুগে ও মুসলমানদের ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে ১৯৪৮ সালের ১৪ মে মুসলিম ভুমিতে ইসরাঈল রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করে।[১৫২]

চাহিয়া রহিল সবিস্ময়ে ইহুদি আর ঈসাই সব,

(অবতরণিকা, মরু ভাস্কর)

ইয়াক্বত: ياقوت (য়াক্বত); ২টি কবিতায়। নীল কান্ত মণি, বহু মূল্য প্রস্তর বা মণি।

কইল গোলাপ, "মুখে আমার 'ইয়াকুত' মণি, রং সোনার,

(রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-১৫৬)

ইয়াকুব: يعقوب. (য়া'কুব)। ইনি 'হযরত ইব্রাহীম (আ) এর পৌত্র এবং ইউসুফ (আ) এর পিতা। তাঁর অপর নাম ইসরাঈল। তিনি একজন নবী। তার বার পুত্রের বংশধররা ইতিহাসে এবং কুরআনে বানু ইসরাইল নামে খ্যাত।

গেল 'ইসহাক', ইয়াকুব', গেল জবীহুল্লাহ ইসমাঈল

(অনাগত, মরু ভাস্কর)

ইয়াছিন: يسين (য়াসীন); ১টি কবিতায়। এগুলো কুরআনের ৩৬ নং সূরার প্রথমে যুক্ত বিচ্ছিন্ন বর্ণ। এর গুপ্ত অর্থ ও রহস্য আল্লাহ জানেন।

---

[১৫১] সম্পাদক, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৮২), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪-৫

[১৫২] সম্পাদক, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

'ইয়াছিন' আর 'বরাত' নিয়ে, সাকি রে রাখ তর্ক তোর।

(রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম-১৫৮)

ইয়াতীম/এতিম: يَتِيم (য়াতীম); ১টি কবিতায়। মূল্যবান মুক্তা, অনুপম বস্তু, পিতৃহীন শিশু।

ইয়াতিম মানুষ জাতির ব্যথা

(গুলবাগিচা-৮৪)

একিন: يقين (য়াক্বীন); ১টি কবিতায়। নিঃসংশয়, এমন বিষয় যার মধ্যে কোন সন্দেহ না থাকে।

খোদা, দাও ঈমান, সেই তরক্কী, দাও সে একিন্।
(কবিতা ও গান-১২৪)

এজিদ: يزيد (য়াঝীদ); ৮টি কবিতায়। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা) এর পুত্র এবং তাঁর রাজত্বের উত্তরাধিকারী। ইনি ইসলামী খিলাফতের উত্তরাধিকারী ইমাম হুসায়ন (রা) কে কারবালায় সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করে।[১৫৩]

তল্‌ওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেরো পাঞ্জায়।
(মোহররম অগ্নিবীণা)

য়্যামন/এয়মন/ইয়ামন: يمن (য়ামান)। প্রাচীন আরবের দক্ষিণাঞ্চল। বর্তমানে স্বাধীন আরব প্রজাতন্ত্র। ইয়ামান নামক অখন্ড আরব ভূমিটি অধুনা উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর ইয়ামানের রাজধানী সানআ, দক্ষিণ ইয়ামানের রাজধানী এডেন। এই নগরীরই পূর্বদিকের পাহাড়ী এলাকায় শাদ্দাস তার বেহেস্ত তৈরি করেছিল বলে ধারণা করা হয়।

উর্‌জ্ য়্যামেন নজ্‌দ হেবাব তাহামা ইরাক শাম
(ফাতেহা ই দোয়াজ দহম-আবির্ভাব, বিষের বাঁশী)

য়ুনানী: يونانى (য়ূনাানী)। গ্রীক।

বুনানি মিস্‌রি আরবী কেনানী
(শাত্ -ইল-আরব, অগ্নিবীণা)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ভিন্নার্থক একক শব্দ

[১৫৩] ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২শ খণ্ড, (১৯৯৬), পৃ. ৫৫-৫৭

আছর: أثر (আচার); ১০টি কবিতায়। প্রকৃত অর্থ চিহ্ন, বয়সের চিহ্ন, স্মৃতি চিহ্ন। প্রচলিত ও ব্যবহারিক অর্থ-প্রভাব, প্রতিক্রিয়া।

এমনি তোমার নামের আছর-
নামাজ রোজার নাই অবসর,
(কবিতা ও গান-২৭১)

তালাশ/তালাশী: تلاشي (তালাাশ); ২টি কবিতায়। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। সন্ধান করা।

এবার মরণ জলে তালাস কর।
(সাম্পানের গান, ঝড়)

তালুক: تعلق (তা'আল্লুক্ব)। ঝুলে যাওয়া, সম্পর্ক স্থাপন করা। ভূ-সম্পত্তি, জমিদারীর অংশ বিশেষ।

বেহেস্তেরই তালুক কিনে বস্‌ব সোনার খাটে।
(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৪৯)

সালিশ: ثالث (চাালিচ); ১টি কবিতায়। তৃতীয়। সীমাংসাকারী, বিচার।

মোহাম্মদের মানিল সালিস মিলি সকলে।
(সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, মরু ভাস্কর)

জাহাজ: جهاز (জ্বাহাাঝ)। তৈরি করা, উপকরণ, নালী, সরবরাহ। পোত, বৃহৎ জল যান।

কোরানের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মুক্তা পান্নাতে

(জুলফিকার-১২)

জিনিস: جنس (জ্বিন্‌স); ১টি কবিতায়। জাতীয়তা, প্রকার। বস্তু, দ্রব্য।

শারাব ভীষণ খারাপ জিনিস, মদ্যপায়ীর নেই কো ত্রাণ
(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৪৩)

খয়রাত: خيرات (খায়রাাত); ১টি কবিতায়। কল্যাণ, সৎকর্ম, বাছাইকরা বস্তু, সুশীল। ভিক্ষা।

নাহি দান খয়রাত, ভুলে মোহ ফাঁসে
(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-২৯)

খারাপ: خراب (খারাাব); ৭টি কবিতায়। ধ্বংস করা, শূন্য। মন্দ।

দোষ দিও না প্রবীণ জ্ঞানী হেরি খারাব শারাপ-খোর।
(দীওয়ান ই হাফিজ গীতি, নজরুল গীতিকা-১৫)

সাহেব: صاحب (ছাা'হিব)। স্বত্ত্বাধিকারী, সহচর। সম্মান জ্ঞাপক সম্বোধন।

খুকু হবে বেগম সাহেব, বাঁদী সকলে।

Dhaka University Institutional Repository

(পুতুলের বিয়ে)

তলব: طلب (ত্বালাব); ২টি কবিতায়। সন্ধান করা, দরখাস্ত দেয়া, আকাংখা করা। আদালত ইত্যাদি কর্তৃক হাজির হওয়ার আদেশ দেয়া।

কৈফিয়তের তলব তবু নিত্যি আসে ছাড়েই না।
(কবিতা ও গান-১৭)

গরীব: غريب (গারীব); ৯টি কবিতায়। নতুন, দুষ্প্রাপ্য বস্তু, অপরিচিত, ভিনদেশী। দরিদ্র।

গরিবের বৌ বৌদি সবার
(সুর সাকী-৮৮)

ফসল: فصل (ফাছল)। দুইটি বস্তুর মধ্যবর্তী আড়াল, ধাতু, অধ্যায়করণ, ফয়সালা করা। উৎপন্ন করা।

ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে
(নারী, সাম্যবাদী)

মারফত: معرفة (মা 'রিফাহ); ৪টি কবিতায়। পরিচিত, পরিচিত বস্তু। মাধ্যম।

মৃত্যুর মারফতে শোধ দিব বিধির এ মহাদানের ধার।
(উঠিয়াছে ঝড়, ঝড়)

মুলতবি: ملتوي (মুল্‌তাভী)। স্থগিত।

অরুণ আঁখি কইল সাকি, আজকে শরাব মুলতবী।
(সুর কুমার, ফণি মনসা)

নকল: نقل (নাক্বল); ২টি কবিতায়। তালিযুক্ত জুতো বা মোজা, এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া, বর্ণনা করা, লিখিত বস্তুর কপি করা, পরিবহন। ভেজাল।

আজ নকলের বইছে বোঝা
(ভূত-ভাগানোর গান, বিষের বাঁশী)

নেহাৎ: نهاية (নিহায়াহ্) । প্রান্তসীমা, কোন বস্তুর শেষ প্রান্ত, সমাপ্তি। নিতান্ত।

পেলি ত এক ঠ্যাং নেহাৎ
(ডোমিনিয়ন স্টেটাস, চন্দ্রবিন্দু)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধিবদ্ধ মিশ্র শব্দ বা মিশ্র যৌগিক শব্দ

আরবী উপাদান যে সব সন্ধিবদ্ধ মিশ্রযৌগের শুরুতে বসেছে:

বুলবুলিস্তান: بلبل (বুল্‌বুল্‌) + স্তান: (আ. + ফ.)। পান্থ নিবাস।

মুসাফিরখানা ভুলায়ে আনিলে কোন এই মঞ্জিলে?
(আর কতদিন, নতুন চাঁদ)

হারামখোর: حرام ('হারাাম) + খোর: (আ. + দে.)। নিন্দার্থে যে অন্যায়ভাবে জীবিকার্জন করে।

রাজা আংরেজ হারামখোর
(তৌবা, চন্দ্রবিন্দু)

হারামানন্দ: حرام ('হারাাম) + আনন্দ: (আ. +সং.)। অবৈধের মাঝে আনন্দের আস্বাদ পাওয়া।

হারামানন্দে হেরেমে ঢুকেছ হায় হে ব্রক্ষ্যাচারী।
(সাবধানী ঘন্টা, ফণি মনসা)

খবরদার: خبر (খবর) + দার/দাশতান: (আ. + ফা,)। সংবাদ দাতা, সাবধান।

গো-স্বামী ! খবরদার !
(সর্দাবিল, চন্দ্রবিন্দু)

খিদমতগার: خدمة (খিদ্বমাহ্‌) + গার: (আ. + ফা.)।সেবক।

দেখো সবার শেষে পার যেন হয় এই খিদমত গার।
(কবিতা ও গান-৩৪)

দুনিয়াদার: دنياء (দ্বুন্‌য়া') + দার/দাস্তান: (আ. + ফা.)। যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থকে অন্য কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়।

দুনিয়াদার বোঝে না মোরে পাগল বলে,
(গুল বাগিচা-৮১)

রোকনাবাদ: ركن (রুক্‌ন) + আবাদ: (আ. + ফা.)। ইরানের একটি এলাকার নাম। এই এলাকার উৎস তীরে ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজের বাসগৃহ ছিল।

কবির গীতি তেমনি তোমায় রোকনাবাদের নহর তীরে।
(শাখ-ই-নবাত, ঝড়)

Dhaka University Institutional Repository

শারাবখানা: شراب (শারাাব) + খানাহ; (আ. + ফা.)। পানশালা।

শারাবখানার সদর ঘরে
বসো খানিক ধর্মাধিপ
(দীওয়ান ই হাফিজ নজরুল গীতিকা-১০)

সুরতকেলি: صورة (ছুরাহ্) + কেলি: (আ. + দে.)। রূপচর্চা, সাজ নেয়া।

করে বসন্ত বনভূমি সুরত কেলি
(মাধবী প্রলাপ, সিন্ধু হিন্দোল)

আজব খানা: عجب ('আজ্বাব) + খানা: (আ. + ফা.)। প্রদর্শন গৃহ। যেখানে অদ্ভুত জিনিসাদির সমাবেশ হয়।

দুনিয়ার আজব খানার !
(কবিতা ও গান-২৭৯)

আতরদানি: عطر ('ইত্বর) + দানি: (আ + ফা)। আতর রাখার পাত্র। সুগন্ধি পরিবেশন পাত্র।

আনো গোলাপ পানি, আনো আতর দানি গুলবাগে
(কবিতা ও গান-৭৯৫)

আমপারা: عم ('আম্ম) + পারা (চধৎধ): (আ. + ই.–; ১টি কবিতায়। অর্থ (আম্মা) শব্দ যোগে সূচীত অধ্যায়। এটা কুরআন শরীফের ত্রিংশতি তথা সর্বশেষ অধ্যায়ের লোকনাম। এ অধ্যায়টি এ বিশেষ নামে স্বতন্ত্রতভাবে মুদ্রিত হয়ে মক্তবে মুসলিম শিশুদের কুরআন শিক্ষার জন্যে পঠিত হয়।

আমপারা পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে।
(আমার কৈফিয়ত, সর্বহারা)

আমলনামা: عمل ('আমাল) + নামা: (আ. + ফা.)। কার্যকলাপের ফিরিস্তি।

যখন খোলা হবে সবার আমল-নামা; সেই সে দিন
(সূরা তাকভীর, কাব্য আমপারা)

ঈদগাহ্: عيد ('ঈদ্ব) + গাহ্: (আ. + ফা.)। ঈদের জামা 'আত যে মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

এই ঈদগাহে তুমি কি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা?
(কৃষকের ঈদ, নতুন চাঁদ)

গোলাম খানা: غلام (গুলাম) + খানাহ: (আ. + ফা.)। ক্রীতদাসদের আটক রাখা হয় বা থাকতে দেয়া হয় যে ঘরে।

চেয়েছি গোলামি, জাবর কেটেছি গোলাম খানার বসি'।
(মোবারকবাদ, নতুন চাঁদ)

Dhaka University Institutional Repository

কতলগাহ: قتل (ক্বাত্‌ল) + গাহ: (আ. + ফা.)। বধ্যভূমি।

কোটি কোটি প্রাণ দিয়াছে নিত্য কতল গাহেতে তারি।

(খালেদ, জিঞ্জীর)

কবরস্তান: قبر (ক্বাব্‌র) + স্তান: (আ. + ফা.) । সমাধি।

এই মুসলিম কবরস্তানে পেয়েছ তার খবর?

(আজাদ, নতুন চাঁদ)

কলমবাজ: قلم (ক্বালাম) + বাজ: (আ + ফা)। যে লেখক তার লেখনি শক্তির অপব্যবহার করে।

ওরে হাফিজ, শেষ কর্‌ তোর

কৃত্রিম এই কলম্‌বাজি।

মোবারকবাদ: مبارك (মুবাারাক) + বাদ: (আ. + ফা.)। স্বাগত, সম্ভাষণ।

দেয় ‘মোবারকবাদ’ আলম

(জুলফিকার-১০)

নূরজাহান: نور (নূর) + জাহাঁ: (আ. + ফা.)। জগজ্জ্যোতি। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭ খ্রি.) শের ই আফগানের বিধবা স্ত্রী মেহেরুন্নিসাকে বিয়ে করে নূরজাহান উপাধি দেন।

নূরজাহান ! নূরজাহান !

(বুলবুল: দ্বিতীয় খন্ড ১৮)

ইহুদখানা: يهود (য়াহূদ) + খানাহ্‌; (আ + ফা) য়াহুদীদের বাসস্থান।

ঈসাই দেউল, ইহুদখানায়।

(নজরুল গীতিকা-৫)

আরবী উপাদান যে সব মিশ্রযৌগের শেষে বসেছে

বেআদব: বে + أدب (আদ্দাব): (ফা. + আ.)। অসভ্য, অভদ্র, অশিষ্ট।

হামজা সাথে বেআদবি করল মাতাল এক আরব-

(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৫৩)

Dhaka University Institutional Repository

বেঈমান: বে + إيمان (ঈমান): (ফা. + আ.)। অধর্ম, অনস্থ। বিশ্বাস ঘাতক।

বেঈমান মোরা, নাই জান আধ-খানও আর।

(আনোয়ার, অগ্নি বীণা)

গুলবাহাব: গুল + بحر (বা'হ্‌র): (ফা. + আ.)। বুটিদার শাড়ী বিশেষ।

গুলবাহারের উত্তরী কা'র

জড়াল তরু লতায়

(সুরসাকী-৯)

বেতমিজ: বে + تميز (তামায়্যুঝ): (ফা. + আ.)। অবিবেচক, বিচারজ্ঞান শূন্য।

বলে, বেতমিজ। কে পাঠালো তোরে।

(জীবনে যাহারা বাঁচিল না, নির্ঝর)

বেতাজ: বে + تاج (তাজ্ব); (ফা. + আ.)। ক্ষমতাহীন, সিংহাসনচ্যুত।

সালাম জানাই মুসলিম-হিন্দ শরমে নোয়াবে শির বেতাজ।

(আমানুল্লাহ, জিঞ্জীর)

আবাহায়াত: আব + حيات ('হায়াহ্‌): (ফা. + আ.)। আয়ুর্বেদী পানীয়।

আবহায়াতের মৃত্যু-অমৃত পাবে খুঁজি'–

(সর্বহারা, মরু ভাস্কর)

খোশহাল: খোশ্‌ + حال ('হাল): (ফা. + আ.)। সন্তোষ জনক অবস্থা।

অক্ষর হয়, রাজ্য চালার খোশ্‌ হালে সে ভর্‌ জীবন।

(কবিতা ও গান-২৮২)

বেহায়া: বে + حياء ('হায়া'): (ফা. + আ.)। নির্লজ্জ।

সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহারা ছাতি।

(ফরিয়াদ, সর্বহারা)

বেহিসাব: বে + حساب (হিসাব): (ফা. + আ.)। অমিতব্যয়ঈ, অসংযম।

কোথায় লাগে শাহানশাহের দৌলৎ ঐ বে-হিসাব !

(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৬৩)

খোশখবর: খোশ্‌ + خبر (খাবার): (ফা. + আ.)। সুসংবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষিতে যেন গো এপারে ওপারে তাহারি আসার খোশ খবর-

(অনাগত, মরু ভাস্কর)

বেখবর: বে + خبر (খাবার): (ফা. + আ.)। অসচেতন, অমনোযোগী, আত্মভোলা।

অজ্ঞানেরই তিমির তলের মানুষ ওরে বে-খবর !

(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৪১)

বেখেয়াল: বে + خیال (খিয়াল): (কা. + আ.)। অমনযোগী, অন্যমনস্ক।

দশ কোটি মুসলিম বেখেয়াল।

(জুলফিকার-১)

বেদখল: বে + دخل (দ্বাখ্‌ল): (ফা. + আ.)। উৎখাত।

লাখ বাহ্‌ রাম এই আসনে বসে হল বেদখল।

(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-৩৮)

বেদ্বীন: বে + دین (দ্বীন): (ফা. + আ.)। অধর্ম, অনস্থ।

রাখতে পারে কোন সে কাফের আশেক বেদীনে?

(মানী বধূর প্রতি, নির্ঝর)

বেরহম: বে + رحم (রু'হম): (ফা. + আ.)। নির্মম, দয়ামায়াহীন।

মারে কাটে এরা বে-রহম, এরা টলে না কো কোন দিন।

(মোহররম, শেষ সওগাত)

আবেজমজম: আব + زمزم (ঝাম্‌ঝাম): (ফা. + আ.)। মক্কার ঐতিহাসিক ঝামঝাম কূপের পানি।

আব জমজম উতলি' উঠিছে তোমার ওজুর তরে।

(খালেদ, জিঞ্জীর)

পুলসিরাত: পুল + صراط (ছিরাাত্ব): (ফা. + আ.)। সেতু পথ। মুসলিম শাস্ত্রগত বিশ্বাস যে, পরকালের চূড়ান্ত বিচার দিবসে প্রত্যেককে এমন একটি দীর্ঘ সেতু পথ অতিক্রম করতে হবে যার নীচে থাকবে জাজ্বল্যমান নরক, অপর পারে থাকবে বেহেস্ত। সেতুটি হবে তীক্ষ্ণ ছুরির চাইতে ও ধারালো, পথ হবে ঘোর অন্ধকার। তাতে পাপী বান্দারা পাপের ভারে ও ঘোরে সেতুটি পারাপারে ব্যর্থ হয়ে নীচে-

Dhaka University Institutional Repository

নরকে পতিত হবে-অপর দিকে পুন্যবান বান্দাগণ পুণ্যের জ্যোতি ও ভার মুক্তির কারণে অনায়াসে তা পারাপার সমর্থ হয়ে বেহেস্ত গমন করবে।

ভয় করি না রোজ কিয়ামত্

পুলসিরাতের কঠিন পুল।

(জুলফিকার-১৪)

আবেকাওসার: আব + كوثر (কাওচার): (ফা. + আ.)। বেহেস্তের উঁচু শ্রেণীর ঝর্ণা। আল কাওসার-এর পানি।

আল্লাহ থেকে আবে কওসর নবীন বার্তা বয়ে।

(আজাদ, নতুন চাঁদ)

আধমহল: আধঁ + محل (মা'হাল্ল): (সং + আ)। অন্ধকার গৃহ।

দে দৌড়ু চোঁ চোঁ আঁধমহলে পাঁচিল হতে নেমে।

(খোকার বুদ্ধি, ঝিঙেফুল)

কাচমহলা: কাচ + محل (মা'হাল্ল); (সং. + আ.)। কাচ নির্মিত অট্টালিকা।

নাচনের লাগিল ছোঁয়াচ এ তনুর কাচ মহলায়।

(সূর সাক্বী-৫৩)

কোহ ই তুর: কোহ্ + ই + ... (তুর): (ফা. + আ.)। মিসরের সিনাই পর্বত, বার পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলেন।

মদিনার শাহানশাহ্ কোহ ই তুর বিহারি।

(জুলফিকার: দ্বিতীয় খন্ড-৪০)

বকরিদ: বকরী + عيد ('ঈদ্ব): (উ. + আ.)। বকরী তথা পশু জবাই'র ঈদ। কোরবাণীর ঈদ।

বক্‌রীদি চাঁদ করে ফরয়্যাদ, দাও দাও কোরবাণী।

(বকরীদ, শেষ সওগাত)

বদকিসমত: বদ + قسمة (কিস্‌মাহ্); (ফা. + আ.)। দুর্ভাগ্য।

বদকিসমত শুধু রীফের

নহে বীর,

Dhaka University Institutional Repository

(রীফ সর্দার, সন্ধ্যা)

শবেকদর: শব + ই + قدر (ক্বাদর): (ফা. + আ.) । ভাগ্য রজনী। চান্দ্র বর্ষের ২৭ই রমজানের রাত্রি।

করিয়াছি অবতীর্ণ কোরান পুণ্য শবেক্বদরে;

(সূরা কদর, কাব্য আমপারা)

দাসমহল: দাস্ + محل (মা'হাল্ল): (সং. + আ.)। চাকর বাকরের বসবাসের ঘর। এটি মূলত ঘৃণার্থক শব্দ।

যত মাদী তোরা বাঁদী বাচ্চা দাস মহলের খাস গোলাম।

(মিলন গান, ভাঙার গান)

দিলমহল: দিল্ + محل (মা'হাল্ল): (ফা. + আ.)। অন্তরমহল। এটি আলংকারিক যৌগ।

তুমি দিয়ে গেলে কাবুল বাগের দিল্ মহলের চাবির রিং।

(আমানুল্লাহ জিঞ্জীর)

নাটমহল: নাট + محل (মা'হাল্ল): (বাং. + আ.)। নাট্যশালা।

লীলা দেখান নাট মহলে

(দশমহাবিদ্যা-৬)

নিদমহল: নিদ + محل (মা'হাল্ল): (সং. + আ.)। শোয়াব ঘর।

বাজলো কিরে ভোরের সানাই নিদ মহলের আঁধার পুরে।

(ভোরের সানাই, সন্ধ্যা)

বদমেজাজ: বদ + مزاج (মিঝাজ্): (ফা. + আ.)। রুক্ষ বা উগ্র মেজাজ। কোপন স্বভাব।

মদ খাসনে বদমেজাজি নীচ কুৎসিত লোকসাথে।

(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম-১০৩)

ভোগমহল: ভোগ + محل (মা'হাল্ল): (সং. + আ.)। যেখানে ভোগের মহড়া চলে। এটি একটি ক্ষোভার্থক যৌগ।

তার ভোগ মহলের জ্বলছে প্রদীপ তোদের পূণ্য খিয়ে।

(মোহান্তের মোহ অন্তের গান, ভাঙার গান)

রংমশাল: রং + مشعل (মাশ্ 'আল): (সং. + আ.)। আতশবাজি বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

রংমহলের রংমশাল মোরা আমরা রুপের দীপালি।

(নজরুল গীতিকা-২৫)

রংমহল: রং + محل (মা'হাল্ল): (সং. + আ.)। আনন্দ নিকেতন। মুসলিম ভারতের নৃপতিদের বিলাস ভবন বা অন্তঃপুর।

আজ দানবের রঙ মহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম

(আনন্দময়ীর আগমনে, কবিতা ও গান-১৮)

শিশমহল: শিশ + محل (মা'হাল্ল): (ফা. + আ.)। কাঁচ নির্মিত বাড়ি।

এতদিনে শিশ-মহলের দ্বার খুলিয়াছে বুল্‌বুলি।

(কবিতা ও গান- ২৬৩)

সুরমহল: সুর + محل (ম'হাল্ল): (সং. + আ.)। সুর পুর। স্বর্গ, অমরাবতী।

বীণা পানির সুর মহলে কোন দুয়ার আজ খুললো রে,

(কবিতা ও গান ১৪)

সীলমোহর: সীল + مہر (মুহুর): (ইং + আ)। নাম বা অন্য কোন নিদর্শনের ছাপ।

ওগো বেতে খোদার খাসমহলে পার সে সীলমোহর।

(কবিতা ও গান ১১৪)

বদনসিব: বদ + نصيب (নাছীব): (ফা. + আ.)। দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগা।

ভোগোন্মত্ত, পঙ্গু, খঞ্জ, আতুর, বদ-নসিব।

(আজাদ, নতুন চাঁদ)

কোহিনুর: কোহ্ + ই + نور (নূর): (ফা. + আ.)। মহামূল্য হীরক বিশেষ, গৌরব স্বরূপ ব্যক্তি।

মোদের মাথার কোহিনুর মণি-কি করিব বল তাকে?

(চিরঞ্জীব জগলুল, জিঞ্জীর)

খোশনসীব: খোশ + نصيب (নাছীব): (ফা. + আ.)। সৌভাগ্য।

তব কনিষ্ঠপুত্র ধন্য আব্দুল্লাহ খোশ নসীব

(অনাগত, মরু ভাস্কর)

বেনসীব: বে + نصيب (নাছীব): (ফা. + আ.)। অভাগা।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

কাঁদিয়া কহিনু, ওরে বে নসিব, হত ভাগ্যের দল,

(আজাদ, নতুন চাঁদ)

সুনজর: সু + نظر (নাজার); (সং. + আ.)। সুদৃষ্টি। অনুকূল ধারণা।

পড়বে সবার সুনজরে।

(কবিতা ও গান-২৬৮)

বেঅকুফ: বে + وقوف (ওয়াক্কুফ): (ফা. + আ)। বোকা, নির্বোধ, মাত্রাজ্ঞানহীন।

(হৃত ক্যাটালগ)

বদহজম: বদ + هضم (হায্ম); (ফা. + আ.)। উদ্‌রজাত খাদ্য স্বাভাবিকভাবে পরিপোক্ত না হওয়া, আজীর্ণ, অপরিপাক।

মদ খেয়ে বদ্‌হজম হইয়া বাঙালির মেয়ে ধরে,

(বড়দিন, শেষ সওগাত)

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতা: বৈশিষ্ট্য ও আরবী শব্দের প্রয়োগ" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে আমি কবি নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী, কর্মময় সাফল্য, তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের নাম, তাঁর গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় আরবী শব্দের প্রয়োগসহ নানা দিক তুলে ধরেছি। মূলত নজরুল রচিত কাব্যগ্রন্থ থেকে বেছে বেছে ইসলামী কবিতা নির্দিষ্ট করণ ও তার মধ্যে আরবী শব্দের প্রয়োগ ও যথার্থ অর্থ নিরূপণ কাজটি এই গবেষণা কর্মে তুলে ধরা হয়েছে।

তাছাড়া কাজী নজরুল ইসলামের সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকদের কবিতা ও গল্পের কিছু উপমা উৎপ্রেক্ষা সংযোজন করা হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। জীবনের দীর্ঘসময় তিনি কাব্য সাধনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো: অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, ছায়ানট, সাম্যবাদী ও সর্বহারা প্রভৃতি। তার রচিত ইসলামী কবিতাগুলো নানাভাবে নানারূপে বৈচিত্র্যময় ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রয়েছে। নজরুল ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, ছেলেবেলায় আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা শেখার সাথে সাথে তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করেন। তৎকালে মুসলিম সমাজে অন্তঃসলিলার ন্যায় প্রবাহমান নব-জাগরণের চেতনা নজরুলকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। নজরুলের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকরা ছিল কোনঠাসা, দুর্বল প্রতিরুদ্ধ সংখ্যালঘু। কিন্তু নজরুলের আবির্ভাব তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। নজরুল একদিন বিনা নোটিশে "আল্লাহ আকবার" তাকবীরের হায়দারী হাঁক ডেকে ঝড়ের বেগে এসে বাংলা সাহিত্যের দুর্গজয় করে বসলেন। তিনি স্বীয় চেষ্টায় ইসলামী ভাবধারার মর্মমূলে জাতিকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন বারংবার। তার অসংখ্য কবিতায় ইসলামী চেতনা ও ঐতিহ্যের ছাপ দৃশ্যমান।

পরিশেষে বলা যায় যে, কাজী নজরুল ইসলাম এক বিদ্রোহী ও ইসলামী ভাবধারার কবি। তার কাব্য সাধনায় ইসলামী ভাববাদী অন্যতম। তার রচিত ইসলামী কবিতায় রয়েছে ব্যাপক আরবী শব্দের ব্যবহার। যার বিশ্লেষণ অত্যন্ত সুচারুরূপে অত্র অভিসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট
কবি নজরুলের বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র

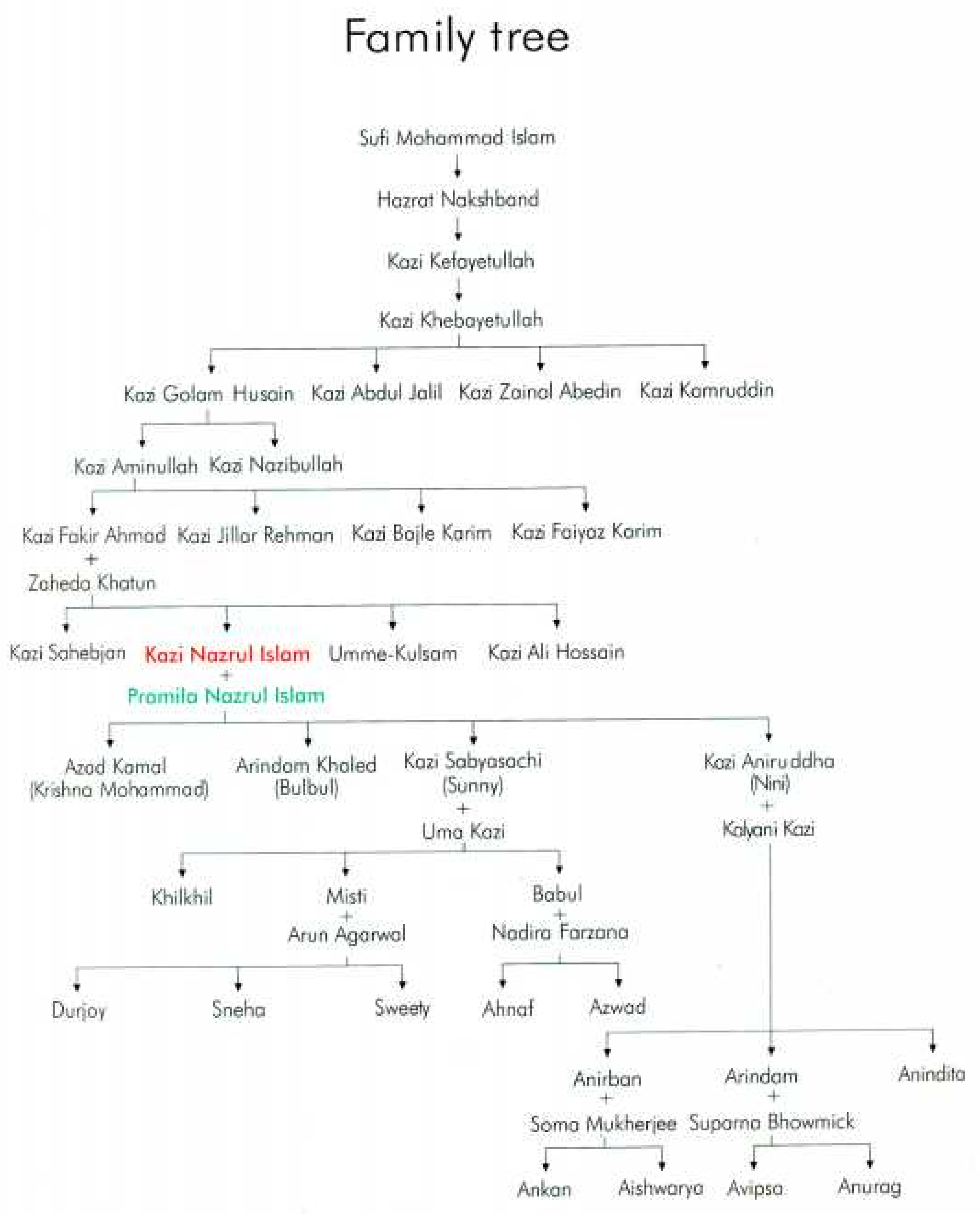

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

১৩০৬-এর ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯-এর ২৪ মে, বুধবার) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার তৎকালীন রানীগঞ্জ থানার চুরুলিয়া গ্রামের এই মাটির ঘরে নজরুল জন্মগ্রহণ করেন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম মহাযুদ্ধ ফেরত হাবিলদার নজরুল ইসলাম, ১৯২০ কলকাতা

বংশীবাদনরত নজরুল, ১৯২৮ চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

সংগীত বিষয়ে আলাপরত কাজী নজরুল ইসলাম। বাঁ থেকে রানু সোম
(পরবর্তীকালে প্রতিভা বসু) এবং তাঁর মা সরযুবালা দেবী

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল পরিবার। প্রমীলা ও নজরুলের সঙ্গে দুই পুত্র, সানি (সব্যসাচী) ও নিনি (অনিরুদ্ধ), ১৯৩৩ কলকাতা

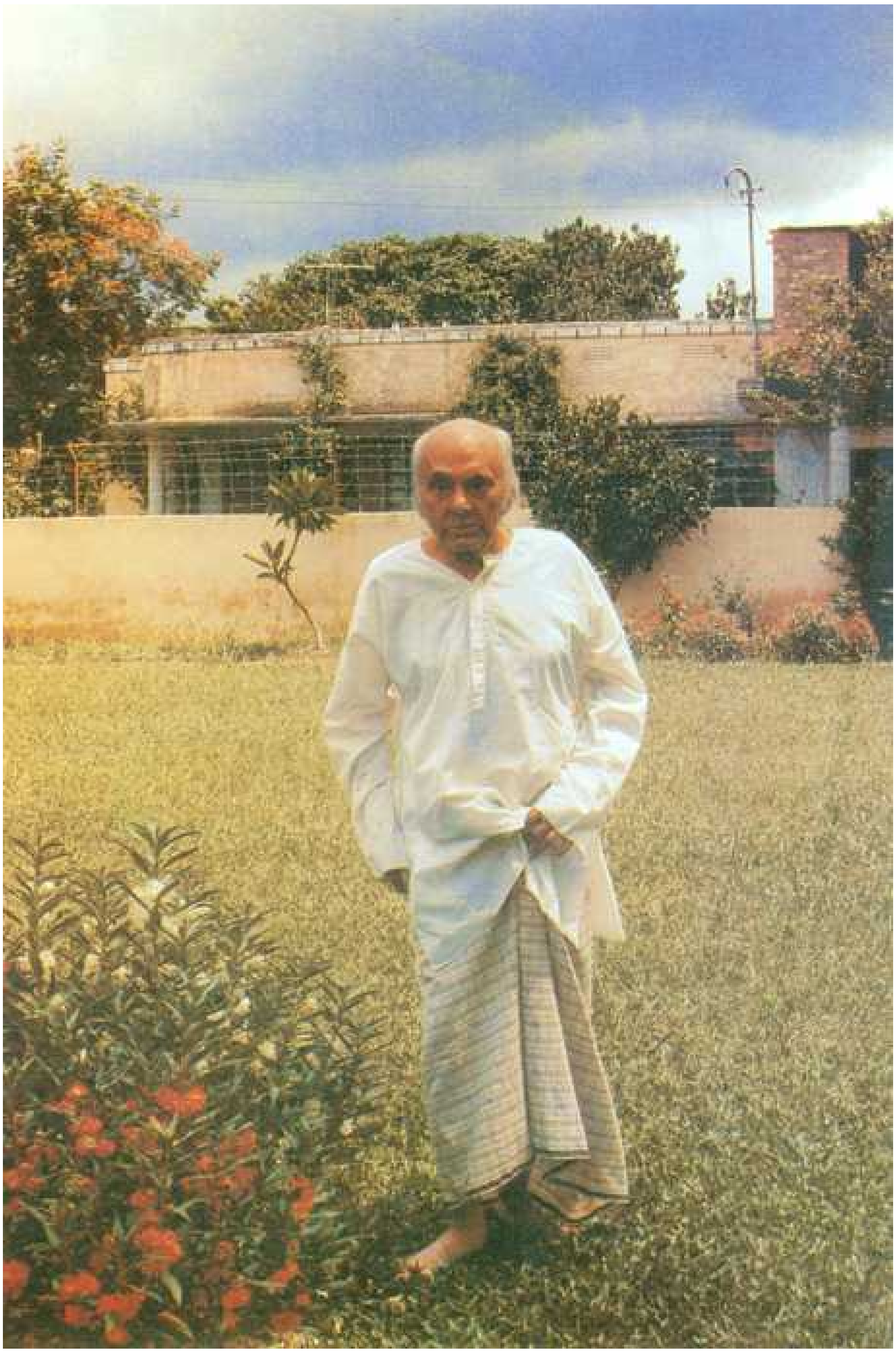

কবি ভবনের লনে খালি পায়ে হাঁটছেন নজরুল

কবির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

কবির পাশে বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, কল্যাণী কাজী, ডা. অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়
এবং উমা কাজী, ২৪ মে ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

চিরনিদ্রায় চির-বিদ্রোহী

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন কবি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ডক্টর আব্দুল করিম : বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭ খৃ.।

আবদুল কাদির : নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, নজরুল ইন্সষ্টিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, ১৯৮৯ খৃ.।

আবদুল মান্নান তালিব : বাংলাদেশে ইসলাম, ই. ফা. বা., ২য় সং, ঢাকা, ২০০২ খৃ.।

আবদুস্ সাত্তার : নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ, ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯২ খৃ.।

আব্বাস আলী খান : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: ১৯৯৪ খৃ.।

আ.ন.ম, : বজলুর রশীদ আমাদের সূফী সাদক, ই. ফা. বা., ঢাকা; ১৯৮৪ খৃ.।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী : বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দূতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা, ই.ফা.বা, ঢাকা, ২০০৫ খৃ.।

ড. হাসান জামান : সমাজ-সংস্কৃতি সাহিত্য, ই. ফা. বা., ঢাকা ১৯৮৭ খৃ.।

ড. এনামুল হক : বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৯৩৫ খৃ.।

ডঃ নিদা ত্বাহা : আল আদাব আল মুকারিন, কায়রো: দারুল মারিফ, ১৯৮০ খৃ.।

ড. আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : মুক্তধারা, ফরাসগঞ্জ, ১৯৮৩ খৃ.।

রফিকুল ইসলাম : কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, ঢাকা :নজরুল ইন্সটিটিউট, ফেব্রু ২০১২ খৃ.।

কাজী দীন মুহাম্মদ : বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ” ইসলামিক ফাউন্ডেশন অগ্রপথিক সংকলন, ই. ফা. বা., ঢাকা, জুন ১৯৯৫ খৃ.।

কাজী রফিকুল ইসলাম : কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, ঢাকা।

মুখোপাধ্যায় : কাজী নজরুল ইসলাম, কলকাতা সংস্কৃতি পরিষদ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, ১৯৫৭ খৃ.।

মাহবুবুল আলম, : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ সংস্করণ, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৯০ খৃ.।

মিন হাজুস সিরাজ : আততাবাকাত আন নাছরানীয়্যা, পাকিস্তান: লাহোর।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন : সওগাতযুগে নজরুল ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৮ খৃ.।

যোগেশ চন্দ্র বাগল (সম্পাদিত) : বঙ্গীম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৮৪ খৃ.।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত: বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-২, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা: ২০০৩ খৃ.।

রবীন্দ্রনাথ : সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৮৩১ খৃ.।

দীলিপকুমার দাস (সম্পাদিত) : সুকান্ত ভট্টাচার্য রচনা সমগ্র, মনীষা, বরিশাল, ১৯৯০ খৃ.।

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় : কবি ফররুখ আহমদ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯ খৃ.।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত): ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠকবিতা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৫ খৃ.।

মুখোপাধ্যায় : কাজী নজরুল ইসলাম, কলকাতা সংস্কৃতি পরিষদ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, ১৯৫৭ খৃ.।

রফিকুল ইসলাম : কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ফেব্রু ২০১২ খৃ.।

দেলওয়ার বিন রশিদ : নজরুলের শৈশব ও কৈশর, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৪, আগস্ট ২০০৭ খৃ.।

আব্দুল মান্নান সৈয়দ : নজরুল ইসলাম, পৃ. ৯০, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০ খৃ., কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, নজরুলের বাল্যজীবন, কার্তিক- পৌষ সংখ্যা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

গোলাম মঈনুদ্দীন : কবি ফররুখ ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন, ই.ফা.বা., ঢাকা: ১৯৮৫ খৃ.।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন : সওগাতযুগে নজরুল ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৮ খৃ.।

ড. কাজী দীন মোহাম্মদ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড-৩, সং-১, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮ খৃ.।

ড. নজরুল ইসলাম : কাজী আবদুল ওদুদ, সংস্কৃতি পরিষদ প্রকাশিত কবি নজরুল, কলকাতা, ১৯৫৭ খৃ.।

তিতাশ চৌধুরী : নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ভিনাস প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কুমিল্লা, ২৮ অগাস্ট ১৯৯০ খৃ.।

মাহমুদ নুরুল হুদা : চিরঞ্জীব নজরুল, প্রথম প্রকাশ, ১৫০ ঢাকা স্টেডিয়াম-দোতলা, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৭ খৃ.।

আব্দুল কাদির : যুগকবি নজরুল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ড. আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ৩য় সংখ্যা, মুক্তধারা, ফরাসগঞ্জ, ঢাকা, ১৯৮৩ খৃ.।

কাজী রফিকুল ইসলাম : কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ঢাকা, ১লা বৈশাখ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

আ ত ম ইসহাক : মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮৭ খৃ.।

আবদুল কাদির : নজরুল পরিচিতি, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৮ খৃ.।

শামসুদ্দীন আহমদ : ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ : বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৯৯৩ খৃ.।

মুনীর চৌধুরী : নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ, নজরুল পরিচিতি।

আব্দুল মুকীত চৌধুরী : নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা, ই.ফা.বা, ঢাকা, ১৯৯৫ খৃ.।

করুণাময় গোস্বামী : নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬ খৃ.।

মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন : সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলিম প্রতিভা, ই.ফা.বা, ঢাকা, ২০০৪ খৃ.।

আবদুল আজীজ আল-আমান : নজরুল-গীতি অখণ্ড, হরফ প্রকাশনী, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৩ খৃ.।

সৈয়দ আলী আহসান : সমস্ত সৃষ্টির সাক্ষ্য, পাক্ষিক পালাবদল, ১১৯/৩, ফকিরাপুল, তা.বি., ঢাকা।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান : কোরআনুল কারীম, বাদশা ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তা.বি., পৃ. ৬৭৫, ঢাকা।

অধ্যাপক কে. আলী : মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস, দ্বাদশ সংস্করণ, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯০ খৃ.।

আখতার উল আলম : বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, ষষ্ঠ সংস্করণ, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫ খৃ.।

ইংরেজি গ্রন্থ সমূহ

Dr. A.K.M. Ayub Ali : History of Triditional Islamic Education in Bangladesh, Dhaka 1983.

Dr. Mohammad Ishaq : India’s Contribution to the Study of Hadith Literature, Dacca, 1955.

Dhaka University Institutional Repository

Abdul Karim : Social History of the Muslim in Bangal 2nd Addituion.

Shamu-ud-din Ahmad : Inscriptions of Bengal, Vol, IV.

Mohammad Nurul Huda : "Nazrul's Personlore" in Mohammad Nurul Huda| Nazrul: An Evaluation, Dhaka: Nazrul Institute.

পত্র-পত্রিকা

মহিউদ্দীন খান, বাংলাদেশে ইসলাম, মাসিক আল মদীনা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯২।

আ. ব. ম. সাইসুল ইসলাম সিদ্দিকী ও অন্যান্য, বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের ব্যবহার: পর্যালোচনা, ই.ফা.বা. পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ খৃ.।

সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ঢাকা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ই.ফা.বা., ঢাকা: ১৯৮৬ খৃ.।

সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৯৮২ খৃ.।

সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, ১৯৮৮ খৃ.।

আবদুল গফুর, “মহানবীর যুগে উপমহাদেশ” ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৯৯৮ খৃ.।

বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ/১৮৭২ খৃ.।

বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ/১৮৩ খৃ.।

বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ/১৮৭২ খৃ.।

বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ/১৮৭৩ খৃ.।

বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ/১৮৭৫ খৃ.।

প্রচার, মাঘ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ/১৮৮৪ খৃ.।

প্রচার, পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ/১৮৮৫ খৃ.।

Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol, VIII, Wo, 1, 1963.